সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
২৪৩-১, আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৪০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চত্বারিংশ ভাগের

সূচী-পত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[চত্বারিংশ ভাগ]

বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি *

বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র সৌরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু তথাপি হিন্দুসমাজে সূর্য্যদেবের সম্মান বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঁচটী প্রধান দেবতার পূজা করিয়া থাকে বলিয়া আধুনিক কালের হিন্দু 'পঞ্চোপাসক' নামে অভিহিত। এই পাঁচ-দেবতার[১] মধ্যে সূর্য্য অন্যতম। সমস্ত কৃত্যের প্রারম্ভে বিঘ্ননাশের জন্য যেমন বিঘ্নবিনাশন গণেশের অর্চ্চনা করিবার বিধান আছে, সেইরূপ, সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান করিবারও নিয়ম রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনায় সূর্য্যের উপাসনাই যে প্রধান স্থান অধিকার করে তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি এককালে বঙ্গে সূর্য্যপূজার বহুল প্রচারের সূচনা করে।[২] প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁহার একটী পদে[৩] সূর্য্যপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্নসময়ে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যব্রত ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদির প্রচলন আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণতঃ স্ত্রীসম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। কুমারীদিগের মাঘব্রত বা মাঘমণ্ডলব্রত, গৃহিণীদিগের চুণ্ডীর ব্রত বা ইথুপূজা ও বর্ষীয়সীদিগের চাকরী বা সূর্য্যব্রত সূর্য্যোপাসনারই বিভিন্ন প্রকার[৫]।

---

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১এ মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই পাঁচ দেবতার নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে 'সূর্য্যো বহ্নিঃ শিবো দুর্গা ততো বিষ্ণুশ্চ পঞ্চমঃ।' আর এক মতে—'গণেশঃ সবিতা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা ইতি ক্রমাৎ।'

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩শ খণ্ড) চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত এক সূর্য্যমূর্ত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত একটী সূর্য্যমূর্ত্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোণারঙ্গ ও আবদুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত ও পূজিত হইতেছে (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৬, পৃঃ ৫৩৯)।

৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ—পৃঃ ২৮)

৪। সূর্য্যদেবতাকে আশ্রয় করিয়া নানা লৌকিক কৃত্য কেবল বাঙ্গালা দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। জগতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ভারতের নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে সূর্য্যপূজার স্বরূপ ক্রুক্ (W. Crook) সাহেবের *An introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* গ্রন্থের ৪-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

৫। এই সকল অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। চুণ্ডীর ব্রত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। এই ব্রতে অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে নল গাছের চোঙার মধ্যে একুশটি দূর্ব্বা ভরিয়া উহা দুগ্ধে স্নান করাইয়া সূর্য্যকে নিবেদন করা হয়। ইহার 'কথা' পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইথুপূজার 'কথা'র অনুরূপ। মাঘমাসের শুক্লপক্ষের রবিবারে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সূর্য্যব্রতের এক বিবরণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক Journal of the Anthropological Society of Bombay নামক পত্রে (১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬) প্রকাশিত হইয়াছে।

সূর্য্যমাহাত্ম্যদ্যোতক এবং সূর্য্যচরিতবর্ণনাত্মক বিভিন্ন কাহিনী এই সকল ব্রতাদি উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত গীত ও কথিত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে লহনা ও খুল্লনা—এই দুই ভগ্নীর করুণ বিবরণপূর্ণ কাহিনী বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, এবং শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরই ন্যায় করুণরসপূর্ণ। ইহাও সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ্। তবে দুঃখের বিষয়, সাহিত্যিক সমাজে এই কাহিনী তেমন পরিচিত নহে। সূর্য্যপূজার কথা হিসাবে মেয়েলি ব্রতকথার পুস্তকগুলিতে এই কাহিনীটী বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৩১ শকে রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের এক পাঁচালী রচনা করেন। এই পাঁচালী চট্টগ্রামের স্বর্গগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এর পঞ্চদশ খণ্ডে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। সূর্য্যের বাল্যলীলা, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পূর্ণ আর একটী সরস উপাখ্যানের কিয়দংশ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে[১] প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে[২]। সম্প্রতি আমি ফরিদপুরের কোটালিপাড়া হইতে সংগৃহীত সূর্য্যের এক পাঁচালীতে এই উপাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি। তবে আমার সংগৃহীত উপাখ্যানও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে—অনেক স্থলেই ইহার অংশবিশেষের পরিসমাপ্তি নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। মাঘমণ্ডল ব্রতোপলক্ষে মাঘমাসে প্রাতঃকালে কুমারীগণ মধুর স্বরে এই পাঁচালী গান করিয়া থাকে। মাঘমণ্ডল ব্রতের কিছু বিবরণ দেওয়া এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ব্রত শ্রীহট্টে প্রচলিত মাঘব্রতের অনেকটা অনুরূপ। ফরিদপুর অঞ্চলে কুমারীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে বৃত্তাকার মণ্ডল উৎকীর্ণ করিয়া তাহার উপর পাঁচ বৎসর যাবৎ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এই বৃত্তের উপরে ও নীচে বৃত্তাকারে ও অর্দ্ধবৃত্তাকারে যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতীক কল্পিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে এক একটী মধ্যবৃত্ত বর্দ্ধিত করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচটী বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে[৩]।

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্ব্বাগুচ্ছ সহযোগে চোখে এবং মুখে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'চউখে মুখে পানি দেওয়া'।

সূর্য্য উদিত হইলে 'বাঁরৈল' ভাসাইতে হয় এবং এই প্রসঙ্গেই সূর্য্যের পাঁচালি গান করা

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—প্রথমখণ্ড, পৃঃ ১৬৪ প্রভৃতি।

২। Journal of the Department of Letters, পঞ্চদশ খণ্ড।

৩। এইরূপ ব্রত অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতের নানা স্থানে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। গৌতমধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যায় (২।২।২০) হরদত্ত এইরূপ একটী ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মেঘছে সবিতরি চৌলেষু কুমার্য্যো নানাবর্ণৈরজোভিঃ ভূমাবালিখ্য সপরিবারমালিখ্য সায়ং প্রাতঃ পূজয়ন্তি।" (গৌতমসূত্র, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পৃঃ ৮৫)। তবে হরদত্তের উল্লিখিত ব্রত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত না হইয়া বৈশাখে হইত।

হয়। মাটী দিয়া তৈয়ারী করা সূর্য্য ও গৌরীর প্রতীকের নাম বারৈল। এই বারৈল দুইটীকে ফুল ও দূর্ব্বা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একখানি পিঁড়িতে বসাইয়া ব্রতিনী নিম্নোক্ত-রূপে গান করিতে করিতে উহা পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দেয়।

বারৈল যান ভাসিয়া ভাই আসেন হাসিয়া।
হলদিয়া পক্ষীটী ডালে ডালে
আমার ভাই আস্‌তে লাগ্‌ছেন কড়িয়া জাঙ্গালে।
কড়িয়া জাঙ্গাল কড়িয়া জাঙ্গাল মিষ্ট মালুম মাজা।
ভাই আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা॥
দইলো লোচা লো চা।
সূর্য্যাইরে দিব মোরা ক্ষীরোদের কোছা।
ক্ষীরোদের কোছা না লো গরদের জোড়।
আন্‌ গৌরীরে ডাক দিয়া বড় ঘরের ছাইচ দিয়া।
বড় ঘর কড়মড় করে গৌরীর কানের সোনা লড়ে।
গৌরী গো রসে মোর কম্ম দশে।
গৌরীর মায় ঝাটিকাটি গুয়া কাটে কুটি কুটি
পান সাজায় বাটা বাটা
খাও লও গৌরীর জামাই চুনে আর খড়ে।
তবে সে দিব মোরা গৌরমণিরে দানে॥
ও গাঙের জালিয়া কে
সোনার বারৈল জলে দিয়া জল ছিটাইয়া দে।
আম কাঠালিয়া পিড়িখানি ঘৃতে ম ম করে।
তাতে বসিবে কে
আমার ভাই ··· তাতে বসিবে সে॥

বারৈল ভাসানের পর মণ্ডলের উপর ফুল ছড়াইতে হয়। এই অবসরে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়।

মাঘমণ্ডল মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল সোনার কুণ্ডল।
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু শাখার আগে সোনার খাড়ু॥
মাঘমণ্ডল ··· ··· ··· ··· ···
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া মৌ আমি বড় মানুষের পুতের বৌ॥
রুক্মিণী পুজি কি বড় মাগি।
আপনি স্থির সোয়ামী হইলেন পৃথিবীর বীর॥
আগ পূজিয়া মাগলাম বর ছোট জামাই বড় ঘর॥
ঘাইটী কাটিয়া লো ভাইটী পাইলাম।
ভাইটীর দুইটী শত্রু নখে খুটিয়া ফেলাইলাম।

দহেশ্বর কাটি মোরা পাজা পাজা
ভাই মোর লক্ষেশ্বর বাপ মোর রাজা ॥
শ্রীসূর্য্যদেব তুমি ফের বাড়ী বাড়ী।
আমি কাটি তোমার চাম্পা১র দাড়ী ॥
সূর্য্যের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল।
চন্দ্রের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥
মধ্য আকে২ দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥

পিতৃকুল ও পতিকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা এই ব্রতের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পতিবিষয়ক প্রার্থনার মধ্যে 'বড়মানুষের পুতের বৌ' হইবার ইচ্ছা, 'ছোট জামাই বড় ঘর' লাভের আগ্রহ এবং 'পৃথিবীর বীর' স্বামী পাইবার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধনী এবং বীর স্বামী পাইবার লোভ সকল দেশের ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকেরই স্বভাবসিদ্ধ; 'ছোট জামাই' পাইবার প্রার্থনা পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বহুল প্রচলনের যুগের সূচনা দেয়।

এই মাঘমণ্ডলব্রতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সূর্য্যের পাঁচালির বিভিন্ন অংশ গীত হয়। শীতের প্রত্যূষে কুমারীকণ্ঠনিঃসৃত এই মধুর সঙ্গীত ঘরে ঘরে শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি একবার এই সঙ্গীত শুনিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। অবশ্য এই পাঁচালি সর্ব্বত্র সুসঙ্গত নহে—ইহার সর্ব্বাংশের অর্থও তেমন সুপরিস্ফুট নহে। তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ও করুণরস শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সূর্য্যের পূর্ব্বরাগের বিবরণ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের কথা মনে জাগাইয়া দেয়। বিবাহের পরে গৌরীর শ্বশুরগৃহাভিমুখে যাত্রাকালীন যে করুণ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে অল্পপরিচিত হইয়া উঠিলেও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। অন্যান্য গ্রাম্যসঙ্গীতের ন্যায় ইহাও অজ্ঞাত কবির হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত; তাই ইহা অনায়াসেই শ্রোতা এবং পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে।

আমি এই পাঁচালি আমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ কোন কোন স্থলে শব্দের গ্রাম্য রূপ ত্যাগ করিয়া সাধু রূপ দিয়াছি মাত্র।

এই পাঁচালিতে উল্লিখিত সূর্য্যের শ্বশুর উড়িয়া ব্রাহ্মণ রাজা কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুরাণমতে সূর্য্যের স্ত্রীর নাম ছায়া—আমাদের আলোচ্য পাঁচালির মতে তাঁহার নাম গৌরী, গৌরমণি, গৌরা বা গৌরা পার্ব্বতী। সূর্য্যকে একস্থানে পাঁচালি মধ্যে শিবাই শঙ্কর (৯৯ পংক্তি) বলা হইয়াছে। সূর্য্যের সহিত শিবের এই অভেদ স্থাপনের মূল কোথায় জানি না। তবে এই পাঁচালিতে এবং অন্যত্র একাধিক স্থলে সূর্য্যের সহিত বিষ্ণুর অভেদ

১। ঘাই, দহেশ্বর, চাম্পা—ঘাসজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ্। ছড়া আবৃত্তির সময় এইগুলি নখ দিয়া ছিঁড়িতে হয়।

২। আক—দাগ।

প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই পাঁচালিতে (৬০, ৭২, ৯৭ পংক্তিতে) সূর্য্যকে জগন্নাথ, নারায়ণ ও গদাধর বলা হইয়াছে। সূর্য্যের অন্যান্য কোন কোন কাহিনীতে সূর্য্যনারায়ণ বা ইথুনারায়ণ শব্দেও সূর্য্য ও নারায়ণের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়[১]। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত সূর্য্যব্রতে স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণের গান গাহিয়া থাকে।[২]

এই সকল কাহিনীতে কয়েকটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দুই একটী বিবরণে সূর্য্যের আকৃতির বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। যথা—

> 'ইথু নারায়ণ ঠাকুর নমঃ নমবর্ণে, তাঁমাহন কর্ণে, গেরুয়াবস্ত্র পরনে, হাতে শোঁটা ক'রে ...' মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী), পৃঃ ৭৫
>
> 'লাটার ল্যাথান চোখ, বাটার ল্যাথান মুখ, কুলার ল্যাথান কান, মুলার ল্যাথান দাত, তামকুণ্ডের মত মাথা, লাল লাঠি হাতে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়,—চুণ্ডীর ব্রতের কথা (ফরিদপুর)

শক্তিপূজায় যেরূপ কোন কোন স্থানে সাধক স্বগাত্র-রুধিরাদি দ্বারা দেবীর তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সূর্য্যপূজায় সেইরূপ আচারের ইঙ্গিত আমরা সূর্য্যের এক কাহিনীতে পাইয়াছি। যথা—

> "পাত্রের রাণী আপনার জিব কেটে সলৃতে ক'রে প্রদীপ দিলেন, হাঁটুর মালুইচাকি কেটে তাইতে ক'রে ধূপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চামর ঢুলাইতে লাগিলেন।" মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, পৃঃ ৭৮।

এই মুখবন্ধের পর আমরা নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পাচালিটী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

[সূর্য্যের জাগরণ]

ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিকি মিকি দিয়া।
সুবর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে থুইয়া॥
নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল॥
হাতে তাম্বুল না লো গাছে থুইয়া।
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া॥
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে।
ভাসুর পো না লো দ্যাওর্ পো॥
দ্যাওর্ পো হৈয়া কি কাম করে।
রাজার দুয়ারে পাশা খেলে॥

১। সূর্য্য ও নারায়ণের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অভেদ এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রিয়ার্‌সন্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যপূজা হইতেই বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় (Bulletin of the School of Oriental Studies পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৬৬৯ পৃষ্ঠায়) গ্রিয়ার্‌সন সাহেবের এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

২ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ)—অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৩-৪।

১ রাউল– রাজা, যোদ্ধা। (এই পাদটীকাগুলি পাঁচালির পংক্তির সংখ্যানুসারে দেওয়া হইয়াছে)।

২ পঞ্চমখাড়ু—অলঙ্কারবিশেষ। নিশিরে—শিশিরে।

খেলুক পাশা জিনুক কড়ি।
তা দিয়া কেনবো মোরা সূর্য্যাই রাউলের পিড়ি॥
সূর্য্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল।
তাতে লাইগ্‌গা গেল ধোপাঝির আচল॥
নে নে ধোপাঝি নেত্‌খান ধুইয়া।
যাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া॥
যাইট কাওন না লো ঝড়ার মূল।
ভায়া যাবেন লো বিক্রমপুর॥
বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড্ডু।
মার্ লৈয়া আন্‌বেন লো সুবর্ণের খাড়ু॥
বাপের লৈয়া আন্‌বেন লো দোলা ঘোড়া।
ভাইর লৈয়া আন্‌বেন গো পাঞ্জি পুথি॥
বুইনের লইয়া আনবেন লো খেলার ডুখি॥
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুঠি।
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি সুন্দর বনে যাও।
সুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও॥
ছাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটী॥
আমাগো বাপ ভাই লোহার কাঠী॥
লোহার কাঠী হইয়া কি কাজ করে।
স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে॥
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোণার দুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব॥
আগর চল লো দুয়ার মেল লো।
জুতি মালতী মেলিয়া মার্‌লাম ঘরে।
কত নিদ্রা যাও রে সূর্য্যাই জোর পাশর ঘরে॥
সূর্য্যাইর ঘরের দুয়ারে সোণার মৃদঙ্গ বাজে।
তবু না সূর্য্যাই রাউলের নিদ্রা ভাঙ্গে॥

---

১৩ নেত—রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র।
১৪ লাইগ্‌গা—লাগিয়া। ধোপাঝি—রজককন্যা।
১৬ কাওন—কাহণ। ২৩ ডুখি—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত খুড়িজাতীয় বস্তু।
২৪ কুইয়াপুঠি—অতি ছোট ছোট পুঁটিমাছ।
২৫ সত্যাই—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
২৬ সুন্দরবুনিয়া—সুন্দরবনের। ২৭ বেড়—ডোবা।
৩০ জোকার—উলুধ্বনি। ৩৪ মেলিয়া মার্‌লাম—ছুড়িয়া মারিলাম।

ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া
ছগুণ ছাতি মাথায় দিয়া রাঙা লাঠি হাতে কইর্‌আ
বাওন বাড়ীর উপর দিয়া।
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান পৈতা কাটে অতি বেয়ান॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া … … … …
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান ফুল জোগায় অতি বেয়ান॥
ওঠো রাউল … … … …
কুমারের মাইয়া বড় সেয়ান মাটী জোগায় অতি বেয়ান॥
ওঠো রাউল … … … …
বারৈর মাইয়া পান জোগায় অতি বেয়ান॥
ওঠো রাউল … … … …
তেলির মাইয়া বড় সেয়ান তেল জোগায় অতি বেয়ান॥
ওঠো রাউল … … … …
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান কাপড় জোগায় অতি বেয়ান॥
ওঠো রাউল … … … …
বাওনের মাইয়া সেয়ান ফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান॥
সূর্য্যাই ওঠেন কোন বর্ণে
সূর্য্যাই ওঠেন তাম্বুল বর্ণে।
সূর্য্যাই ওঠেন কোন দিক্ দিয়া
সূর্য্যাই ওঠেন পূব দিক্ দিয়া
তিতৈল গাছের আড় দিয়া
তিতৈল গাছ মেলিল পাত
সূর্য্যাই ঠাকুর জগন্নাথ।
আমতলার শীতল পানি তাতে সূর্য্যাইর গাড়ু গামছা ধোয়া পানি।
চন্দনতলার শীতল পানি তাতে সূর্য্যাইর মুখধোয়া পানি॥

[সূর্য্যের পূর্ব্বরাগ]

উড়িয়া রাজার দুইটী কন্যা বসিয়া রৈছে ঘাটে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন মাঠে মাঠে॥
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে সাড়ী।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী॥

---

৫৫ তাম্বুল—এস্থলে ইহার অর্থ 'তাম্র'।

উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ধরেন নানা বেশ রে ॥
উড়িআ রাজার দুই কন্যা মলখাড়ু দিছে পায় রে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায় রে ॥

[সূর্য্যের স্বপ্ন দেখান]

শুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিদ্রায় দিছ মন রে।
চক্ষু মেলি চাইয়া দেখ শিয়রে নারায়ণ রে ॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্য্যাইরে পাবে পতি ॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খবস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্য্যাইরে কর দান ॥

[কন্যার পিতাকে সূর্য্যের সাহায্য দান]

ব্রাহ্মণী বলেন—'ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে।
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কন্যা দিবা কারে।'
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার চালে নাই ছোন রে।
সূর্য্যদেবের বরে লামলো ঘরামি চৌদ্দ জন রে ॥
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে।
সূর্য্যদেবের বরে লামলো ভূইমালি চৌদ্দ জন রে ॥
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি।
সূর্য্যদেবের বরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি ॥
যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কেনতে যায় রে ॥
সেই দোকানে ছাওয়াল সূর্য্যাই ছত্র ধরেন শিরে রে ॥
সাক্ষী থাইক্ক দেবধর্ম্ম সাক্ষী থাইকক তোমরা।
অকুমারী গৌরা আমি ॥
সম্মান নারিকেল তেলে কামারে দোকান মেলে।
সোণা দিব সেরে সেরে (আরে) রূপা যত লাগে।
এমন করি গড়্‌বা গয়না আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে ॥
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভরা আইসে।
অর্দ্ধেক গাঙ্‌ জুড়িয়া রে ফুল মটুকের ভরা আইসে ॥
আসুক আসুক আসুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে।
আমার গৌরমণির বিয়া শনি মঙ্গল বারে ॥

---

৮২ ভূইমালি—যাহারা ভূমি পরিষ্কার করে।
৮৮ অকুমারী—কুমারী, অবিবাহিতা। ৯৩ ভরা—নৌকাপরিপূর্ণ জিনিষ।

[সূর্য্যের বিবাহ যাত্রা]

ওপারে কিসের বাদ্য বাজে।
রাউলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে ॥
আম পাতা মচ মচ করে　　কাঠাল পাতা কড়মড় করে
শিবাই শঙ্কর বিয়া করে।
সাজ সাজ গদাধর পায়ে নূপুর দিয়া।
ঘরে আছে গৌরা পার্ব্বতী তুলিয়া দিব বিয়া ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন মায়ের আজ্ঞা লৈয়া।
মায়েতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া ॥
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই চিরজীবি হৈয়া।
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন বাপের আজ্ঞা লৈয়া ॥
বাপেতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া।
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই দিগ্বিজয়ী হৈয়া ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন গুরুপুরৈতের আজ্ঞা লৈয়া।
গুরু পুরৈতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া ॥
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই রাজরাজেশ্বর হৈয়া ॥
আমের ছত্র বিল্বপত্র দধির আশ্রয় দিয়া।
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন (সুমুখে) সোনার ঘটি লইয়া ॥
জননীতে ধোয়ায় হাত দুগ্ধেতে ডুবাইয়া।
অঞ্চলে মুছাইয়া মুখ বলে কর্ণে গিয়া ॥
একেশ্বরে যাও গো রাম দোসরে আসিও।
পরের ঝিরে পাইয়া না জননী পাসর ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন সুমুখে সোণার ঘটী।
আগে পাছে লোক লস্কর মধ্যে নাচে নটী ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করিয়া এদিক্ ওদিক্ চান।
যেদিকে শোনেন বাজনার শব্দ সেই দিক্ চলিয়া যান ॥
চন্দন গাছ কাটিয়া দেরে সূর্য্যাই হবেন পার।

[সূর্য্যের বিবাহ]

নব রত্তন পিড়িখানি মধ্যে মধ্যে সোনা।
দেবগণে ধরিয়া তোলে পিড়ির চাইরো কোণা ॥
দেবগণ দেবগণ রত্নসিংহাসন।
চারি চক্ষে দুই মুখে হইল দরশন ॥

---

১১৫ একেশ্বর—একাকী। দোসরে—দুজনে।

সূর্য্যাই ভাল বিচার কর
নিকটিয়া ফুলের মালা উদয় মেলিয়া ধর।
এক ফুল খোটেন সূর্য্যাই আরো ফুল চান।
মালিয়ার মালঞ্চ পুষ্প অধরে যোগান॥
লামা লামা ডাক্ পড়ে লামা স্থিতি স্থলে।
পঞ্চ হরতকী দিয়া দিয়া কন্যা দান করে॥
মানুষ জনে ডাকিয়া বলে আকাশে নাই রে তারা।
শীঘ্র করিয়া তুলিয়া দ্যাও রে সূর্য্যাইর বিয়ার দাড়া॥
শ্বাশুরীতে রাঁধেন দাড়া দুধে আর গুড়ে।
শালা বৌতে ঢালেন দাড়া সুবর্ণের থালে॥
শ্বাশুরী আইলেন ভাত দিতে
খসিয়া পইল সাড়ী
রাম রাম বলিয়া সূর্য্যাই নাকে দিলেন হাত।
কেন বা আসিলাম আমি শ্বাশুরীর সাক্ষাৎ॥
তোমরা বল আমার সূর্য্যাই পাগল পাগল।
আমার সূর্য্যাই পাগল নয় রে রসের নাগর॥

[সূর্য্যের গৃহ প্রত্যাগমনের প্রস্তাব]

সুবর্ণের খাটপাট নেতের মশারী।
তাহার মধ্যে শয়ন করেন সূর্য্যাই আর গৌরী॥
কাউয়ায় করে কল বল কোকিলের ধ্বনি।
জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি॥
'তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে॥'
'শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে।
পরের মারে মা বলিলে কার প্রাণ ভরে॥
পরের বাপকে ডাকলে বাপ কার প্রাণ ভরে॥'

---

১৩৫ দাড়া—বিবাহের দিন কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া সেই ধানের চাউল প্রস্তুত করেন। সেই চাউল হইতে রাত্রিতে অন্ন প্রস্তুত হয়। ধান সিদ্ধ করিবার সময় একটী আখের পাতায় আঠার জন স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাড়ির মধ্যে দেওয়া হয়; আড়াইটী আখের পাতা অন্য কাঠের সঙ্গে উনানে দেওয়া হয় এবং সিদ্ধকারিণী বা খাদ্যপ্রস্তুতকারিণীকে মুখে মিষ্ট দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিবাহান্তে বর এই অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া নববধূকে খাইতে দেয়। নববধূ ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করে। এই অন্নের নামই দাড়া।

দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের কাছে।
'আমারে যে নিতে আইচ্ছে লুকাইয়া রাখ পাশে ॥'
'টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্সে তুলিয়া থোব।
পরের লইয়া হইছ গৌরা পরেরে সে দিব ॥'

[সূর্য্যের ভ্রাতার বধূ আনয়নের প্রস্তাব]

থাট থাট কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ।
সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করছে বড় সুন্দর বৌ ॥
ছোট ভাই উঠিয়া বলে "বড় দাদা ভাই।
গাদি ভরা পান দেও বউ আনিতে যাই ॥"
ছোট ভাই ... ...
কলসী ভড়া তেল দেও ... ...
ছোট ভাই ... ...
থান ভড়া সিন্দুর দেও ... ... "

[গৌরীর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ও সকলের বিলাপ]

সূর্য্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া।
গৌরমণির মায় কাঁদে শানে পাছাড় খাইয়া ॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রইয়া।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া ॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে পর।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে বেলা আড়াই ফর ॥
"আগে যদি জান্তাম মা-ধন পরে নিবে তোরে।
কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে ॥
আগে যদি .. ..
কাণের সোণা খসাইয়া থুইয়া কাণে রাখতাম তোরে ॥
আগে যদি ... ...
গলার হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে ॥"
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রৈয়া।
গৌরমণির যে বাপ-ধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া ॥
চৌদ্দ দাড়ের নৌকা খানি ষোল ছয়জন মাঝি।
"নাইয়ারে দিব তার বয়লা মাঝিরে দিব কড়ি।

১৫৮ গাদি—স্তূপ, গাদা (পশ্চিমবঙ্গ)। ১৭৮ নাইয়া—নৌকার মালিক।

ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা মায়ের কান্দন শুনি।
ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি ॥
এখন কেন কান্দ মা-ধন শানে পাছাড় খাইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম মা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বাবা মুখে গামছা দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বাবা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ ভাই-ধন মুখে কাপড় দিয়া।
সেই কালে কৈছিলাম ভাই-ধন দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বুইন খেলার সজ্জা লইয়া।
সেই কালে কৈছিলাম বুইন দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ ভাইর বউ লেমু পান্থা লৈয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বউ দূরে না দিও বিয়া ॥”

[সূর্য্যের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন]

“বিয়া করলা সূর্য্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি ?”
“ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল উড়িয়া রাজার ঝি ॥
থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে।
উড়িয়া রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে ॥
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল ফেলিয়া আইলাম পথে।
উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে ॥”

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

---

১৮১ শান—পাথর। পাহাড়—আঁহাড়

কৃত্তিবাসের জন্মশক*

কৃত্তিবাসের জন্মশক-নির্ণয়ের এই তৃতীয় উদ্যম। ইহার আধার, তাঁহার "আত্ম-বিবরণে" লিখিত

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

মাঘ মাস পূর্ণ, রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় এই দিন পাই নাই। তদনন্তর ১৩২০ বঙ্গাব্দের উক্ত পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, ১৩৫৪ শকে (১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত দিনটি পাওয়া যায়। অতএব যদি পয়ারটির অর্থ বুঝিতে ভুল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত শকে জন্ম হইয়াছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই শকে কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরের সন্ধান পান নাই। শকটি সন্দেহাত্মক হইয়া রহিয়াছিল। তাঁহারা বলেন, 'পূর্ণ মাঘ মাস' নয়, 'পুণ্য মাঘ মাস' এই পাঠ হইবে।

কয়েক দিন হইল, শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের জন্মশক পুনর্বার গণিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "দনুজমর্দন = রাজা গণেশ ১৩৩৯ শকে ও ১৩৪০ শকে মুদ্রাপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তাঁহার পূর্ণ প্রতাপের কাল। ইহারই সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিতে হইবে। তৎকালে কৃত্তিবাসের বয়স ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে ছিল। অতএব ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে এক শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী হইয়া থাকিলে সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।"

গণিয়া দেখিতেছি, ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে ১৩২০ শকে

১৬ই মাঘ শুক্লা চতুর্থী রবিবার ৫ দং
১৭ই মাঘ শুক্লা পঞ্চমী সোমবার ৬ দং

রবিবারে চতুর্থী মাত্র ৫ দং ছিল। ইহার পরে সরস্বতী-পূজা হইয়াছিল। (১৩২০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চতুর্থী-যুক্তা শ্রীপঞ্চমীর গ্রাহ্যত্ব-বিচার দ্রষ্টব্য।)

১৩৫৪ শকের সহিত তুলনা করি। এই শকে মাঘ শুক্ল চতুর্থী রবিবার ২৮ দং। অতএব সেদিন সরস্বতী-পূজা হয় নাই, প্রকৃত শ্রীপঞ্চমীও হয় নাই। অন্য শকে 'পূর্ণ মাঘ মাস' পাওয়া যায় নাই বলিয়া শ্রীপঞ্চমী অর্থে সরস্বতী-পূজা না বুঝিয়া মাঘ শুক্ল-পঞ্চমী বুঝিতে হইয়াছিল।

১৩২০ শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী ও হিন্দু গৌড়েশ্বর দুই-ই পাইতেছি। কৃত্তিবাস এগার বৎসর বয়সে পাঠার্থে উত্তর দেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাজভেটে

---

* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গিয়াছিলেন। নয় দশ বৎসর পাঠ করিয়া থাকিবেন। রাজভেটের সময় তাহাঁর বয়স ২০।২১ বৎসর হওয়া সম্ভবপর। ইহাও মিলিয়া যাইতেছে।

অতএব এখন বলিতে পারি,

কবি কৃত্তিবাস ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ (ইংরেজী ১৩৯৯ সালে পুরাতন পাজির ১২ই জানুআরি) রবিবার শ্রীপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩২০ শকের পরে ১৩৩৭ শকে ৮ই মাঘ (ইংরেজী ১৪১৬ সালে পুরাতন পাজির ৫ই জানুআরি) রবিবার শ্রীপঞ্চমী (৩৩ দং) পাইতেছি। কিন্তু সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিলে ১৩৫৭-১৩৬০ শকে হিন্দু গৌড়েশ্বর চাই। ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে কাহাকেও পান নাই। অতএব কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে স্বীকার করিতে হইতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও 'চণ্ডীদাস'*

পঞ্চদশ শতক হইতেই শ্রীখণ্ড বাঙ্গালা দেশের একটি প্রধান সাহিত্যিক স্থান বলিয়া গণ্য হইত। শ্রীখণ্ডের সহিত গৌড় দরবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; শ্রীখণ্ডের বৈদ্য অধিবাসীদের অনেকেই গৌড় দরবারে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। পঞ্চদশ শতকে গৌড়ের দরবারে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ সমাদর ছিল; গৌড়ের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীখণ্ডের অনেকে কবিতা বা পদ রচনায় মনোযোগ দেন। ইঁহাদের মধ্যে যশোরাজ খান ও কবিরঞ্জন প্রধান।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। নরহরির আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস আমরা অন্যত্র দিয়াছি [বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০]। এখানে নরহরির সাহিত্যিক জীবনের কিছু পরিচয় দিয়া শ্রীখণ্ড ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কবিদিগের রচনার সহিত তথাকথিত চণ্ডীদাসের কবিতার কিছু সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নরহরির গৌরবিষয়ক পদ রচনা

নরহরি সরকার-ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে গৌরলীলার উপর ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীতে, পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা তাঁহার লিখিত নিম্ন-উদ্ধৃত পদ হইতে বুঝা যায়।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ॥
গৌর-গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥

[গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১-১২]॥

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৯এ চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

'গৌর-গদাধর' পূজার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন নরহরি সরকার-ঠাকুর, এবং এই বিষয়ের পদাবলীরও ইনিই স্রষ্টা। উপরের কবিতাটি হইতে মনে হয়, তখনও (মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া ?) গৌরলীলা-বিষয়ক পদ বা গ্রন্থাদি রচিত হয় নাই। বাসুদেব ঘোষ মহাশয় অনেক পরে গীত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের এই উক্তিটি বিচার করিলে বোধ হয় যে, বাসুদেব ঘোষ মহাশয়ের 'নদীয়া-নাগরী'-বিষয়ক পদগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পরে রচিত হইয়াছিল।

অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥
[শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ১-১৩] ॥

হয়তো এখানে সরকার-ঠাকুরের উপর একটু কটাক্ষ আছে।

নরহরির কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ

গৌরলীলাত্মক পদ রচনা করিবার পূর্ব্বে সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়াছেন শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর (নামান্তর, কবিশেখর, কবি শেখর রায়)।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
[গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৪৫৬] ॥

সরকার-ঠাকুর মহাপ্রভু হইতে সাত আট বৎসরের বেশী বড় ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর জন্মের আগে পদরচনা করা সম্ভবপর নহে। তবে ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, নরহরি গৌর-পদ রচনার পূর্ব্বে ব্রজ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

সরকার-ঠাকুরের পদসমূহ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কারণ উভয়েরই এক ভণিতা। তবে যে সকল পদসংগ্রহ-গ্রন্থ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বে রচিত, তাহাতে যে সকল 'নরহরি' ভণিতার পদ পাওয়া যায়, সেগুলি অবিসংবাদিতভাবে নরহরি সরকার-ঠাকুরের রচনা বটে। এইরূপ পদ পাওয়া যায়, 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি'তে একটি ও 'পদামৃতসমুদ্র'-তে একটি। দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্ত্তনামৃত'-গ্রন্থ 'নরহরি' ভণিতায় যে তিনটি পদ আছে, সে তিনটি পদই সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের। 'সংকীর্ত্তনামৃত'-এ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। প্রকৃত কথা বলিতে কি 'নরহরি' ভণিতার পদসমূহের মধ্য হইতে সরকার-ঠাকুরের পদগুলি চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল ও ছন্দঃ সরল, ভাবও জটিল বা কৃত্রিম নহে।

আমার মনে হয়, সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা করিয়া ছিলেন, সাধারণ বৈষ্ণব কবিদের মত টুকরা-টাকরা ভাবে নহে। 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু'-তে যে কয়টি পদ পাইয়াছি, তাহা হইতে নরহরি-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গোড়ার

কথা জানিতে পারা যায়। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ ও রাধার সংঘটন ইচ্ছা করিয়া প্রথমে রাধার নিকট গিয়া কৃষ্ণের রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন, এবং পরে কৃষ্ণের নিকট গিয়া রাধার রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন। পৌর্ণমাসীর দৌত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবি বা আলঙ্কারিকদের সৃষ্টি নহে। মথুরাদাসের 'বৃষভানুজা'-নাটিকায় এই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকেও মদনিকা (=পৌর্ণমাসী) রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন করাইতেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেও তদ্রূপ।

এই বিষয়ের প্রথম পদ তিনটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিচারের পক্ষে পদগুলির মূল্য আছে।

ব্রজের পূজিতা মুনির দুহিতা
জগজনে মনে ঘুষি।
একদিন রঙ্গে ফিরি বৃন্দা সঙ্গে
বনে ফিরে পৌর্ণমাসী ॥
বৃন্দাবনে আসি কুঞ্জে কুঞ্জে বসি
নানা শোভা দেখে তায়।
ডালেতে বসিয়া সারী শুক পাখী
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় ॥
মধুর শবদে কোকিল ডাকিছে
কোকিলী তাহার সঙ্গ।
তার কাছে কাছে ময়ূর নাচিছে
দেখিয়া বড় রঙ্গ ॥
মন্দ পবন বহে অনুক্ষণ
ষড়ৃঋতু অনুবন্ধে।
মল্লিকা মালতী ফুটেছে সুজাতি
আমোদ করিছে গন্ধে ॥
জাতি যূথী ফুল ফুটেছে বকুল
শেফালী চম্পকদাম।
তাহা বেড়ি বেড়ি ভ্রমরা ভ্রমরী
আসি করে মধুপান ॥
অতি নিরমল যমুনার জল
হংস তাহে করে কেলি।
তাহার উপর দেখি ভরাভর
ফুল্ল কদম্বকলি ॥
দেখি বৃন্দাবন মন উচাটন
কহে পৌর্ণমাসী হাসি।

দেখি শোভা অতি লীলা করে যদি
কিশোর কিশোরী আসি ॥
তবে পৌর্ণমাসী জগজনে ঘোষি
বলয়ে স্বরূপবাণী ।
নন্দের নন্দন সঙ্গে গোপীগণ
যদি এ বনেতে আনি ॥
কহয়ে ধীমতী ইহার যুকতি
উপায় করিব কি ।
গোকুলে আছয়ে সে বড় নাগর
যাবটে রাজার ঝি ॥
কেমন করিয়া একত্রে মিলাব
বান্ধিব পিরীতিখানি ।
নরহরি-বাণী শুন ঠাকুরাণী
যাবটে চল আপনি ॥ [পৃঃ ১৩৪] ॥

সখী সঙ্গে করি ভানুর কুমারী
যেখানে বসিয়া খেলে ।
তবে ভগবতী আসি আচম্বিতে
রাইরে করিল কোলে ॥
হেদে গো নাতিনী পরাণ-নন্দিনী
বলি গো তোমার কাছে ।
কৃষ্ণ নামে এক রসিক নাগর
গোকুল-পুরেতে আছে ॥
তার কি কব রূপের বাণী ।
আমার বচনে শুনহ সুন্দরি
করহ পিরীতিখানি ॥
তোমার যেমন এরূপ যৌবন
তেমন রসিকরাজ ।
বিধির সংযোগে হৈয়াছে মিলন
বুঝিয়া করহ কাজ ॥
শুন গো রাধিকা প্রাণের অধিকা
পিরীতি রসের সার ।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

যুবতী হইয়া রসিক লইয়া
রস পান করে যে।
বড় সুখে সেই রহে চিরকাল
তাহা বা জানিবে কে॥
সুখের সাগরে শ্যামের পিরীতি
যোজিতে পারহ যবে।
জগতের সুখ একত্র করিলে
এতসুখ পাবে তবে॥
ধরম করম বড়ই বিষম
অনেক যতনে হয়।
সহজ পিরীতি করহ যুবতী
পাইবে গোকুল-রায়॥
কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি
কহি গো তোমার হিত।
এ নব যৌবন সুখে গোঙায়বি
করহ শ্যামের প্রীত॥ [পৃঃ ১৩৪-১৩৫]

কৃষ্ণ দু-আঁখর প্রেমের অঙ্কুর
রোপিয়া রাধার কানে।
বলহ সুন্দরী আশীর্ব্বাদ করি
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
কহে বিনোদিনী শুন ঠাকুরাণী
কখন আসিবে তুমি।
তোমার লাগিয়া পথ নিরখিয়া
বসিয়া রহিলাম আমি॥
রাইয়ের বচন শুনি ঠাকুরাণী
মুচকি মুচকি হাসে।
রাইয়ের অঙ্গের সৌরভ লইয়া
চলিল শ্যামের পাশে॥
যেখানে বসিয়া সখাগণ লইয়া
আছয়ে রসিকমণি।
হাসিতে হাসিতে গেল তথাকারে
পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী॥
যত সখাগণ পদধূলি লন
কোথাকারে আগমন।

কহে ঠাকুরাণী পাঠাইল রাণী
বিষাদ ভাবিয়া মন ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আছয়ে বিস্তর
মোর বাছা নীলমণি।
আপনি যাইয়া বিরলে বসিয়া
শিখাহ এই মন্ত্রখানি ॥
করেতে ধরিয়া চলিল লইয়া
দেখিয়া বিরল স্থান।
হাসিতে হাসিতে কহে ভগবতী
মন্ত্র লেখ মধু প্রাণ।
সারাদিন তুমি এমন মন কেন
সদা ফির বনে বনে।
নরহরি-বাণী শুন গুণমণি
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥ [পৃঃ ১৩৫] ॥

নরহরির অনেক পদে 'কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি', 'পিরীতি রসের সার', 'পিরীতি রসের রসিক নহিলে কি ছার জীবন তার' ইত্যাদি ভণিতা বা ভণিতাংশ পাওয়া যায়। নরহরি-শিষ্য লোচনদাসের পদেও এইরূপ ভণিতাংশ পাওয়া যায়। সরকার-ঠাকুরই বোধ হয়, 'পিরীতি' শব্দটি 'প্রেম' এই অর্থে সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম চালাইয়া দেন।

নরহরি ও 'চণ্ডীদাস'

সরকার-ঠাকুরের কয়েকটি ভাল ভাল পদ 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতায় চলিতেছে। "কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি। আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥" ইত্যাদি বিখ্যাত পদটি [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' পদসংখ্যা ৩৫৫] 'পদামৃতসমুদ্র'-এ নরহরির ভণিতায়ই পাওয়া গিয়াছে [বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪১৫]। অন্য দুই একটি পুঁথিতেও ইহা নরহরির ভণিতাতেই পাওয়া যায়। "সই কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া॥" এবং "দেখিব যেদিন আপন নয়নে কহিতে তা সনে কথা।" ইত্যাদি পদ দুইটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৪০, ৩০২] সরকার-ঠাকুরের নিম্নোক্ত পদটি ভাঙ্গিয়া সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যেদিনে দেখিব আপন নয়নে
কহে কারো সনে কথা।

কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিলাম
লোকে অপযশ গায়।
এ ধন পরাণ লএ আন জন
তা না কি আমারে সয় ॥
কহে নরহরি শুন ল সুন্দরি
কারে না করিহ রোষ।
কানু গুণনিধি বিধি মিলাওল
আপন করম-দোষ ॥ [সংকীর্ত্তনামৃত, ৩৯১] ॥

'পিরীতি'-ঘটিত নরহরির কতকগুলি পদও 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। 'পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে।' ইত্যাদি পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৩৫] 'পদরসসার'-এর একস্থানে ও কয়েকটি পুথিতে নরহরির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়। সরকার-ঠাকুরের রচিত 'পিরীতি'-ঘটিত পদ অনেকগুলি পাওয়া যায় [শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত 'সহজিয়া সাহিত্য' দ্রষ্টব্য]। হয়তো এইগুলির মধ্যে তাঁহার সাধন-সঙ্কেত কিছু কিছু নিহিত আছে।

লোচন ও 'চণ্ডীদাস'

নরহরি সরকার-ঠাকুরের শিষ্য 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা সুলোচন বা লোচনদাস একজন বড় কবি ছিলেন। ইনিই 'ধামালী' পদের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্রাম্যছড়া হইতে বোধ হয় 'ধামালী' ছন্দের উদ্ভব। এখানে লোচনদাসের একটি ধামালী পদ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ব্রজপুরে রূপনগরে
রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া
লাগিল গোরার গায় ॥
গৌর-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
উঠিছে দিবারাতি।
জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্ম
তপ ছাড়িল যতি ॥
মনে মনে কত জনে
ঝিছে রূপের দায়।
সে যে রূপ সুধাকূপ
ঠৌর নাহিক পায় ॥

রূপ ভাবনা গলায় সোনা
ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপের ধারা বাউল পারা
বহিছে জগত আঁধা ॥
রূপ রসে জগত ভাসে
এ চৌদ্দ ভুবনে।
খাইলে যজে দেখিলে মজে
কহিলে কেবা জানে ॥
বিষম সেবা লইয়া যেবা
আপনা মারে যে।
লোচন বলে অবহেলে
গৌর পাবে সে ॥
[বিবর্ত্তবিলাস, পৃঃ ৪৮] ॥

ব্রজলীলা-সম্পর্কে লোচনের অনেকগুলি ধামালী পদ আছে। চণ্ডীদাসের নামেও দুই একটি ধামালী পদ চলিত আছে। সেগুলি লোচনদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

লোচনের সাধন-প্রণালী গুরু-অনুগত ছিল। গুরুর অনুসরণে ইনি কতকগুলি 'পিরীতি' ঘটিত পদ লিখিয়াছিলেন। নিম্নে যে পদটি উদাহরণ স্বরূপ তুলিয়া দিতেছি, উহা আসামে পাওয়া গিয়াছে [ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯—'আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটা গীত', অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী, এম্.এ.]। 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদের সহিত [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৭৮৮, ৭৯০ (এই পদটির ভণিতা নাই)] এই পদটির ভাব ও ভাষাগত মিল আছে।

ফলের উপরে ফুলের জনম
তাহার উপরে ফল।
শুনিতে ধান্ধা এ বড় বিষম
জলের উপরে জল ॥
ভাবের উপরে ভাবের জনম
তাহার উপরে ভাব।
ধারার উপরে ধারার জনম
গন্ধ ভেদিলে লাভ ॥
কহয়ে লোচন পিরীতি-বচন
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি-রসের রসিক নহিলে
কিসের জীবন তার ॥

লোচনদাসের আরও কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

'চণ্ডীদাস'-নামাঙ্কিত সেই বিখ্যাত পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ১৩], যাহাতে 'চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর' এই চরণটি আছে, সেই পদটি প্রায় সর্ব্বত্রই লোচনের ভণিতায় পাওয়া যায়। 'পদকল্পতরু'র অসংখ্য পুথির মধ্যে কেবলমাত্র দুই একটি পুথির প্রমাণকে সম্বল করিয়া পদটিকে জোর করিয়া চণ্ডীদাসের বলিয়া চালানো হইয়াছে।

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সাধনা

নরহরি সরকার-ঠাকুর বা শ্রীরঘুনন্দনের সাধনার মধ্যে কোন তান্ত্রিকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই ভক্তিরসিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যে তান্ত্রিক সাধনা কতক পরিমাণে প্রবেশ করে। শ্রীখণ্ডের চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকতার স্রোত বাহ্যতঃ লুপ্ত হইলেও অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত ছিল। শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যদের মধ্যে দুই চারিজন তান্ত্রিক বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট কাটোয়ার যদুনাথদাসের লেখা 'সংগ্রহতোষণী' গ্রন্থের একখানি পুথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, শ্রীরঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য রায় শেখরের দুর্গাদাসী নাম্নী এক সাধনসঙ্গিনী ছিল [বীরভূমবিবরণ, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ৪১]। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে সাধনসঙ্গিনী চলে না।

ত্রিপুরা (নামান্তর ললিতা) দেবীর উপাসনা এক কালে সমস্ত উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া চলিত। কারণ, 'ত্রিপুরা (বা ললিতা)-স্তব', 'ত্রিপুরা-মাহাত্ম্য' প্রভৃতি গ্রন্থ উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এইরূপ দুই একটি গ্রন্থ 'কাব্যমালা'-তেও ছাপা হইয়াছে। রাঢ় দেশেও এই দেবীর পূজার যথেষ্ট প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। রঘুনন্দনের অপর এক শিষ্য কবিরঞ্জন (বৈদ্য)—ইঁহারই নামান্তর ছিল 'ছোট বিদ্যাপতি' [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ৪৩]—তাঁহার দুইটি পদের ভণিতায় এই ত্রিপুরা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতার কলিগুলি এই—

ত্রিপুরা-চরণকমল-মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন ভান॥
[পদকল্পতরু ২১৮৯ (পাঠান্তর)]॥

কহে কবিরঞ্জন　　ত্রিপুরাচরণে মন
অবধান কর তুহুঁ কান।
সহচরী কহে কথা　　ত্বরিতে পাঠাহ তথা
তবে সে হইবে সমাধান॥
[কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ১৭০]॥

এমনও হইতে পারে যে, কবিরঞ্জন প্রথমে শাক্ত ছিলেন, এবং এই পদ দুইটি তখনকার রচনা।

সরকার-ঠাকুরের শিষ্য মুকুট রায়ের বন্ধু, ও শ্রীখণ্ডের উদ্ধবদাসের শিষ্য কবিবল্লভ

তাঁহার 'রস-কদম্ব' গ্রন্থে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত] এই ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরা দেবীকে রাধাকৃষ্ণের আবরণী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন [রসকদম্ব, পৃঃ ৩৮]।

রায়শেখর বা কবি শেখর রায়

শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর বা কবিশেখর (কবি শেখর) একজন উচুদরের কবি ছিলেন। ইনি বহু পদ লিখিয়া গিয়াছেন এবং সকল পদই উচ্চ শ্রেণীর নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার ব্রজবুলী পদগুলি মোটের উপর খুবই ভাল।. "কি পুছসি অনুভব মোয়" ইত্যাদি চমৎকার পদটি ইহারই রচিত। ইহার দুই একটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদ 'বিদ্যাপতি'র নামে চলিতেছে। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" ইত্যাদি পদটি 'রসনির্য্যাস', 'পদ-রত্নাকর' প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থে শেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। শেখরের ভণিতাটি এইরূপ—"ভণয়ে শেখর কৈছে নিবরহ সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥" প্রচলিত ভণিতা এইরূপ—"বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া॥" ছন্দের দিক দিয়া বিচার করিলে শেখরের ভণিতাটিই ঠিক বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার 'শেখর' বা 'কবিশেখর' বিদ্যাপতির উপাধি বা নামান্তর ছিল বলিয়া মনে করিয়া শেখরের ভাল ভাল পদগুলি বিদ্যাপতির উপর চাপাইয়া পুকুর চুরি করিয়া থাকেন।

শেখরের নিম্নোদ্ধৃত পদটি 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়'-এ আছে [পৃঃ ১৫৭-১৫৮]।

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোর কিশোরী পসরা পসারি
রভসরসের কূপ॥
রবির কিরণে মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
চাঁদের উপরে এক বিধুবর
তাহার উপরে শশী।
চকোর আবেশে পিয়ে সুধারস
খঞ্জন উপরে বসি॥
তড়িত উপরে সুমেরু-শিখর
ঘনের জনম তায়।
কনক লতায় মুকুতা ফলল
কেবা পরতীত যায়॥
যমুনা তরঙ্গে অরুণ উদয়
তাহার পসার তথা।

অরুণ ব্যাপিয়া তিমির রহল
বড় অদভুত কথা ॥
রাধিকা-মাধব- আরতি যে সব
কহিতে ভরসা কায়।
ও রস-সায়রে না জানি সাঁতার
ডুবিল শেখররায় ॥

এই পদটির একটি ছোট সংস্করণ 'কবিকণ্ঠহার'-এর ভণিতায় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে এই পদটি পাইয়াছি। পদটি তুলনার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। পদটিতে কিছু কিছু ভুল আছে।

সই প্রেম অপরূপ।
কিশোর কিশোরী পসরা পসারি
রভসরসের কূপ ॥
নলিন-কিরণে মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে ॥
যমুনা-তরঙ্গে অরুণ উদিত
তারার পসরা তথা।
চপলা ঝাঁপিয়া তিমির উয়ল
কি অদভুত কথা ॥
কনকলতায়ে মুকুতা ফলিল
কে না পরতীত যায়।
অনুভবি জন ভাবে মনে মন
কবিকণ্ঠহারে গায় ॥

'কবিকণ্ঠহার' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ কতকগুলি পাওয়া যায়। 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'তে একটি ব্রজবুলী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কবিকণ্ঠহার' বিদ্যাপতির একটি উপাধি ছিল মনে করিয়া অনেকে এই-নামাঙ্কিত ব্রজবুলী কবিতাগুলি বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া থাকেন। 'কবিকণ্ঠহার'-এর দুইটি বাঙ্গালা পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ সংখ্যক পুথিতেও আছে। শ্রীখণ্ডের প্রবাদ অনুসারে 'কবিকণ্ঠহার-ঠাকুর' শ্রীরঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। উপরের পদটি কি শেখরের, না 'কবিকণ্ঠহার'-এর? ইহা এক সমস্যা বটে। 'কবিকণ্ঠহার' নাম হিসাবে একটু অদ্ভুত। ইহা রায়শেখরের উপাধি ছিল না তো?

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ও 'চণ্ডীদাস'

কবিরঞ্জন বা 'ছোট বিদ্যাপতি'র সহিত এক 'চণ্ডীদাস'-এর মিলন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ['চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা]। এই 'চণ্ডীদাস' যে কে, সে বিষয়ে এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। যাহা হউক, শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য এই কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেকগুলি আধ্যাত্মিক বা 'রাগাত্মিক' পদ আছে। নরোত্তমদাস-প্রণীত 'রসসার' গ্রন্থ হইতে [পৃঃ ৪৪-৪৫] এরূপ দুইটি পদ তুলিয়া দিতেছি। দ্বিতীয় পদটিতে 'চণ্ডীদাস'-এর উল্লেখ আছে।' 'রসসার' যদি সত্য সত্যই নরোত্তম-ঠাকুরের রচিত হয় (না হইবার কোন বাধা নাই), তাহা হইলে চণ্ডীদাসের 'সহজ-ভজন' বিষয়ে এইটিই একটি প্রাচীনতম উল্লেখ বলিয়া মনে হয়।

সহজ না জানে যে জন আচরে
সামান্য মানিহ তায়।
সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায়॥
সহজ ভজন সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।
স্বকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায়॥
বামন হইয়া যেন শশধর
ধরিবারে করে আশ।
কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন
ভেকে করে অভিলাষ॥
সুধাকর দেখি খদ্যোত যেমন
সমতেজ হইতে চায়।
শত শত কোটি করিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয়॥
শিবনৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ॥
যেমতি নৃত্য (? নিত্য) সহজ শুনিঞা
সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ
কেবল রৌরবে মজে॥

লছিমা সহিতে লেহ বাড়াইনু
হেরিয়ে ও রূপ তার।
সেই অনুভাবে ব্রজভাব লইঞা
গোপী-অনুগত সার ॥
নিজ দেহে যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভণে বিদ্যাপতি কোটি জন্ম তার
রৌরবেতে হবে বাস ॥
এক দিন [তারা ?] রজকিনী সনে
চণ্ডীদাস বসি কয়।
শ্যামের পিরীতি শুন লো প্রেয়সী
যেমত অমিয়াময় ॥
আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।
তোমা আমা যেন রতিশূন্য হেন
এমতি হইলে পারে ॥
এক বহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মানুষ সার।
তাহার আশ্রয়ে প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে আর ॥
তোমা আমা যেন করিনু পিরীতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভণে কবি বিদ্যাপতি ॥

প্রথম পদটি সামান্য রূপান্তরিতভাবে 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতায় পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮১৭]।

'চণ্ডীদাস-'এর সহিত 'তারা', 'রামতারা' বা 'রামী', ও 'বিদ্যাপতির'-র সহিত রাজকন্যা বা রাজপত্নী 'লছিমা'-র প্রণয় অথবা তান্ত্রিক-সাধনার প্রবাদ খুব অল্পদিনের নহে। 'রসসার'-এর কথা ছাড়িয়া দিলেও, সপ্তদশ শতকের (শেষভাগের ?) বই 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়'-এ ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ঐ গ্রন্থে প্রমাণ হিসাবে এই দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে [পৃঃ ১১২-১১৩]।

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো দ্বিজোত্তমঃ।
লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সঙ্গো বিদ্যাপতিস্ততঃ ॥

বেশ্যা চিন্তামণিস্তত্র সক্তো লীলাশুকস্তথা।
এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রৌঢ়ঃ সুরোত্তমঃ॥

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির 'লছিমা' নাম্নী অথবা অন্য কোন সাধনসঙ্গিনী ছিল কি?

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেক ব্রজবুলী পদ অসন্দিগ্ধভাবে মৈথিল বিদ্যাপতির প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। একটি উদাহরণ দিতেছি। 'বিদ্যাপতি'র একটি বিখ্যাত পদের [পদকল্পতরু ১৯৭] রূপান্তর একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ২৩৫৩, এই সংবাদটির জন্য আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী]। রূপান্তরিত পদটির ভণিতাটি এইরূপ—

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি।
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী॥

এই সুলতান সম্ভবতঃ হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইবেন। কবিরঞ্জন রঘুনন্দনের শিষ্য, সুতরাং তাহার পক্ষে নসরৎ শাহের অধীনে কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা অনেক দিন যাবৎ গৌড়-দরবারে উচ্চপদ দখল করিয়াছিলেন।

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও 'চণ্ডীদাস'

নরহরি, লোচন, রায় শেখর ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ছাড়া আরও কতিপয় শ্রীখণ্ডবাসী কবির পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। শুধু শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় নহে, শ্রীখণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেরও অনেক কবির পদের তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানদাস, যদুনন্দন ও যদুনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের মধ্যে রামচন্দ্র, রামগোপাল দাস (গোপাল দাস) ও দীনবন্ধুর নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতাযুক্ত একটি সুন্দর পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৫৮] প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্রের। এই রামচন্দ্র খুব সম্ভব রঘুনন্দনের শিষ্য রামচন্দ্র-ঠাকুর। পদটি তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চীত॥
গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদা(ই) ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সঙ্গে যদি জলে(রে) যাই
সে কথা কহিল নয়।

যমুনার জল　　　　আকুল কবরী
ইথে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম　　　　রাখিতে নারিলুঁ
কহিল সবার আগে।
রামচন্দ্র কহে　　　　শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে॥
[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথি ২০১]

'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা রামগোপালদাস বা গোপালদাসের অনেকগুলি পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। "থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিলু ঘাটের কুলে'। ইত্যাদি পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ১২] 'রসকল্পবল্লী'তে গোপালদাসের ভণিতায় আছে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১০৯]। "ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।" ও "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার।" ইত্যাদি পদ দুইটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ২২১, ৭২৪] গোপালদাসের পুত্র পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী'-তে গোপালদাসের নামেই আছে [রসমঞ্জরী, পৃঃ ৩২-৩৩, ৬১-৬২]।

'সংকীর্ত্তনামৃত'-কার দীনবন্ধুদাস অনেক স্থলে 'মধুমতী'-র আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন [সংকীর্ত্তনামৃত ৪৭৬, ৪৮৯]। নরহরি সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলায় 'মধুমতী' সখী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং দীনবন্ধু শ্রীখণ্ডের শিষ্য বা শিষ্যানুশিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধুর পদসংগ্রহ গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত কোন পদই নাই। ইহা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। দীনবন্ধুর একটি পদে বিশেষ করিয়া 'চণ্ডীদাস'-এর ধ্বনি পাওয়া যায়। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। পদটির সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৭৩৭, ৭৩৯] তুলনীয়।

বন্ধু কি আর বলিব তোরে।
এ তিন ভুবনে　　　　আর কেহ নাহি
দয়া না ছাড়িহ মোরে॥
জাতি কুলশীল　　　　ছাড়িঞা সকল
তোমার হইলাম আমি।
জনমে জনমে　　　　জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হয়্য তুমি॥
আমার পরাণে　　　　তোমার চরণে
একুই করিঞা বাসি।
নিশ্চয়ে জানিহ　　　　জনমের মত
হইলাম তোমার দাসী॥
শয়নে স্বপনে　　　　তোমা ধন বিনে
আর কিছু নাহিঁ জানি।

অকিঞ্চনে বিধি মিলাওল নিধি
দেখিলে এমতি মানি ॥
মন-সুত দিঞা তোমা গুণনিধি
গলাএ গাথিঞা নিব।
দীনবন্ধু ভণে জীবনে মরণে
আর কি ছাড়িঞা দিব ॥ [সংকীর্ত্তনামৃত ১২৫, ১৭৪] ॥

মুকুন্দদাস গোস্বামী ও 'চণ্ডীদাস'

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-প্রণেতা মুকুন্দদাস গোস্বামী আপনাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দদাস শ্রীখণ্ড কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামগোপালদাস তাঁহার 'রসকল্পবল্লী'তে স্বীয় শিক্ষাগুরুদের মধ্যে এক মুকুন্দদাস গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১০২]। আমার সন্দেহ হইতেছে, ইনিই 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা মুকুন্দদাস গোস্বামী। যাহা হউক, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' চণ্ডীদাস ও 'পিরীতি-সাধন' সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এখন সেই বিষয়ে কিছু বলিব। 'চণ্ডীদাস' ও 'বিদ্যাপতি'র সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহার প্রাচীনতম উল্লেখ (অবশ্য 'রসসার'কে বাদ দিলে) এই 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'ই পাওয়া যায়।

'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি' ও 'লীলাশুক' (বিল্বমঙ্গল)—এই তিন কবির 'পিরীতি-সাধন' সম্পর্কীয় শ্লোক দুইটি পূর্ব্বেই তুলিয়া দিয়াছি। এখন প্রথম দুইজন সম্বন্ধে যে গল্প মুকুন্দদাস লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। ['সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-কার জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, ইহা লক্ষণীয়।]

পূর্ব্বকবিগণের অনেকে নিজসুখে কৃষ্ণসুখ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে—

তারা রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
আস্বাদিলা প্রেম সুখ রসের নির্য্যাস ॥ [পৃঃ ১০৪] ॥

তারার রূপের কথা বর্ণনায় আসে না। সে অপূর্ব্ব সুন্দরী—"সহজে হরিতে পারে রসিকের মন"; আর চণ্ডীদাস—

তারার যতেক গুণ যতেক রচিত।
রাধাকৃষ্ণলীলা রসে করিল বিদিত ॥ [পৃঃ ১০৫]।

চণ্ডীদাস একদিন সঙ্কেত করিয়া এক মেঘান্ধকার রাত্রিতে তারার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। রাত্রি দশ দণ্ড বহিয়া গেল, তবুও তারার দেখা নাই। তারাও এদিকে সখীর হিত নিজ গৃহে বসিয়া আছে। তাহার—"নিরবধি ঝরে প্রাণ প্রভু প্রেমগুণে ॥" চণ্ডীদাস বশেষে থাকিতে না পারিয়া—"কান্দিতে কান্দিতে আইলা ধুবিনীর ঘর ॥" আসিয়া সনের এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় রজকিনী সখীকে বলিল, আমার াণ চমকিয়া উঠিল কেন? নিশ্চয়ই ঠাকুর সঙ্কেত স্থানে আসিয়াছেন। তুমি একবার

দেখিয়া আইস তিনি সেখানে আছেন কিনা। সখী সেখানে গিয়া চণ্ডীদাসকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে তারা কাঁদিয়া আকুল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া তারা প্রদীপ লইয়া অঙ্গন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন দেখিল—

আঙ্গিনার এক ভিতে আছয়ে ব্রাহ্মণ।
মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন।
সব তনু তিতিঞাছে মন্দ বরিষণে।
অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে॥ [পৃঃ ১০৬]॥

তখন—

ঠাকুরের দুই কর ধুবিনী ধরিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিলাপ করিঞা॥ [ঐ]॥

তারা বলিল, এমন মেঘের ঘোর ঘটা, তুমি কি করিয়া আসিলে? তুমি আমার জন্য এত কষ্ট পাইলে কেন? আমি একাকিনী, অসহায়া,—"দুরন্ত শাশুড়ী আমার ননদী বাঘিনী॥" আজিকার এই দুঃখ তুমি সুখ বলিয়া মানিতেছ! আর আমার মনের কথাও তো তোমার অজ্ঞাত নাই।

এই মত যত কথা কহিল ধুবিনী।
ঘরে আসি চণ্ডীদাস করিল গাঁথনি॥ [ঐ]॥

অতঃপর মুকুন্দদাস "এ ঘোর রজনী মেঘ ঘটা বন্ধু কেমনে আইলে বাটে" ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর 'বিদ্যাপতি'-ঠাকুরের কাহিনী।

শিবসিংহ রাজার স্ত্রী লছিমা সুন্দরী।
বিদ্যাপতি আস্বাদিলা সে রস মাধুরী॥ [পৃঃ ১০৭]॥

একদিন শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে নিভৃতে বলিলেন, 'কৃষ্ণ যেন রাধাকে এইমাত্র দেখিয়া আসিয়া তাঁহার প্রিয় নর্ম্মসখাগণকে বলিতেছেন', এইভাবে এক পদ বর্ণন করিয়া আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন। এদিকে লছিমাকে না দেখিলে বিদ্যাপতির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি হয় না, সুতরাং—"সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে॥" গোধূলি সময়ে কবি কোন ছলে অন্তঃপুর মহলে প্রবেশ করিলেন।

সুবেশা হইয়া সেই লছিমা সুন্দরী।
দর্পণে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরী॥
হেন কালে বিদ্যাপতি তাহারে দেখিল।
ইঙ্গিত করিয়া বামা অভ্যন্তরে গেল॥ [ঐ]॥

কবি এই ক্ষণিক দর্শনে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ঘরে আসিয়া তিনি—"নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিলা বর্ণন॥" তিনি সেই পদ রাজাকে শুনাইলেন, রাজা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। এই পদটি হইতেছে—"যব গোধূলি সময় ভেলা" ইত্যাদি [পদকল্পতরু ২০১]।

এই গল্প দুইটির মধ্যে 'শুকসপ্ততি'র ধাঁচের লৌকিক গল্পের ভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই যে 'চণ্ডীদাস' ও ভায়া এবং 'বিদ্যাপতি' ও

লছিমার প্রণয়কাহিনীর কোনই ভিত্তি নাই ইহা বলা চলে না। রজকিনীর নাম 'তারা' হইতে 'রামতারা' হইয়া 'রামী'তে পরিণত হইয়াছে।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'র পঁয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ পদ ও দুইটি পদাংশ উদ্ধৃত করা আছে। সম্পূর্ণ পদগুলির মধ্যে একটি 'চণ্ডীদাস'-এর [পৃঃ ১০৬-১০৭], চারিটি 'বিদ্যাপতি'র, পঁয়তাল্লিশটি 'তরুণীরমণ'-এর, দশটি গোবিন্দদাসের, এবং শ্যামানন্দ, জগন্নাথদাস, লোচন, জ্ঞানদাস ও শেখর-রায়ের একটি করিয়া। পদাংশ দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পিরীতি বলিয়া তিনটী আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥ [পৃঃ ১১৫]॥

এই অংশটি কিছু পাঠভেদের সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদে পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৮৫]।

দোঁহার অধর- সুধা-রস পানে
তাহে উপজিল 'পি'।
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে
তাহে উপজিল 'রী'॥
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে উপজিল 'তি'।
এ তিন আঁখর মুনি-মনোহর
তাহার তুলনা কি॥ [পৃঃ ১১৮]॥

এই পদাংশটি কোন পদে পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার রূপান্তর 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদে দেখা যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৭৯, ৩৮৫]। মুকুন্দদাস এই পদাংশটির এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

দোঁহার অধর সুধা দোঁহে করে পান।
পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান॥
নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ।
রিকার মধ্যমাক্ষর তাহাতে জনম॥
হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি।
তৃপ্ত অন্তরে রতি হয়েত উৎপত্তি॥
অতুল তুলনা এই তিনটী আঁখর।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে মুনি মনোহর॥ [ঐ]॥

মুকুন্দদাস যখন ব্যাখ্যা দিয়া পদাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন ইহা মুকুন্দদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনা হওয়াই সম্ভব। এই পদাংশটি "তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'" শীর্ষকে পুনরায় আলোচনা করিব।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-স্থিত এই চারি চরণ 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদে পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮০০]—

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সম্বন্ধিমান্ আদি।
রসের ভুঞ্জিত ক্রমে যতেক অবধি॥ [পৃঃ ১৬২]॥

তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' তরুণীরমণের পঁয়তাল্লিশটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলির অধিকাংশই ব্রজবুলীতে লেখা। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় [ষড়্বিংশ ভাগ, পৃঃ ২০৯-২২০] তরুণীরমণের সতেরোটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই পদগুলির মধ্যে আটটি মাত্র ব্রজবুলীতে লেখা। এই সতেরোটি পদের মধ্যে সাতটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' পাওয়া যায়, এবং পিরীতি-ঘটিত পাঁচটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যায় ['তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনাতত্ত্ব', শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৭১]। শ্রদ্ধাস্পদ বসন্তবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত শীর্ষকে 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' নামে তরুণীরমণের যে গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তরুণীরমণ নিজের রচিত কতকগুলি পিরীতি-সাধনার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন [পৃঃ ১৭২-১৮০] 'পদকল্পতরু'তে [৩৫৪] তরুণীরমণের ব্রজবুলী পদ একটি আছে। এই পদটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক 'রত্নসার' নামক পুথিতে ["The Padas of Candidasa," by Manindramohan Bose, Calcutta University Journal of Letters, Vol. XVI, পৃঃ ৭৭]—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরুণীরমণ[১]।
গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন॥

এই ভূমিকা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পিরীতি বলিয়া তিনটী আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
তুঁহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নয়ানে নয়ানে বাণ বরিখনে
তাহে উপজিল রি॥

১ পুথিতে আছে 'তরুণি রমণ'

হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আঁখর অতি মনোহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পাড়া[১]।
তরুণীরমণ করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া॥

এই পদটির সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদের গভীর ঐক্য আছে [চণ্ডীদাস-পদাবলী, ৩৮৫]। মধ্যের কলি দুইটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত পদাংশটির সহিত এক [পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য]। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা মুকুন্দদাস এই পদাংশটির একটি ব্যাখ্যা বা টীকা দিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে বোধ হয় যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা পদাংশটির রচয়িতা নহেন। অতএব শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভটাচার্য্য মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন—মুকুন্দদাস ও তরুণীরমণ একই ব্যক্তি, তাহা সমীচীন বোধ হইতেছে না। 'তরুণীরমণ' নামটি অবশ্য এতই বিশেষত্ব-পূর্ণ যে, ইহা ছদ্ম নাম না হইয়া যায় না। শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্বদ্বল্লভ-মহাশয় প্রকাশিত 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' যদি এই তরুণীরমণেরই হয়, তাহা হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব অনুমানেব বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি পাওয়া যাইতেছে। সেটি এই—'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' রজকিনীর নাম 'তারা'; 'রামা', 'রামী' বা 'রামিনী' এই নাম উহার মধ্যে নাই। সুতরাং হয় দুই 'তরুণীরমণ' স্বীকার করিতে হয়, নতুবা 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' তরুণীরমণের নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত আর একটি পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮২২] তরুণী-রমণের বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা তরুণীরমণের ভণিতায়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতেও তাহাই আছে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৭১]। এই পদটির সহিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত [পৃঃ ১৫৩–১৫৪] 'বিদ্যাপতি'-র একটি পদের সহিত কিছু ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

'রত্নসার' গ্রন্থের উক্তি অনুসারে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় অনুমান করেন যে, তরুণীরমণ উপাধিক এক 'চণ্ডীদাস' ছিলেন [মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৪]। এই অনুমান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তরুণীরমণ মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি ছিলেন। তাহা ঠিক নহে। তরুণীরমণের কয়েকটি পদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ছাপ লক্ষিত হয়। তরুণীরমণের নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না [সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠাস্থিত পদ দ্রষ্টব্য]।

[১] পুথিতে পারা।

নিত্যানন্দদাস

‘প্রেমবিলাস’-রচয়িতা শ্রীখণ্ডনিবাসী নিত্যানন্দদাস (নামান্তর, বলরামদাস) ব্রজলীলা অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল জাতীয় কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিত্যানন্দদাসের দানকেলি-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’-এর ভাব লক্ষণীয়। পদটি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বলিত।

রহ রহ বলি তমু যাও।
ডাকিলে না শোন কানে এত অহঙ্কার কেনে
গরবে ফিরিয়া না চাও॥
গোলোকের নাথ আমি আমারে না চিন তুমি
কত না বিনয় করি বলি।
ব্রহ্মা আদি যত দেবে আমার চরণ সেবে
তুমি মোরে না চাও মুখ তুলি॥
শুনিয়া কানুর বাণী হৃদয়ে হরিষ ধনী
কপটে কঠিন কহে কথা।
গোলোক ছাড়িয়া কেনে গোধন চরাও বনে
কি সুখে গোলোকপতি হেথা॥
তোমার কারণে ধনি পথে আমি মহাদানী
গোচারণ ছলে থাকি বনে।
নিশি দিশি তোমা বিনে আন নাহি লয় মনে
কাল আমি তোমার কারণে॥
যে তুমি বচন বল কখন না দেখি ভাল
মণি লোভে ছোঁয় কাল সাপে।
পরদারে নাহি ডর ডুবাবে নন্দের ঘরে
গোকুল মজিব এই পাপে॥
ক্ষীর সর ছানা দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ আদি
সকলের দান নিব রাধে।
পাইয়া কংসের পান সাধিতে যৌবনের দান
দেহ দান কি কাজ বিরোধে॥
হরিয়া অহল্যা সতী জানহ ইন্দ্রের গতি
সীতা হরি রাবণ সংহার।
বল হে গোলোকপতি তবে কেন হেন মতি
ভাল বুঝ ধরম বিচার॥

নিত্যানন্দদাসে কয় পিরীতে সকল হয়
বচসা করিয়া কাজ নাই।
হাসিয়া সুবোল বল পিরীতে তোষিয়া চল
পিরীতে গোলোকপতি পাই ॥
[কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৬৮-৬৯] ॥

এক কবির পদ অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে পদটি যে তাহারই হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং 'চণ্ডীদাস'-এর পদ অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে যে, পদটি সেই কবিরই, তাহা বলা চলে না। তবে প্রাচীনতার প্রমাণ যাহার পক্ষে, তাহার দিকেই অনুকূল মত দিতে হয়। 'চণ্ডীদাস'-এর স্বত্বের বিরুদ্ধে আর একটি বড় কথা আছে, সেটি এই—অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বের কোন পুথিতে (এবং 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' ছাড়া কোন গ্রন্থে) চণ্ডীদাসের কোন পদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং চণ্ডীদাসের দাবী অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না কি ?

শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত*

মাঘ-ব্রত মেয়েরা সু-স্বামী কামনায় এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে যাপনের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।

শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত মাঘ-ব্রতের মন্ত্রগুলি, কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া, গ্রাম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে শ্রীহট্টের পল্লীভাষা আলোচনার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া এইরূপ করা হইয়াছে।

পৌষ মাসের শেষ তারিখ হিন্দু মেয়েকে পাঁচ বৎসর বয়সে ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ব্রত গ্রহণ করিয়া মাঘ মাসের শেষ তারিখ তাহা পূর্ণ করিতে হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরের পাঁচটি মাঘ মাস যুড়িয়া ব্রত করা হইলে পর ব্রতের 'পূর্ণার' দিন অর্থাৎ শেষ বৎসরের মাঘ মাসের শেষ দিন ব্রতিনী ব্রত ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছানুযায়ী সমবয়স্কা কোন মেয়ের সহিত 'সখীত্ব' স্থাপন করে। ইত্যাকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহারা একে অন্যকে 'সই' বলিয়াই ডাকে; কখনও একে অপরের নাম উচ্চারণ করে না।

প্রাত্যহিক পূজায় ব্রতিনী অতি ভোরে স্নান করিয়া, কোন কিছু না খাইয়া, ভিটিতে অঙ্কিত দেবদেবী ও মণ্ডলাদি যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণে পূজা করে। পূজা সমাপনান্তে পূজনীয় ও পূজনীয়াগণকে প্রণাম করিয়া কিছু খাবার খাইলেই ব্রত ভঙ্গ করা হয়।

মাঘ-ব্রতের জন্য একটি স্থায়ী 'ভিটি' প্রস্তুত করা হয়। ভিটির পূর্ব্ব সীমায় একটি বৃত্তাকার ও আর একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত করা হয়। বৃত্তাকারটির নাম সূর্য্যকুণ্ড, চতুষ্কোণটি কালীদহসাগর। গর্ত্ত দুইটির পূর্ব্বে চতুষ্কোণ একটি ছোট বেদি করিতে হয়; তাহা সূর্য্যকুণ্ড ও কালীদহসাগরের পাড় বলিয়া কল্পিত। এই পাড়ের উপর বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ দুইটি মাটীর ঢেলা রাখা হয়, ইহা দেউল (দেবালয়)। ভিটির পশ্চিম প্রান্তে ভিটিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ খানিকটা জায়গা বাড়াইয়া দেওয়া হয় ইহা 'দেবদ্বার'।

প্রাত্যহিক পূজায় যে সব দেবদেবী ও অলঙ্কারাদির পূজা হইয়া থাকে তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

পূজাপ্রণালী—

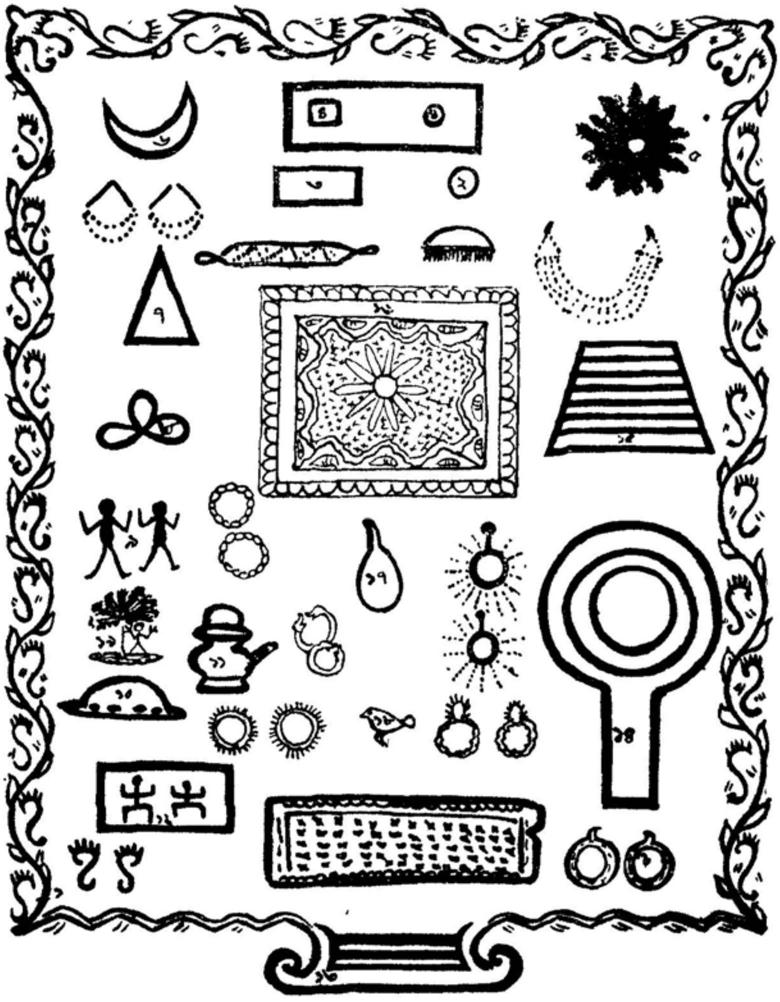
'কালীদহসাগরের জলের উপর সাতগাছা দূর্ব্বাসহ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়'।

ল-ল সুরুযাই ল ল পানি, লেখিয়া জুকিয়া সাত কুরু পানি।
সাত কুরু পানি মর সাত ডালে যায়, এক কুরু পানি দিয়া বাইচালি খেলায়।
বাইচালি খেলাইতে খেলাইতে ফুটি আইল কাটা, ঘাইট ঘিলা বাটরে সুরুযাইর বেটা।
এক হাতে ঘাইট ঘিলা আর হাতে তেল, নাইবারে সুরুযাই কুন ঘাটে গেল্।
নাইয়া ধুইয়া রদ্দিৎ দিল পিঠ, তাৎ তনে পড়িয়া গেল সতর ভইনের দিশ।

---

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩রা চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সৎর ভইন মর সৎর রাণী, উঠিয়া দেউকা জুকার কিনি।
উঠিতে ঝকমক্ পড়িতে রাঙ্গা, মাসাবদি মাঘাইর সেবা।
মাঘাইর বর্ত্তি ভইন না খাও গুয়া, আমার বাপ ভাই পাঞ্জরের সুয়া।
পাঞ্জরের সুয়া মর ভাই সব রে, চন্দনে লেপিল মর সব গারে ॥



১ ভিটি, ২ সূর্য্যকুণ্ড, ৩ কালীদহসাগর, ৪ দেউল, ৫ সূর্য্য, ৬ চন্দ্র, ৭ পৃথিবী, ৮ তিন কুণ্ডল, ৯ মাঘমণ্ডল, ১০ অন্নব্যঞ্জন সমেত থালা, ১১ ভৃঙ্গার, ১২ সীতামণ্ডল, ১৩ দেবদ্বার, ১৪ ছত্র, ১৫ আটঘাট, ১৬ আসন, ১৭ বেগুন, ১৮ কুরুয়া ('উৎক্রোশ' পক্ষী সংস্কৃত 'কুরর'), ১৯ ইনাগাছ (বৃক্ষবিশেষ) ও মেয়ে।

সূর্য্যকুণ্ডের জলের উপর 'ধনাই মনাই' ফুলসহ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়'।

আভাঙুলি পানিপুটি ভাঙুলে যায়, মা বাপর রাজ্যখিনি পূজিবারে যাই।
মায়ে বাপে পাঠাইলা চাম্পাফুলর কলি, এরে দিয়া মুখখিনি পাখালি।
মুখখিনি পাখালি জলে থলে, মা বাপর রাজ্যখিনি লক্ষ্মীর থলে।

নানাবিধ ফুলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেউল প্রভৃতি পূজা করিতে হয়।

দেউলি—

দেউল পুজি দেউলেশ্বর, ইন্দ্ররাজা মহেশ্বর ;
কানে কুণ্ডল মাথায় ভার, দেউল পুজি শতবার।

সূর্য্য পূজা—

উঠ উঠ সুরুযাই ঝকমক দিয়া, তুমারে পুজিমু আমি রক্তজবা দিয়া।

চন্দ্র পূজা—

চান্দ্ আইলা চন্দনে, সুরুয আইলা বন্দনে ;
পিড়ত্তিম আইলা আসিয়া মুই বর্ত্ত করি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

পৃথিবী পূজা—

পিড়ত্তিম পূজি তিনকুণা, রাজ্য পূজি সম্পূর্ণা।
পিড়ত্তিম পূজি পাইলাম বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

তিন কুণ্ডলি—

তিন কুণ্ডলি পুজি আমি। তিন রাজে ভজি আমি।
পড়ত্তম্ কালে বাপর ঘর। দুধে ভাতে খাইয়া ;
যুবনেতে স্বয়ামির ঘর, মাছে মাংসে খাইয়া :
বুড়াকালে পুতের ঘর, ঘিয়ে ভাতে খাইয়া।

মাঘ মণ্ডল পূজা—

মাঘমণ্ডল সুণার কুণ্ডল,বাপ রাজা ভাই পর্জা ;
আপ্নে বিদ্যাধরী, মাই পাটেশ্বরী ;
কবলির গুবর ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

ভাত সহ থালা ও ভৃঙ্গার পূজা—

থাল ভাত ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

আটঘাট পূজা—

আটঘাট পুজি আমি সিড়ি সিড়ি বাইয়া,
দেউল মাঘাই পূজি আমি আয় রাণী অইয়া।

সীতা মণ্ডল পূজা—

সীতা মণ্ডল পূজি আমি, সীতা যেমন সতী অইমু ;
রাম যেমন স্বয়ামি পাইমু, দুর্গা যেমন স্বয়াগি অইমু ;
পাটা পুতাইলে গুয়া ছেচি খাইমু।

ভিটি পূজা—

ভিটি পূজি ভিটীশ্বর, আমার বাপ্ ভাই অউকা লক্ষীশ্বর।

দেওতুয়ার পূজা ও মাঘাইর পরণাম—

দেওতুয়ার দেওতুয়ার, পূজি উঠি স্বর্গ তুয়ার ;
স্বর্গ তুয়ার পূজিতে, সুণার খাট বইতে,
দেও মাঘাই দেও বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

সুরুযাইর বিদায় মন্ত্র বা প্রণাম—

যাও যাও সুরুযাই, যাও তুমার ঘরে ;
তুমার আমার দেখা অইব, কাইলকু বিয়ানে।

অলঙ্কারাদি পূজার সময় "মুই পূজি গুড়ির খাড়ু মর লাগি থাকৌক সুনার খাড়ু" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কেবল কুরুয়া, বাইঙ্গন (বেগুন) ও ইনাগাছ পূজায় পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের প্রয়োজন ; যথা—

কুরুয়া—"ডাল থাকে কুরুয়া ডাল তার বাসা
আমার বর্ত্তর গুড়ি খাইবার তার বড় আশা।"
বাইঙ্গন—"আইঙ্গন বাইঙ্গন গুড়িৎ কাটা জন্মে জন্মে ভাইর বাটা।"
ইনাগাছ—"ইনা গাছো তিনা জাগে কইন্যা বালি তারা জাগে
জাগে কইন্যা মাগে বর ধনে পুত্রে সুয়ামির ঘর।"

দেউল ভাসাইবার নিয়ম—

১লা, ১৫ই এবং শেষ দিনের পূজাসমাপনান্তে পূজিত দেউল, পুষ্প ও দূর্ব্বা ইত্যাদি একখানি থালায় উঠাইয়া তাহা মাথায় করিয়া অপরাপর বয়স্যা মেয়ে ও নিজ সঙ্গিনীবা সহ গান করিতে করিতে পুকুরে যাইয়া তাহা জলে বিসর্জ্জন করে। পুকুরে যাইয়াই প্রথম তার কুল পূজা করিতে হয়।

পুকুরের পূজা—

পুকুরির কুল লাঙ্গলের মাটি, (আমার) বাপ্ ভাই অউকা লুয়ার কাটি।

পূজিত দেউল ইত্যাদি জলে বিসর্জ্জন মন্ত্র—

দেউল ভাসে জলে, মর বাস অউক লক্ষ্মীর থলে।

ছাতি পূজা ও তাহা ঘুরাইবার নিয়ম—

দেউল জলে বিসর্জ্জন করিয়া, ঘরে ফিরিবার সময় থালায় করিয়া ব্রতিনী সেই পুষ্করিণীর কিছু মাটি নিয়া আসে এবং সেই মাটি ভিটির অদূরে অঙ্কিত ছাতির মধ্যস্থলে রাখিয়া, সেই ছাতি ও তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্কিত চন্দ্র ও সূর্য্যের পূজা করিয়া, তাহার উপর একখানি ছোট চৌকিতে বসে, তখন একটি বাঁশের ছাতি ব্রতিনীর মাথার উপরে ধরা হয়, তাহা ঐ বালিকা নিজে অথবা অন্য কেহ ঘুরাইতে থাকিলে নানা উপহারাদি তাহার উপর দেওয়া হয় এবং দর্শকেরা তাহা কুড়াইয়া নেয়।*

* মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ. মহাশয় বলেন যে, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ অঞ্চলে ছাতি ঘুরান মর্য্যাদা হয় না, সংক্রান্তি ও রবিবারে মাত্র হয়।

চন্দ্রপূজা—

চান্দ আইলা চন্দনে, সুরুয আইলা বন্দনে ;
পিড়ত্তিম্ আইলা আসিয়া, মুই বর্ত্ত করি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

সূর্য্যপূজা—

উঠ উঠ সুরুযাই ঝকমক দিয়া তুমারে পূজিমু আমি রক্তজবা দিয়া।

ছাতিপূজা—

মুই পূজি গুড়ির ছাতি, মর লাগি থাকউক সোণার ছাতি।

ছাতি ঘুরাইবার সময় যথাক্রমে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ছাতির উপর দিতে হয়। ছাতির নীচে বসিয়া ব্রতিনী ছাতি ঘুরাইতে থাকে—

১ম—দই। ২য়—ফল। ৩য়—খই ও লাড়ু। ৪র্থ—জল। ৫ম টাকা পয়সা (যথাশক্তি)। ৬ষ্ঠ—কাটা গুয়া ও পান।

প্রত্যেক 'ছাতি' পূজার দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রতীকে 'উদ' পূজা করিতে হয়। তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে হইয়া থাকে।

১লা—ব্রতী প্রাতঃকালে যে সকল দেবদেবী এবং মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, তাহাই আবার ভিটির অদূরে পাঁচ প্রকার গুড়ি দ্বারা অঙ্কিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

১৫ই—২রা হইতে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত ব্রতিনী যে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, সে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পৃথক্ পৃথক্ দিনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অঙ্কিত করিয়া এক সঙ্গে ১৫ দিনের পূজা করিতে হয়।

মাসের শেষ দিন—পূর্ব্বোক্তরূপে ১৬ই হইতে মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পূজা করিতে হয়।*

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* এই সঙ্গে যে মাঘমণ্ডলের চিত্রখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা অঙ্কিত।

শালগ্রামবন্ধকের দলিল

পুরাণ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত নানারকম দলিল (আত্মবিক্রয়-পত্র, মনুষ্যবিক্রয়-পত্র প্রভৃতি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-প্ররিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৫২৬ সংখ্যক স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডের একখানি পুথিতে এক নূতন রকমের দলিলের নকল পাইয়াছি[১]। নকলটি পুথির শেষ পত্রে পুষ্পিকার নিম্নে, পত্রের বাম পার্শ্বে এবং উপরে জড়ান অক্ষরে লেখা আছে। সব জায়গা ভালরকম পড়িতে পারা যায় না।

পুথিখানি ১৬০৬ শকাব্দে রামেশ্বর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।[২] দলিলের নকলখানি কিন্তু অন্য হাতে এবং পরবর্ত্তী যুগে লেখা। তবে মূল দলিলখানি ও আমাদের পুথি প্রায় সমসাময়িক। দলিলের তারিখ ১০৯৬ বঙ্গাব্দ।

দলিলদাতা রামচন্দ্র শর্ম্মা, রামেশ্বর সেন মজুমদার মহাশয়ের নিকট পৈতৃক দুইটি শালগ্রামশিলা বন্ধক রাখিয়া দুইটি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ জন্য সুদ কিছু দিতে হয় নাই সত্য, তবে শালগ্রামসেবাজনিত পুণ্য সেন মহাশয়েরই হইবে, এ কথা লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে ইহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে বিবেচনা করিয়া নিম্নে আমরা নকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

নকল [।] ইয়াদি কীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মজুমদার সুচরিতেষু [।] শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ পত্রমিদং [।] আগে আমার পিতামহ কামদেব চক্রবর্ত্তীর ২ দুই সালগ্রাম তুমার স্থানে বন্ধক রাখিয়া ২ দুই রূপৈয়া লইলাম [।] ঠাকুরসেবা করণে যে পুণ্য হএ সে তোমার [।] ওয়াদা জখন তুমী টাকা চাও তখন দিব [।] এই করারে টাকা না দি তবে এই পরে (?) ঠাকুর ফুলারি (?) করিলাম [।] এামার এক্ষণে মাহিনায় সহি আমার কীছু এলাকা নাই [।] আসল দুই তঙ্কা দিয়া ঠাকুর নেব [।] ইতি সন ১০৯৬ ছেয়ানর্বই ১১ ভাদ্র।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

ইসাদি[৩]	তারিক[৪]
শ্রীরামনাথ শর্ম্মা	ঠাকুর বনরঘুনাথ ঠাকুর ১
শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা	অনন্ত ঠাকুর ১
	২

১। পরিষৎপুথিশালার কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই নকলের দিকে সর্ব্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। রসশূন্যষট্চন্দ্রগণিতে চ শাকে ব্যলেখি পুস্তিকা যত্নাৎ শ্রীরামেশ্বরধীমতা।

৩। ইসাদি ও দলিলদাতার নাম পত্রের বাম কোণে দেওয়া হইয়াছে।

৪। এই তারিক [তালিকা ?] পত্রের উপরিস্থিত অংশে দেওয়া হইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদের দুইখানা পুথি কিছুকাল হইল আমি পাইয়াছিলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নবাবিষ্কৃত একখানা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯২ সংখ্যক*) পুথির পাঠ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯৩ সংখ্যক) পুথির পাঠ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৫০৯৩ সংখ্যক পুথির পাঠ

[১ম পদ]

বারহ বেরেখ্যে দান দিবে জে গোঙারি। তোর পর জোবনে মহিল বনমালি ॥
সর্গে রাখুক মর্ত্তে রাখুক তলে পাউ শুধি। তার তটে আল রাধে কি করিব বুদ্ধি ॥
ই তিন ভুবনে বাধে মোর মহাদানে। তাথে ভাগি জেয়্যা রাধা কাহার পরানে ॥
জসোদার পো আমি হাথে ধরি বাঁশি। তুমাকে দেখিল্যাম রাধে য়ধিক রূপসি ॥
তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন। ছাড্যা দিলু দান ধর য়ামার বচন ॥
এ ভয়ে না ধরিত পাসে বৃন্দাবন। বলে ধরি তোখে তবে দিব য়ালিঙ্গন ॥
ইহা বুঝি দেহ রাধে স্ববস বচন। গাইল বটু চণ্ডীদাস বাগুলির গণ ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু ৭১ এখাত্তোরি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ,
৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী। তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥
স্বর্গে রাখোঁ মর্ত্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী। তাহাত টেহ্নী রাধা কি করিবি বুধী ॥
এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদানে। তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥
যশোদার পোআ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী। তোহ্মাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী ॥
তেঁকারণেঁ রাধা মোর তোতে গেল মন। ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আহ্মার বচন ॥
এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন। বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[২য় পদ]

ভ্রমর সটপদি তালের পদাবলি রাগিনি শুই ॥ *

ষল করিতে চাঙ তোরে। য়েহি জে নাঞি বলু বলা হোইব ডরে ॥
হানএ কুশুম সব বানে। তে কারণে দঘধে পরানে ॥
না মারহ বিরহ য়ানলে। মুখ তুলি চাহত সকলে ॥
এই তোর টেরছ নঙানে। সরূপ হানিল মোর প্রাণে ॥
একবার দেহ জিউ দানে। তুমা বিনু না রহে পরানে ॥
জিবন জৌবন কত কালে। অকারনে করহ জঞ্জালে ॥
আইল্যাম মুঞে বড় প্রিতিয়াসে। গাইল জে বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু সকল ৪২ ব্যালিস কলা ॥

[৫০৯২ সং পুথির পাঠ]

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রাগীনি যুই। ইতি ভ্রমরশটপদির পদাবলি।

বল করিতে চাহুঁ তোরে। ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে ॥
হানএ কুসুমশর বাণে। তে কারনে দগদে পরানে ॥
না মারহ বিরহ আনলে। মুখ তুলি চাহত সকালে ॥
এই তোর তিরছ নয়ানে। শর হানিলি মোর প্রানে ॥
একবার দেহ জিউ দানে। তোমা বিনু না রহে পরানে ॥
জিবন জৌবন কত কালে। অকারণে করহ জঞ্জালে ॥
আইলু মুঞি বড় প্রতিআশে। গাইল জে বোঁড় চণ্ডীদাশে ॥

এবং ইহার গান ৪২ ব্যালিশ কলা ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৩য় পদ]

বিসমসন্ধি তালের পদাবলি। রাগিনি শুই ॥

মোহে জবে জান কানাঞি ঘাটে মহাদানি। বড়াইকে ছাড়িয়া কেনে হৈব একাকিনি ॥
কেন সব সখিগণ য়াগে পার কর। কাল হয়া গেল মোর জৌবনের ভার ॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

লঘু বার কলা ॥　পরে গুরু ॥

কি হল্য ২ বিহি জবুনার ঘাটে।　কেন মানা কইল জেত্যে মথুরার হাটে ॥
অবস্থা করিল মোরে সেই জগন্নাথে।　পুনরুপি ঠেকিল্যাম তাহার জে হাথে ॥
ইহ পথে য়াসি নাঞি হারাল্যাম দধি।　অনাথি গোওালি মোরা রক্ষা কর বিধি ॥
পুরুবে জন্মিলাম করমের ফলে।　জনম লভিল্যাম য়ামি গুওালার কুলে ॥
তেঁঞি সে দধি বিকে জাও মথুরার হাটে।　দুরজন কানাঞি শুনহ ঘাটে বাটে ॥
কর জোড়ে করি বহু শুন দামুদর।　জাইব বড়াইর সঙ্গে ঝাট পার কর ॥
এড়িয়া জাএ মোরে কানাঞি সব সখিগণ।　গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গণ ॥
এক লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ার্ন্ন কলা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ

[১৪৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

কোড়ারাগঃ ॥　রূপকং ॥

মোএঁ যবে জাণো কাহ্ণাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী।　বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী ॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার।　কাল হঁঅা গেল মোরে যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।　কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুরার হাটে ॥ধ্রু॥
আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে।　পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥
এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী।　আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥২॥
পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে।　জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে ॥
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে।　দুরুজন কাহ্ণাঞিঁ স্তন এবেঁ পাড়ে বাটে ॥৩॥
কর যোড়ী বোলোঁ এবেঁ শুন দামোদর।　জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্ণাঞিঁ সব সখিজন।　গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৪র্থ পদ]

রূপক তালের পদাবলি ॥ রাগিনি পাহিড়া ॥

আলো রাধে সর্ব্বাঙ্গে শুন্দর তাহে : দেব মুরারি মোহে : তোর মোর উচিত সন্দেহে।
আগো রাধে তোমা.ত মজিল মন : ভালে জানে দেবগণ : ইথে কী বিচারে সন্দেহে ॥
আগো রাধে না পরিহর শুন্দর কানাঞি। সর্ব কন্যা সমপুন্নিত রাই ॥
আগো রাধে য়াইল্যাম মুঞি প্রিতিয়াসে : না করহ নৈরাসে : শুন ধনি য়ামার বচনে।
আগো রাধে দেবের দেবতা য়ামি : জানিঞা না জান তুমি : ফিরি চাহ নিরখি বচনে ॥
আগো রাধে তোর রূপে মোর মন মজে। জোবন রাখহ কোন কাজে ॥
আগো রাধে জগতের জগন্নাথে সেহ আমি রাজপথে তোমার লাগিঞা হইল্যাম দানি।
আগো রাধে পসরা নামাঞা রাখ সোশে শুখাঞাছে মুখ পুরি এন্ত হের এন্ত ধনি ॥

আগো রাধে তনু দহে বিরহের জরে। আলিঙ্গন দেহত য়ামারে ॥
আগো রাধে আঁখি ঠার ঽন্নুসরে ধনি কহে বড়াএরে মরি কি বলিব তুরবারে।
আগো রাধে এই থেনে বস্তে ২ কহে বটু চণ্ডিদাসে গাইল জে বাশুলির বরে ॥

এবং ইহার গান সকলে ৮৫ পঁচাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ – ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোঞঁ দেব মুরারী মোঞঁ
তোর মোর উচিত সেনেহা।

আল রাধা

তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জানে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥

আল রাধা

না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
সব কলা সংপুনী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥

[পরবর্ত্তী অংশে নূতন পদাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৫০৯২ সং পুথির পাঠ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৮৮-৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।]

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৫ম পদ]

অপূর্ব্বকলিকা পদাবলি ॥ রাগিনি বাড়ারি ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির। প্রাণ জান ফাটীয়া জায় বুকে মাল্য তির ॥
জার প্রানে ফাটে বুক ধরিতে না পারে। গলাঅ পাথর বান্ধি দহে পসি মরে ॥

লঘু তুবারে ১৮ য়াঠার কলা ॥ পরে গুরু ॥

তুমি গঙ্গা বারানসি স্বরূপে সে জান। তুমি মোর সর্ব্বতীর্থ তুমি পুন্য স্থান ॥
ই বানি বলিতে কানাঞি না বাসিহ লাজ। তুমার মাটুলানি য়ামি শুন দেবরাজ ॥
হোই আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী। মিছাই সম্বন্দ পাত কিসের মৌলানি ॥
ই বোল বলিতে তোর মনে বড় শুখ। পরঘরে পৈসে জেন তোর পাটাবুক ॥
ভাল বোল বলিল ত চন্দ্রাবলি রাণি। আমার মনের কথা কহিলে য়াপুনি ॥
বিরহে পড়িআ কাল য়াকুল বিকল। জোন্নয়া দেখিআ জেন রূচক য়াখল ॥
জাইবার বাসনা তুহু ছাড়িল গুয়ালি। গাইল বটু চণ্ডিদাস বন্দিয়া বাশুলি ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৪৮—৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মালব রাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর। প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে। গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেসি জাণ। তোহ্মে মোর সব তীর্থ তোহ্মে পুণ্য স্থান ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ। তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী। মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ। পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী। আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল। জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৬ষ্ঠ পদ]

হরগৌরি তালের পদাবলি ॥ রাগ বসন্ত ॥ রাগিনি পঠমুঞ্জরি ॥*

হরি হর একুই তনু বিদিত সংশারে। জানিঞা সে যতিসয় কহিল্যাম তুমারে ॥
মোর সে কালিআ তনু তুহ্ন গোরা যঙ্গ। জানি বিধি যানি নিধি মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের এস্য বিনোদিনি পরিহর লাজ। না শুনলি মোর বাণি হইব যকাজ ॥
হরিহর নাম মোর গৌরি যঙ্গ ধরি। বিস্বম্ভর নাম মোর বিস পান করি ॥
ত্রিপাদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কায়ে। † গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্ব লোকে গায়ে ॥
নারির সম্ভোগে রাধে জদি পাপ হয়ে। তবে সিসঞ্জুক্ত রাধাকৃষ্ণ নাম সাস্ত্রে কেনে কহে ॥
চাতুরালি বুঝে হরি মোরে দেহ দান। বাশুলি বন্দিয়া বটু চণ্ডিদাসে গান ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চৌদ্দ কলা ॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০৯,
১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রাগ বশন্ত। রাগিনি পঠমঞ্জরি। ইতি হরগৌরি তালের পদাবলি ॥

হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে। জানিহ শে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥
মোর সে কালিয়া তহু তছু গোরা অঙ্গ। জানি বিধী জানি নিধী মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের আস্ত বিনোদিনি পরিহর লাজ। না যুনিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।
† শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হরিহর নাম মোর গোরি অঙ্গ ধরি। বিশ্বম্ভর নাম মোর বিশ পান করি ॥
ত্রিপদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কাএ। গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্ব লোকে গাএ ॥
নারির সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ। শ্রীশঙ্কর কৃষ্ণ নাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥
চাতুরালি পরিহর মোরে দেহ দান। বাষুলি বন্দিয়্যা বাড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥

এবং ইহার গান ১৪ চোদ্দ কলা ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৭ম পদ]

ঝম্পক তালের পদাবলি ॥ রাগিনি মাউর ॥ ধানসি ॥

আউ থাকিতে কানাঞি মোরিল ইচ্ছসি। সাপের মুখেতে কেনে য়ঙ্গুলি দিসী ॥
চুন বিহনে জেন তাম্বুল তিত্যা। অলপ বএসে তুমার বিরহের চিন্তা ॥

লঘু ৯ নয় কলা ॥ পরে গুরু ॥

লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুহাঁর। পাসে আসিতে কেন চাহ সে য়ামার ॥
মুজুরিআ হইয়্যা কেন এত বড় রঙ্গ। অল্প হইয়া চাহ বড় জনার সঙ্গ ॥
হাতে চাহ তুমি য়াকাসের চান্দ। লোকে উপহাস করে দেখ্যা তুহাঁর ছান্দ ॥
উত্তম জাতি তুমি নন্দের জে বালা। পুরুস হইয়া তুমি জান য়েত কলা ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসিলে লাজ। না রহসি ভরে তাঁহঁ সিয়ানের কাজ ॥
মাকড়ের হাথে জেন ঝুনা নারিকল। আমাকে দেখিআ তেন না হয়্য বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে জবে লঞা দধির ভারে। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির বরে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু এবং সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ,
১৭২-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মল্লার রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি। সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা। আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥১॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর। পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ধ্রু॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ। অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহ কাহ্নাঞি আকাশের চান্দ। ……করসি তোএঁ ছান্দ ॥২॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা। পুরুষ হআঁ তোহ্মে— ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ। না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥৩॥
মাকড়ের……ঝুনা নারিকল। আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ লঅ দধিভারে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥৪॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৮ম পদ]

জম্পতালের পদাবলি ॥　রাগিনি　পাহিড়া ॥

মুখ কমলে ঃ	অতি সোভা করে	খঞ্জন নয়ান দুই ।
ভৃঞ্জি কাল সাপে	জুগল তাহাতে	শুভয়ে নিচল হই ॥

লঘু ২ দুই কলা ॥　পরে গুরু ॥

আঁনাজ দেখ্যে	রাজ পত পেয়্যে	নানা উপভোগে রহে ।
আছু রাজপদ	দুর বড়াই	জিবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ আওড় করি	ভকতি করু	জিউ দান দেহ বড়াই ।
বোল রাধে ২	মান গুরতি	তবে সে জে এই কানাঞি ॥
মানিক জিনিঞা	দসন জোতি	কিয়াদি সতেস্বরি হারে ।
কর কমল	বাহু মুল্য নহে	ন পয়ঘট ভারে ॥
নাভি তোরি নদ	ঘাট ত্রিবলি	ঘন গজ পুলিনে ।
উর্ত্তু তাহাতে	কোন হংস	শমরহে কনকে রসানে ॥
রাধা নিতম্ব	মণ্ডল আড়ল	রমাবতি কি কি প্রাণে ।
আতি য়দভুত	বিনি ঘায়ে হানি	বিকল কৈল পরাণে ॥
উরু জুগে	‥ ম কদলি	স্থল কমল চরণে ।
রাজ হংস	জিনিঞা য়তি	রাধা মন্দ গমনে ॥
প্রিথিবিত য়ামি ঃ	য়বতির্ন্ন কৈল্য	তোর গুরতির য়াসে ।
বাগুলি চরণে	বন্দিআ গাইল জে	বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু সকল ১৬ সোল কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭৩-৪-পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥　ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে	আতি শোভা করে	খঞ্জন নয়ন দুঈ ।
ভ্রুহি কাল শাপ	যুগল তাহাত	শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে	রাজপদ পাএ	নানা উপভোগে নহে ।
আছু রাজপদ	দুর বড়ায়ি	জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ যোড় করিআঁ	ভকতি করোঁ	জীউ দান দেহ বড়ায়ি ।
বোল রাধারে	মাহু মুরতী	তবেসি জীএ কাহাঞিঁ ॥
মাণিক জিণিআঁ	দশন জুতী	গীএ সাতেসরী হারে ।
কর কমল	বাহু মৃণাল	হেম ঘট পয়োভারে ॥

নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কল হংস সম রএ কনক রসনে॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন রোমাবলী কিরিপানে।
আতি আদভুত বিণি ঘাএ হানী বিফল কৈল পরাণে॥

* * * *

উরুযুগ শোভে রাম কদলী থল কমল চরণে।
রাজহংস জিণিআঁ আতি রাধার মন্থর গমনে॥
পৃথিবীত আঙ্গে আবতার কৈল তার সুরতীর আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৯ম পদ]

দসকোসি তালের পদাবলি॥ রাগিণি ভীমপলাশী॥ *

শুনিঞা না শুন রাধে শুজন গুওালি। তুলহ পসরা ভার বিচারিয়া বলি॥
এই মতে নিতি জাও মথুরার হাটে। বহু দিন খুজিয়া পায়্যাছি দানঘাটে॥
কার বোলে এল্যে পথে জাহ দধি লঞা। বহু ধন পেয়্যাছ রাধে দানি ভাড়াইয়া॥
এস্যাহ শুন্দরি বস্য লেখা করি দান। ইহ নহে দেখ পাঞ্জির পরমান॥
* সাশুড়ি ননদি মোর ঘরে দুরবারে। লোক ছলে জাইব ঘর নাহি সতন্তরে॥
সিফল শুম্ভ এ কুচ দেহ মোর বৌরি। বলহ বড়াই তবে কোন বুদ্ধি করি॥
প্রাণ লঞা খাড়া হইল যাগে গো বড়াই। স্বামির নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি॥
হার কঙ্কন মোর কাচলিতে দেহ টান। হেন কোন ছলে মারিল হেড় পরাণ॥
চুম্বন দিবারে চাহে বদনকমলে। য়ালিঙ্গন চাহে কানাঞি বিরহের জরে॥
কাহাক বলিআ রতি না জানি বড়াই। হেন বিপরিত কথা কহন্তি কানাঞি॥
মোর সিশুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি। শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি শুণনিধি॥
য়মুল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে। মাগএ শুরতি দান য়স্থানে দেই হাথে॥
নিসেধ ২ বড়াই শ্রীমধুশুদনে। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গনে॥
এবং লঘু গুরু সকলে ৬৫ পঙসাট্ট কলা॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ; ৮৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

সাম্বড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে। কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘর নহোঁ সতন্তরে॥
শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী। বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী॥
প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি। সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহাঞিঁ॥ ধ্রু॥

* গানের প্রথমাংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই। ৫০৯২ সংখ্যক পুথির পাঠ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৮৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান। হেন কহোছাল মাবে লএ পরাণ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে। আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞি বিরহের জ্বরে॥
কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি। হেন বিপরীত কথা কহস্তি কাহ্নাঞিঁ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী। শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে। মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

[৫০৩৯ সং পুথির পাঠ]

[১০ম পদ]

কুন্দুসেখর তালের পদাবলি॥ রাগ মঙ্গল॥ *

চামর জিনিঞা তোর চিকন কবরি। মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলকা কিয়ে ভালের উপরে। শুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥

লঘু ২ দুই কলা॥ পরে গুরু॥

বদন শরদ চান্দ শুধা হাসি ঝুরে। দসনকিরনে কত বিজুরি সঞ্চারে॥
হৃদয়ে মঝু হার য়মুল্য রতন। কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥
হেন সে জৌবন রাধে সব য়ালপাট। জৌবন গলিলে তনু হইবেক লাট॥
না ছুইহ জৌবন রাধে দেহ য়ালিঙ্গন। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গণ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্দ্য কলা॥

[সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সাল, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রাগিনী মঙ্গল॥ কুন্দুশেখর তালের পদাবলি॥

চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি। মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে। সুরঙ্গ শিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥
বদন শরত চাঁন্দ মুধা হাসী ঝরে। দশন কিরন কত বিজুরি সঞ্চারে॥
হৃদএ মুকুতার হার অমূল্য রতন। কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥
হেন শে জৌবন রাধা সব আলপাট। জৌবন [গোড়িলে] তনু হইবেক নাট॥
না ছুঞি জৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন। গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বাসুলির গন॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[১১শ পদ]

জোতি তালের পদাবলি॥ রাগিনী শুই॥

রাজা বড় থরত নাঞি শুনে কথা। লঘুর লটকে পেল্যে কাটে তার মাথা॥
গৌচুরিআ ফল ধরাব জেখা জানি। তুমিত ভাগিনা কানাঞি রামিত মাউলানি॥

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

আপুনি বলহ তুমি ত্রিদসের পতি। তবে কেনে পরদারে মজ্জে তোর মতি ॥
গরু রাখি বুল তুমি মাঝবিন্দাবনে। ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে ॥
ছাড়হ কানাঞি তুমি পাপ বচন। আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জিবন ॥
ভ্রমিঞা ২ হাথে পরস তুই কানে। এ ভয়ে কানাঞি তোর লাভ হইল দানে ॥
আমাকে না কব্য কানাঞি য়ধিক জাতন। কোভু না শুনিব য়ামি তুমার বচন ॥
তুমার বচন মোর না সামায় কানে। এতই বচন কেহ করহ জতনে ॥
ইহা বুঝি নিবারহ পাপত মন। বাহুড়ি পলাহ ঘর করহ গমন ॥
কি শুখ করহ কানাঞি হেন পববন্ধ। তোর সঙ্গে য়াছে মোর নিবড় সম্বন্ধ ॥
ইহা জানি ছাড় কানাঞি য়ামার সে য়াসে। বাশুলি বন্দিআ গাইল বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ার্ম্ন্য কলা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭১ এবং ১০৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড় খরতর নাহি শুণ কথা। লঘু নটক পাইলেঁ কাটে তার মাথা ॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী। তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্নু আহ্মেত মাউলানী ॥
আপণে বোল তোহ্মে ত্রিদশের পতী। তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী ॥
গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে। এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে ॥
ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে। আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে ॥ ধ্রু ॥
ভুমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ ভুঈ কানে। এভেঁাহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে ॥
আহ্মাকে না কর কাহাঞিঁ আধিক যতনে। কভোঁ না শুণিব আহ্মে তোহ্মার বচনে ॥
তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে। তভেঁাহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে ॥
এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন। বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন ॥
কিসক করহ কাহ্নু হেন পরবন্ধ। তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[১২শ পদ]

আলুশ্রী তালের পদাবলী ॥ বাগিণী শ্রী ॥*

আমি দিব শ্রীহরি। আমায় ধড় পাবে বড়ারি ॥
আমি সে শিঞ্জিন্যাম কাম। য়ামারে জুড়রী বাণ ॥
আলিঙ্গন দেহ রাধে। না করহ রসবাধে ॥
য়ামার গমন ইঞ্জে। তেঞি ধরিয়াছ বেসে ॥
শ্যামের বচন শুনি। য়ামার বরণ কেসে ॥
শ্যামের বচন শুনি। মনো গেল বিনোদিনি ॥

---

* এই পদটী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

বসিল তরুর ছায় । ঘন কাহ্নু মুখ চায় ॥
ধনি বলে বড়াইকে । তুমোরা সে জাহ বিকে ॥
বড়াই এস্থে মনুসবে । গোপি লঞা গেল পুরে ॥
তরুমুলে রাধা শাম । দেখ্যেছে সে বেণু পাম ॥
রঙ্গভরে মনশুখে । চুম্বন করয়ে মুখে ॥
রতির নয়ান সরসে । বাধায়ঙ্গ সে পরসে ॥
বিন্দু ২ ঘাম তায় । তুঁহুঁ মুখ তুঁহুঁ চায় ॥
পবন সে মন্দ বহে । জবুনা তবঙ্গ তাহে ॥
কোকিল তশিত স্বর । ফুকরয়ে মধুকর ॥
অলি সারি শুক তায় । রাধাকৃষ্ণগুণ গায় ॥
বাশুলি বন্দি আসে । গাইল বড়ু চণ্ডিদাসে ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ৩৬ ছতিস কলা ॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বাগশ্রী ॥ আলুটী [তালের পদা]বলী ॥

আমি দেব শ্রীহরি । মাথো[রাতে] অবতরি ॥
আমি সে সৃজিলা [ ] আমারে জুডশী মান ॥

(২য় পৃষ্ঠা)

আলিঙ্গন দেহ রাধে । না করহ রসবাদে ॥
আমার গমন হতে । তেঞি আশীয়্যাছ পথে ॥
কেন ধনি ভুল তুমি । তোমা লাগ্যা দানি আমি ॥
আমার বরণ কেশে । তেঞি ধরিয়্যাছ বেশে ॥
শ্যামের বচন শুনি । মান গেল বিনোদিনির ॥
বশীল তরুর ছাএ । ঘন কাহ্নুমুখ চাএ ॥
ধনি কহে বড়াইকে । তোমরা সে জায় বিকে ॥
বড়াই শেবানুশরে । গোপি লয়্যা গেলা দূরে ॥
তরুমূলে রাধা শ্যাম । দেখিতে সে অনুপাম ॥
রঙ্গভরে মন সুখে । চু [ম্বন করয়ে] মুখে ॥
রতির [আবেশে] । রাধা অঙ্গ শে পরসে ॥
[ ] ঘাম তাএ । [ ] মুখ দুহুঁ চাহে ॥
পবন শে মন্দ বহে । যমুনা [ ] ॥
কোকিলি লোলিত স্বর । ফুকরএ মধুকর ॥
[ ] [ ] রাধা [ ] গুণ গাএ ॥
বাসুলি বন্দিয়্যা [ ] । গাইল বড় চণ্ডিদাশে

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ] *

১। একতালির প্রমান॥ প্রতিক্ষরে বিরাম : সেত শর্ব্বতালাদি সম্ভব : একতাল্যো সকেথিতে দেবোই বাদ্য উদাধৃত॥

২। ধরনতালের প্রমান॥ জোতি তাল যথা শুক্ত: ধিতাগিত গুণ শোরই : তথা ধরন নামানি : বপুসিদ্ধ্যা : গুণিশং স্তুধি : ॥

৩। ছোটখিলা তালের প্রমান॥ পুলস্তায়ে মাত্রৈক : সম্ভুদেব : তস্মাৎ পদে ২ য়াদিমর্দ্ধ্যাবশানেচ ছোটখিলাদ উচ্চতে॥

৪। গন্দলতালের প্রমান॥ দ্রুতত্র্যং লঘুশ্চৈক : তালে গন্দলনামিনি :॥

৫। বিসমতালের প্রমান॥ চতদ্রুতালি চ : লোমুচধেৎ বিসমতালেকে:॥

৬। জলদকান্তি তালের প্রমান॥ শ্বতদয়ং লোঘু জত্র চরনে ২ ভবেৎ তথা য়স্ত (জমক) কাঞ্চইবমানহং তালে সর্ব্ব বিমোহনং॥

৭। ভ্রমরসটপদি তালের প্রমান॥ দত্যদ্দয়ং লঘুদ্রুর্ত : সে তাল: সটপদিস্তথা॥

৮। বিসমশন্ধি তালেব প্রমান॥ আদৌচান্তলঘুদ যং গুরুমর্দ্ধ্যে জদা ভবেৎ। তদা বিশম সন্ধি : স তালো ভবতি সম্মত :॥

৯। য়পুর্ব্বকলিকার প্রমান॥ জদি চ্চাষ্ট কলাতোপি কলাধির্ক্যং বিলক্ষতে: পদে ২ তেদান স্বাদ্দপুর্ব্বকলা ধ্রবং॥

১০। হরগৌরীতালের প্রমান॥ শ্বতদ্বয়ং লঘুশ্চৈক: গুরুলঘু য়ুগং জথা। হরগৌরী তাল স্যাৎ দ্বিতিয়ং পুলতু্র্মি শ্রীসাৎ॥

১১। ঝম্পকতালের প্রমান॥ গুরুপ্লত ভবেৎ নিত্য সে তালো ঝম্পক স্তথা॥

১২। জর্দ্ধতালের প্রমান॥ গুরুদ্দয়ং লঘুর্দ্দয়ং ততোপ্লত: গুরু লঘু চরনে ২ পিবং তস্ব তালো জর্দ্ধকং ভবেৎ॥

১৩। দসকোসি তালের প্রমান॥ শ্বত র্দয়ং লঘু দঅং ততোপ্লত লঘুক ভবেৎ। চরনে ২ পেকধেয়ং স তালো দসকসিঞ্চ॥

১৪। কুন্দুসেখর তালের প্রমান॥ গুরু র্দয়ং লঘুপ্লত ততো গুরুপ্লুত: গুরুলঘু। চরনে ২ পেবং স তালোকুন্দুসেখরং॥

১৫। জোতিতালের প্রমান॥ আদো গুরু-লঘুর্দয়ং চরনে ২ ভবেৎ। জোতি তালো সকোতিতৌ নিত্য ভূমি গুসিস্বরৈ॥

১৬। বশুতালের প্রমান॥ আদো গুরু লঘু স্যাৎ চরনে ২ ভবেৎ। গাত্রে নানা মহ্নহারি বশুতাল স্তদা ভবেৎ॥

১৭। আলুটী তালের প্রমান॥ জদি চ্চাষ্ট কলা কোপি স্তুঞ্জি নিত্যস্যাৎ পদে ২। য়ালুটী নাম তালং স্যাৎ তদা সর্ব্ব মনোহরা॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে উক্ত তালগুলির বাজনার বোল লিখিত আছে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (বঙ্গাব্দ ১৩৩৯) ১৮১-২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের এবং সংবর্দ্ধনাদির

কার্য্যবিবরণ

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করায় বঙ্গদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে আলোচ্য বর্ষের ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিরাট্ সভায় সমবেত হয়। আচার্য্যদেব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই শুভ সুযোগে পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জয়ন্তী-সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর প্রফুল্ল-জয়ন্তী-সমিতির পক্ষে স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের নিম্নোক্ত মানপত্র * পাঠ করেন,—

॥ শ্রীঃ ॥

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন্!

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে দিন বাঙ্গালার মুমূর্ষু জাতীয় জীবন নব অভ্যুদয়ের চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে নূতন করিয়া আলোড়িত হইল; সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে নব নব বিচিত্রতায় যে দিন বাঙ্গালীর পুনর্জ্জন্মের স্পন্দন সূচিত হইল; যুগযুগান্ত-সঞ্চিত পঙ্কপুঞ্জ ভেদ করিয়া যে দিন স্বচ্ছ সরসীতে বাগ্দেবীর চরণপদ্ম শত দল মেলিয়া বিকশিত হইল, সেই দিন—নূতন ও পুরাতনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে ভারতের বিজ্ঞান-লক্ষ্মী নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রসন্ন হাস্যে নব জাগ্রত বাঙ্গালীকে নন্দিত করিলেন। সেই সফল লগ্নে বঙ্গমাতার যে দুই জন কৃতী সন্তান তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদের অন্যতর। বিজ্ঞানের সাধনায় শিষ্য-প্রশিষ্য সমভিব্যাহারে তুমি সে দিন জয়যাত্রা করিয়াছিলে। তোমার সেই বিজ্ঞান-গোষ্ঠী আজ দেশে বিদেশে যশস্বী হইয়া তোমার সাধনা ও সঙ্কল্পকে সার্থক করিয়া, দেশজননীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চায় তুমি দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ। নিজের অক্লান্ত তপস্যায় বিশ্বের জ্ঞানসম্পুটে তুমি প্রচুর রত্ন অর্ঘ্য দিয়াছ। হে আচার্য্য! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

---

* এই মানপত্রটি খদ্দরের উপর মুদ্রিত এবং উহা খদ্দরের পীঠবস্ত্রে সংযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতিতে উহা চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হে বিজ্ঞান-সাধক! বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার দান সামান্য নয়; বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত আপনাকে যুক্ত রাখিয়া পরিষদের সভাপতিত্বের গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পৌরোহিত্য করিয়া তুমি আপনি ধন্য হইয়াছ, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছ। তোমার সপ্ততিতম জন্মদিনের সুযোগে বঙ্গদেশের সুধী ও সাহিত্যিকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে আচার্য্য! বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধনা করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই। দৈন্য-দুঃখ অভাব-অনটনে মৃতকল্প স্বজাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য, স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তুমি কারুশিল্প ও চরকা-খদ্দর প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ; হে মাতৃভক্ত! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে ত্যাগী! তুমি জীবনে কোন দিন সঞ্চয় কর নাই—যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, রাজাধিরাজের ন্যায় অকুণ্ঠিতচিত্তে দেশের জন্য তাহা বিতরণ করিয়া, নিজে রিক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ। হে দানবীর! তোমার মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি!

হে মহাত্মন্! তোমার নিষ্ঠা, তোমার একাগ্রতা, তোমার দেশ-প্রীতি, তোমার আদর্শ জাতিকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছে। হে কর্ম্মী! হে আজন্ম-ব্রহ্মচারী! তোমার অমানুষিক কর্ম্মশক্তি একদা এই দুর্ভাগ্য জাতির মুক্তি বহন করিয়া আনিবে। সেই শুভদিন লক্ষ্য করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ভগবান্ তোমাকে শতায়ুঃ করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত রাখুন—তোমার চিরস্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন।

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

কলিকাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫এ অগ্রহায়ণ। সম্পাদক।

তৎপরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় কলেজ শিক্ষক সম্মিলনীর, বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের, নিখিল বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কলেজ শিক্ষক মণ্ডলীর, নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের এবং কলিকাতা লিটারারী সোসাইটির অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয়। আচার্য্যদেব প্রত্যুত্তিভাষণে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পড়িয়া তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়া উঠে ও পরে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পড়িয়া তাঁহার অন্তরে বৈজ্ঞানিক হইবার আগ্রহ জাগিয়া উঠে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিষদের ক্রমোন্নতিতে দেশবাসীকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সঙ্গীতাদি হয় ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস ২৮ এ অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় আচার্য্যদেবকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদ্‌গৃহে এক প্রীতিসম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়-রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত ("হে করমযোগী, হে জ্ঞানতাপস") কুমারী সুধীরা দাশগুপ্তা কর্ত্তৃক গীত হইলে পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্য্যদেবের ললাটে চন্দন-তিলক ও গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রে শঙ্খ ও পদ্ম উপহার দিয়া তাঁহার গলে খদ্দরের মাল্য অর্পণ করেন। ধূপধুনার গন্ধে ও মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে পরিষদ্‌মন্দির আমোদিত করা হয়। আচার্য্যদেব সমবেত মহিলা ও সদস্যগণকে আলাপ ও আপ্যায়নদ্বারা তৃপ্ত করেন। তৎপর সঙ্গীত ও জলযোগাদির পর এই প্রীতিসম্মিলন সমাপ্ত হয়।

এই জয়ন্তী-উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পরিষদের বহু হিতৈষী সদস্য পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে আচার্য্য মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম. এ. মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ১০৲ দশ টাকা দান করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু প্রথমে কবি ছিলেন; তিনি রাজপুতানার রাজন্যবর্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিয়া 'রাজপুতকুসুম' নামে এক কাব্য লেখেন। তৎপরে তিনি ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন; ইহাতে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বলিলেন যে, নিখিলবাবু ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' সে যুগের বাংলার

ইতিহাস। অক্ষয়বাবু ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সে যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহারা ইতিহাস লিখিবার একটা ধারা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাসের তাঁহারা মুখপত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহার অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে, এখনও ইহার সম্যক্ আলোচনা হওয়া দরকার। তিনি সুদীর্ঘ জীবন অনাড়ম্বর ভাবে যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা মনে হইলে একটা আনন্দ-বেদনা অনুভব করি,—তাঁহার মুখে সহজ সরল সদানন্দ হাসিটি লাগিয়াই থাকিত; এই ভাবটির কথা মনে হইলে আনন্দ হয়, এবং আর সে মুখ ও সেই ভাব দেখিতে পাইব না বলিয়া বেদনা অনুভব করি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের সকল কাজে আমরা তাঁহার সাহায্য পাইতাম। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য এবং বর্ত্তমান বর্ষের ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, তিনি নূতন লেখককে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নাই এবং অনেক লেখককে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু পরিষদের প্রায় সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া উপদেশাদি দ্বারা পরিষদের কার্য্য পরিচালনে বিশেষ সহায়তা করিতেন। কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী ছিলেন। তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন এবং অতিশয় অমায়িক এবং হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু পরিষদে স্বর্গীয় নিখিলবাবুর স্মৃতি রক্ষার্থ একখানি ব্রোমাইড চিত্র দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, নিখিলবাবু বাঙ্গালা ভাষাকে ইতিহাসের মধ্য দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীর' ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার একটা ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার মধ্যে একটা দেশপ্রীতি ছিল। তাঁহার প্রথম লেখা কাব্যে ইহার সূচনা দেখিতে পাই। তিনি ইতিহাসের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা একটা আদর্শ। তাঁহার লিখিত ইতিহাসের মধ্যে আমাদের জাতির একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। পরিষদ্ মন্দিরে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবুর শোক-সভায় আমার পক্ষে সভাপতির পদ গ্রহণ করা বিশেষ অশোভন; কারণ, তিনি আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। বহরমপুরে আমরা একসঙ্গে এক স্কুলে পড়িতাম। বয়সে তিনি আমার চেয়ে কিছু বড় এবং ক্লাসে দুই এক শ্রেণী নীচে পড়িতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতার পরিচয় আমরা বাল্যকালেই পাইয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবন্ধু বক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। ডাক্তার

রামদাসের যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন নিখিলবাবু। সে যুগের ঐতিহাসিক আলোচনার অগ্রণী ছিলেন অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবু। তিনি কিছুদিন ওকালতী, তারপর কয়লার খনির ম্যানেজারী করেন। পরিষদের সেবা তিনি নানাভাবে—কখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, কখন শাখা-সমিতির সভ্য বা সভাপতিরূপে করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস ও বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই কথাগুলি বলিয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গের প্রবীণ ঐতিহাসিক, বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আজীবন হিতৈষী ও বিশিষ্ট কর্ম্মী নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, "পরিষদ্‌মন্দিরে স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।" শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ইং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ. মহাশয়-লিখিত "ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ. মহাশয়—সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে তাঁহাদের উপহৃত পুস্তকের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন,—পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার জয়ন্তী-উৎসবে লব্ধ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

পরিষদে অনুষ্ঠিত-প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবে 'আচার্য্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মজুমদার এম. এ. মহাশয় স্বল্প মূল্যে মিষ্টান্ন সরবরাহ এবং পরিষদের সাধারণ তহবিলে দশ টাকা দান করায় তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ. মহাশয় তাঁহার লিখিত "ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ. মহাশয় বলিলেন,—ভারতীয় হিন্দু মুসলমান আচার-ব্যবহারে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, বিবিধ গ্রন্থে তাহা জানা যায়। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ের বহু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লোকের আচার-ব্যবহারের বিষয় বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তখন ইহার আলোচনার পথ অধিকতর সুগম হইবে।

অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, এম এ., এম. বি. মহাশয় বলিলেন যে, চিন্তাহরণবাবুর উল্লিখিত Anthropological দিক্ ছাড়া এই প্রবন্ধের আর একটা Psychological দিক্ আছে। সে দিক্‌টার আলোচনা হওয়া দরকার।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়া ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন বি. এ., সূত্রগড়, ভাদুড়ীপাড়া, শান্তিপুর; ২। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দাস, মৌগ্রাম, বর্দ্ধমান; ৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. শ্রীরামপুর, হরিশঙ্করপুর, যশোহর; ৪। স্বামী জ্ঞানানন্দ, ৪ সৃষ্টিধর দত্তের লেন; ৫। শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ সরকার, ৭৫।৩ মনোহরপুকুর লেন; ৬। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্যামপুকুর বাই লেন; ৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার গুহ, বি এল, ১৬।এ বলরাম বসু ঘাট রোড ; ৮। শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরী, এম. এ., বি. এল., ২৫৩ রাসবিহারী এভেনিউ; ৯। শ্রীযুক্ত জানকীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পাঁচপাড়া, হুগলী; ১০। শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত, এম. এ., বার-য়্যাট-ল, সেনহাটী, খুলনা; ১১। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়, কানাইডাঙ্গা, নদীয়া; ১২। শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ, বি. এ., কেন্দুয়া দত্তপাড়া, যাদবপুর; ১৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদেব স্মৃতিতীর্থ, ২৯।২ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট; ১৪। শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এল, ৯১।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট; ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৯।২ সি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, এম. এ., ময়মনসিংহ; ১৭। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কোলা, ঢাকা; ১৮। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, মহেশপুর, যশোহর; ১৯। শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায়, ৩৩।১ মলঙ্গা লেন; ২০। শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী রায়, ১৭ বৃন্দাবন পাল লেন; ২১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, শুভবারা, খুলনা; ২২। ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত, এম.এ., এম.বি., ডি. টি. এস্, ২৪ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট; ২৩। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্র, ৩ রাধানাথ বসু লেন; ২৪। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি. এ., কুমারভোগ, ঢাকা; ২৫। ডাঃ এইচ্ দত্ত, এম. বি., ১৪।১ বিবেকানন্দ রোড; ২৬। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩।২ সাহানগর রোড; ২৭। শ্রীযুক্ত অজিতমোহন বসু, ৫।১ সুইনহো ষ্ট্রীট; ২৮। শ্রীযুক্ত মন্মথভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., বি. এল., ১১ সি রাজেন্দ্রলালা ষ্ট্রীট; ২৯। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র রায়, ২৫ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট; ৩০। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গুপ্ত, বি. এস্-সি, ৭ডি রামমোহন সাহা লেন; ৩১। শ্রীযুক্ত খোরসেদ উদ্দীন আহম্মদ, পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ।

খ—উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। Primer of the History of Mathematics; ২। Studies of Non-Christian; ৩। Studies of Shakespeare's Characters; ৪। Biographies of Nobel Prize Winners in Literature; ৫। Indian Historical Studies; ৬। The Fatal Ring; ৭। কবীন্দ্র-রচিত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত; ৮। ব্রহ্মশাপ; ৯। দণ্ডীপর্ব্ব; ১০। বেদান্তদর্শন; ১১। সাধনা ও মুক্তি; ১২। হায়; ১৩। সিদ্ধান্তসার; ১৪। ভারতবিহিত উপদেশমালা; ১৫। ত্রেতাবতার

রামচন্দ্র ; ১৬। শূন্যপুরাণ ; ১৭। তাপসী ; ১৮। সুদখোর ও সওদাগর ; ১৯। ইহুদীজাতি ; ২০। আদর্শ সাহিত্য-পরিচয় ; ২১। বঙ্গের রত্নমালা—৩য় ভাগ ; ২২। যোগ ও যোগৈশ্বর্য্য ; ২৩। অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ ; ২৪। জীবন ও মৃত্যু ; ২৫। ভারতলক্ষ্মী ; ২৬। মহীয়সী মহিলা ; ২৭। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ ; ২৮। স্বাস্থ্যনীতি ; ২৯। পতিব্রতা—১ম ভাগ ; ৩০। ঐ—২য় ভাগ ; ৩১। হিন্দুরমণী ; ৩২। মহাপুরুষ চরিত ; ৩৩। নূরজাহান ; ৩৪। জ্ঞানাঞ্জলি ; ৩৫। লঙ্কেশ্বর ; ৩৬। রণজিৎ সিংহ ; ৩৭। গীতাতত্ত্ব ; ৩৮। কৃষ্ণকুমারী ; ৩৯। সওদাগর নাটক ; ৪০। দার্জ্জিলিং ; ৪১। প্রাচীনকাহিনী ; ৪২। রামায়ণতত্ত্ব —চিত্রকূট ; ৪৩। Health and Longivity ; ৪৪। Dr. Jekyll and Mr. Hyde and other Stories. শ্রীযুক্ত উমারাণী বসু—১। Princess Kalyani ; ২। Short Stories ৩। An Unfinished Song ; ৪। The Fatal Garland ; ৫। স্নেহলতা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; ৬। দিব্যকমল ; ৭। ছিন্নমুকুল ; ৮। কৌতুক নাট্য ; ৯। পাকচক্র ; ১০। মিবার-রাজ ; ১১। নিবেদিতা ; ১২। নব-কাহিনী ; ১৩। মালতী ও গল্পগুচ্ছ ; ১৪। যুগান্ত—কাব্যনাট্য ; ১৫। রাজকন্যা ; ১৬। ক'নে বদল ; ১৭। দেব কৌতুক। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Towards a Systematic Study of the Vedanta ; ২। The Peshwa's Commitments on the West Coast, No. 24 ; ৩। জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে ; ৪। বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ; ৫। বঙ্গভাষার ইতিহাস ১ম ভাগ ; ৬। India through the Ages. শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Colebrook's Translation of the Lilabati. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Tragedy of a Throne ; ২। Through a Needle's Eye ; ৩। Two's Two ; ৪। Constructive Non-Co-operation, ৫। A Record of Discords ; ৬। Memoir of the Life of Laurance Oliphant, Vol. I ; ৭। Brave Men of Eyam ; ৮। The Open Window ; ৯। Stories on the Collects, Vol. I ; ১০। Uncle Jem's Stella ; ১১। The History of the Fairchild Family ; ১২। A Reservist's Wife ; ১৩। The Old Bank ; ১৪। Young Sir Richard ; ১৫। The Mutable Many ; ১৬। Hearts in Exile ; ১৭। The Valley of a Hundred Fires ; ১৮। John Coledrige Patterson ; ১৯। Economy ; ২০। The Uphill Road ; ২১। At the Door of the Heart ; ২২। Rough Road to the Stars ; ২৩। Scared ; ২৪। Further Tabloid Tales ; ২৫। The Child Market ; ২৬। স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আট মাস ২৭। The South down Flapper ; ২৮। Anne at Green Gables ; ২৯। The Cruise of the Deerfoot ; ৩০। Freckless ; ৩১। The Mulbery Tree ; ৩২। The Merry Past ; ৩৩। From Constable to Commissioner ; ৩৪। Sympathetic Training of Horse and Man ; ৩৫। মানসকুসুম। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। District Gazetteer,—Howrah ;

২। জবাব; ৩। Bengal Dist. Gazetteer,—Howrah. শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র—১। Short Sketch of the Life of the Late Babu Ananda Krishna Basu; The Officer in Charge, Bengal Secretariat Book-Depot—১। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1931; ২। Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency for the year 1931; ৩। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1931; ৪। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Thirty-ninth Session, 1932, Vol. XXXIX. No. 1; ৫। Do. No. 2; ৬। Do No. 3; ৭। Report of the Administration of Bengal (1930-31). কুমার শ্রীযুক্ত প্রত্যুষকৃষ্ণ দেব—১। Short Detective Novels and Stories—৭ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—১। Report of the Bengal Retrenchment Committee. 1932; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। The Law Family of Calcutta; The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—১। Shitab Khan of Warangal, (Memoirs No. 9); ২। The Gavimath and Palkigundu Inscription of Asoka. The Superintendent, Government Printing, Lahore—১। Report on the Working of the Central Museum, Lahore, for the year 1931-32; The Supdt. Naval Observatory, U.S.A.—১। The American Ephemeris and Nautical Almanac; The Secy., Smithsonian Institution—১। Preliminary Classification of Pre-historic South-Western Basketry; ২। Tobacco among the Kruk Indians of California; ৩। Menomince Music; ৪। A Survey of Pre-historic Sites in the Region of Flagstaff; ৫। Exploration and Fieldwork of the Smithsonian Institution in 1931; ৬। Notes on the Fox Wapanowiweni; ৭। Karuk Indian Myths; ৮। Graphic Correlation of Radiation and Biological Data; ৯। Composition of the Caddoan Linguistic Stock; ১০। Seth, Eastman, the Master Painter of the North American Indian; ১১। Periodicity in Solar Variation; ১২। Forty-Seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1929-30; ১৩। The Village of the Great Kiva on the Zuni Reservation, New Mexico; ১৪। Lethal Action of Ultra-violet Light on a Unicellular Green Alga; ১৫। Report on Archaeological Research in the Foot-hills of the Pyreness; The Director of Geological Survey of India—১। Index to the Memoirs of the Geological

Survey of India, Vol. 1 to LIV. The Supdt., Govt. Museum, Madras—১। Administration Report of the Govt. Cannemara Public Library for the year 1931-32. ২। Catalogue of the South Indian Hindu Metal Images in the Madras Museum. The Surveyor General of India—১। General Report of the Survey of India, 1930-31. The Manager, Govt. Central Publication Branch of India, —১। Memoirs of the Archl. Survey of India, No.45. Calcutta University—১। Western Influence in Bengali Literature ১। শ্রীযুক্ত গুরুপদ শর্ম্মা হালদার—১। সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্; ২। ঐ হিন্দী ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায়—১। রামায়ণ, ৪র্থ কাণ্ড। শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভবালি—১। অসমীয়া ভাষাৰ মৌলিক বিচাৰ আৰ সাহিত্যৰ চিনাকি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—১। আমরা ও বিশ্বজগৎ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—১। বেদান্তদর্শন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১। সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী; শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন—১। আত্মকাহিনী বা স্বরচিত জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—১। স্নেহচ্ছায়া। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র। শ্রীযুক্ত কোচবিহার-সাহিত্য-সভার সম্পাদক—১। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড; ২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড; ৩। ঐ ৩য় খণ্ড; ৪। ঐ ৪র্থ খণ্ড; ৫। ঐ ৫ম খণ্ড; ৬। বেহারোদন্ত। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়—১। আদর্শব্রাহ্মণ। শ্রীযুক্ত সাধু শান্তিনাথ—১। মায়াবাদ; ২। তত্ত্ববিজ্ঞান; ৩। অদ্বৈততত্ত্ব প্রবোধিনী, ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১। গীতিকদম্ব। শ্রীযুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ—১। ভবানন্দের হরিবংশ। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—১। ছোটদের কবিতা।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের

প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে প্রীতি-সম্মিলন।

১২ই পৌষ ১৩৩৯, ইং ২৭এ ডিসেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতায় সমাগত কবি কায়কোবাদ (মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি), মোঃ সৈয়দ এমদাদ আলী (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি), অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ (সাহিত্য-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক কাজেমউদ্দীন আহম্মদ (দর্শন-শাখার সভাপতি), ডাক্তার কুদরৎ-ই-খোদা (বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক জহরুল ইসলাম (ইতিহাস-শাখার সভাপতি), কবি সাহাদাৎ হোসেন (অভ্যর্থনা-সমিতির সহঃ সভাপতি) এবং বহু মুসলমান সাহিত্যিক ও প্রতিনিধি পরিষদ্ মন্দিরে সমবেত হইয়াছিলেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি স্যর

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, নিমন্ত্রিত বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণকে পরিষদ্ মন্দিরে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ও কুমারী শান্তিপ্রভা দাস দুইটি সঙ্গীতে প্রীতি-সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত মুসলমান সাহিত্যসেবিগণকে পরিষদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই, কাজেই তাঁহাদের নিজের ঘরেই এই সংবর্দ্ধনা হইল।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গ সাহিত্যের বলবৃদ্ধির জন্য বঙ্গীয-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন ও পরিষদের অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একযোগে কাজ করা উচিত।

অতঃপর মৌলভী আবুল হোসেন বলিলেন যে, আজ আমাদের একটা স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের জ্যেষ্ঠের কাছে আমরা আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। একদল মুসলমান আছেন, তাঁহারা উর্দ্দূকে জাতীয় ভাষা করিতে চাহেন। মাতৃভূমিতে বাস করিয়া মাতৃভাষার সেবায় যোগদান করিতে পারি না বলিয়া লজ্জিত। এই লজ্জা ক্ষালন করিবার সময় আসিয়াছে। জ্যেষ্ঠের আশীর্ব্বাদ লইয়া আমরা এই লজ্জা ক্ষালনে প্রয়াসী হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক 'জননী বঙ্গ' গীত হইলে চা পান ও জলযোগের পর প্রীতি-সম্মিলনের পরিসমাপ্তি হয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৪এ পৌষ ১৩৩৯, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়-লিখিত "মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌর মাস" এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয়-লিখিত "আসাম বুরুঞ্জি" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল। ২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ২। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। ৪। (ক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় তাঁহার 'আসাম বুরুঞ্জি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (খ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় উপস্থিত

হইতে না পারায় তাঁহার লিখিত "মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌর মাস" নামক প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম সভাপতি মহাশয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিদ, শ্রীনাথ দাস লেন; ২। মৌলভী মোসাহেব আলী খাঁ, ৫১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদি।

The Officer in-charge, Bengal Secretariat—১। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council. Thirty-ninth Session. 1932; ২। Do. Vol. XXXIV, No 4; ৩। Do. Do. No 5; ৪। Do. Do No 6; The Registrar, Calcutta University—১; Journal of the Department of Letters, Vol. XXII. 1932; The Secretary, Smithsonian Institution—১। A Dictionary of the Osage Language, ২। A Dictionary of the Atakapa Language; ৩। *Yuman and Yagui Music*; ৪। *The Swimmer Mss.* Cherokee Sacred Formulas and Medicinal Prescriptions; ৫। A Spectrophotometric Development for Biological and Photo-Chemical Investigation; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১। A Descriptive Catalouge of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal by H. P Shastri. Vol. III. Smriti MS.; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Tarabai and Sambhaji (1738—1761); ২। Akbar the Great Mogul,—V. A. Smith; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১। Makers of Modern Chemistry; ২। Life and Experience of a Bengali Chemist; ৩। A History of Hindu Chemistry, Vol. I.; ৪। Do. Vol. II.; শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—১। Southern Indian Bronzes; ২। The Art of Java; ৩। Indian Architecture; ৪। ভারতের ভাস্কর্য্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, ২। গৃহের সাধনা; ৩। ঈশপের গল্প; শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আফজল-উল হক—১। মহর্ষি মনসুর; ২। টীপু সুলতান; ৩। হজরত মহাম্মদ; ৪। ফেরদৌসী চরিত; শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ—১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাবলী ১ম খণ্ড; ২। শ্রীএকনাথ-চরিত্রম্; ৩। ভক্তিরত্নাবলী; ৪। ঈশ্বর; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। রেল অবতার; The Secretary, Publicity Board, Bengal—১। ভাঙ্গা ও গড়া; ২। ব্যাধি ও প্রতিকার; অটোয়ার বাণিজ্য-চুক্তি।

৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।৷০ টা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার' (আলোচনা), এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় লিখিত 'প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ' নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং এইগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার" (আলোচনা) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, (ক) কামিনীনাথ রায়, (খ) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম এ, বি এল এবং (গ) মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী—এই তিন জন সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় 'সময়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং ৺কামিনীনাথ রায় মহাশয় পরিষদের বিশেষ উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ৺মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর শর্ম্মা রায় এম এ, ৩৬।৪।২ বেণিয়াটোলা লেন; ২। শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়, ৭। কৃপানাথ দত্ত রোড; ৩। শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার রায় বি এ, পুঁটগুরি বর্দ্ধমান।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তকের সংখ্যা—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়—১। চণ্ডীদাস, ২। স্বদেশী যুগের স্মৃতি, ৩। অনশনে মহাত্মা, ৪। যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৫। ভারতীয় মন্দির, ৬। ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব, ৭। সাধনা,

৮। পতিব্রতা, ৯। অরবিন্দ মন্দিরে, ১০। নারীমঙ্গল, ১১। Spiritual Communism ; শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার দাশ গুপ্ত—১। মুসাফির ও অন্যান্য কবিতা ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ন্যায়দর্শন (কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন)। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা (খণ্ডিত); শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Captain of Five, ২। The Fast Lady, ৩। Take it from me, ৪ The Man Who Laughs.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ এফ জি এস মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে পরিষদের পুরাতন বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। তিনি পরিষদের একজন প্রধান সেবক এবং আন্তরিক কর্ম্মী ছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সংযম ও সম্ভ্রমের সহিত তিনি পরিষৎকে সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের কৈশোর ও যৌবনে যাঁহারা পরিষৎকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেমবাবু ছিলেন অন্যতম ও বিশিষ্টতম। তিনি রামেন্দ্রবাবুর দক্ষিণবাহু ছিলেন। পরিষৎ এক্ষণে যে নিয়মে চলিতেছে, তিনি সেই সকল নিয়ম রচনার জন্য প্রভূত চিন্তা করিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্যও তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সম্মিলনের Constitution তাঁহার দ্বারাই প্রধানতঃ রচিত। সম্মিলন প্রতিষ্ঠার পর দেশের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। হেমবাবু প্রাণপনে সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া সম্মিলনকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, পরিষদে ও অন্যত্র তাঁহার অনেক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তিনি আলোচনা করিতেন। তাঁহার পিতামহ রামলোচন দাস মহাশয়ের লিখিত কল্কিপুরাণ গ্রন্থ তাঁহারই উদ্যোগে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। তিনি ৯ বৎসর পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

(ক) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সেবক ও উৎসাহী কর্ম্মী, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের আকস্মিক ও অকালে পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া

ইহার সমৃদ্ধি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার বিয়োগের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, হেমবাবু মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের কাজ হাতে লইয়াছিলেন। তিনি পনের বৎসর কাল কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। ৯ বৎসর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার গঠন হইতে ইহার আহ্বানকারী ও পরে ইহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যে কত আবশ্যক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিভাষা প্রণয়নের কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন বীরভূমে হয়, তিনি সেই অধিবেশনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ফলতঃ পরিষদের জীবন ও প্রাণের বিকাশে হেমবাবু কতখানি পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিষদের অঙ্গ হইতে বিধাতার বিধানে হেমবাবু অপসৃত হইলেন—ইহাতে পরিষৎ যে ব্যথা অনুভব করিবে, তাহা ভুলিবার নহে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বলিলেন, আমি যখন অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসি, তখন হেমবাবুই আমাকে পরিষদে টানিয়া আনেন। সেই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত নানা ভাবে আমরা একযোগে পরিষদের সেবা করিয়াছি। আমরা যখন পরিষদে আসি, তার দু'চার বৎসর আগেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ী হইতে শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। পরিষদের সেই যুগে হেমবাবু বিশেষ যত্ন, চেষ্টা, প্রাণ ও উচ্চ আদর্শ লইয়া পরিষদের সেবা করিতে আরম্ভ করেন। পরিষদের সেবায় স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু আমাদের অগ্রণী ছিলেন। স্তম্ভের অভাব অনেক প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় না। পরিষদেরও কতিপয় স্তম্ভ ছিল। কিন্তু ন্যায়বুদ্ধি, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ সকল কর্ম্মীতে দেখা যায় না। কতকগুলি কর্ম্মী আসিলেন, তাঁহারা এই সকল সদ্গুণ লইয়া পরিষদের সেবা অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়াছিলেন,—তাঁহারা লজ্জা, ভয়, খোসামোদ করিয়া চলিবেন না, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। হেমবাবু ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। আর তখন হইতেই পরিষদের প্রকৃত উন্নতির সূচনা। হেমবাবুর কর্ম্ম, সভাপতি মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সংহত, সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও ন্যায় ও বিবেকের ও নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। নিয়মের সঙ্গে সন্ধি করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার পুণ্য চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, হেমবাবুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একবার যিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, হেমবাবুর বিষয়ে এক অধিবেশনে বলিয়া শেষ করা যায় না, আর আজ সে ক্ষেত্রও নহে। পরিষদে একবার ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন হেমবাবু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাঁহার মতে আমাকে ঘুরাইয়া লইয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, আজিকার দিনে হেমবাবুর বিষয় কিছু বলা বড়ই কষ্টের কথা। আমি ও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু সহকারী সম্পাদক ছিলাম। পরে হেমবাবু সহকারী সম্পাদক হইয়া আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন। তিনি একটা প্রাণ লইয়া আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, পরিষৎকে

এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহা জগতের মধ্যে একটা উচ্চ আদর্শ ও মর্য্যাদা স্থাপন করিতে পারিবে। নিয়মানুবর্ত্তিতা, সত্যানুবর্ত্তিতা, তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পরিষদের উন্নতির বিষয়ে ভাবিতেন ও যাহাতে পরিষদের মর্য্যাদার হানি না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—(খ) "এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।" সকলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১এ ফাল্গুন ১৩৩৯, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ —(ক) উপেন্দ্রলাল বক্‌সী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল, এবং (ছ) মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত 'মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি' নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয়, (ক) উপেন্দ্রলাল বক্‌সী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল এবং (ছ) মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার 'মাঘ-মণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক প্রাচীন পাঁচালির 'কথা

লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রেণীর পাঁচালিগুলি উদ্ধার করিয়া পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের শ্রীহট্টে গরু বিয়োলে পর ২১ দিনের দিন সূর্য্যের বা রবির বা নারায়ণের নামে ক্ষীর দেওয়া হয়। সেখানে মাঘ মাসে মেয়েরা মাঘব্রত করেন এবং সূর্য্যের বা নারায়ণের নামে পাঁচালি গান গাহিয়া থাকেন। মাঘ বা সূর্য্যের ব্রত একই জিনিষ। এই সকল ব্রত বা পাঁচালির মূলে যে শাস্ত্রের বিধি আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে সূর্য্য ও বিষ্ণুকে এক বলা হইয়াছে। দেশে নানারূপ ব্রতানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এখনও অনেক ব্রত পালন করা হয়। সকল ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরাই এই সকল ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগ হইতেই এই সকল ব্রত চলিয়া আসিতেছিল। দেশে সংস্কৃত প্রভাবের বা বৌদ্ধ প্রভাবের হ্রাস হওয়ার পর হইতে সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব ব্রাহ্মণগণের উপর আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। অনেক সময় ব্রতে কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার নাম না থাকায় ব্রাহ্মণগণ নারায়ণের উদ্দেশেই ব্রতের পূজা অর্পণ করিতেন। সেই হইতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রতে সূর্য্য বা বিষ্ণুর পূজা হয়। বেদের দেবতা সর্ব্বময়। সূর্য্যও সর্ব্বময়। বোধ হয় এই জন্যই ব্রতগুলিতে সূর্য্যের প্রভাব এতদূর প্রবলভাবে দেখা যাইতেছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু যদি প্রচলিত ব্রতগুলি শ্রেণীভেদে সাজাইয়া দেন, তবে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন, আমরা সকলেই অন্তরে খোদা বা পরমেশ্বরকে মনে মনে মানিয়া চলি। কিন্তু কোন কোন লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে পীর, আউলিয়া, দরবেশ বা বড় পীরসাহেবের নামে উপাসনা করি। সূর্য্যের পাঁচালিতে সূর্য্যের নামে নারায়ণ বা বিষ্ণুর উপাসনা ঐ এক শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন, বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী কে, সি, পাল এণ্ড কোম্পানী পরিষৎকে একটি মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য আলমারী দান করিয়াছেন। এই আলমারীতে আমাদের পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়-প্রদত্ত উপহারগুলি রক্ষিত হইবে। পূর্ব্বেই এক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আচার্য্যদেব নানা ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে গত প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসবে যে সকল মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল মূল্যবান্ দ্রব্য সাজাইয়া রাখিবার জন্ত আমাদের বিশেষ স্থানাভাব ছিল। শ্রীযুক্ত কে, সি, পাল কোম্পানী সেই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম এ, সাহাপুর, মেহার, কুমিল্লা; ২। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, ৮।১ কানাই ধর লেন; ৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "কথক-সঙ্ঘ", ২ লায়ন্স রেঞ্জ; ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা; ৫। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ৮৮ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে, ২৪ নবীন সরকার লেন; ৭। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এম এ (ক্যাণ্টাব), বাঁকুড়া; ৮। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এম এ, নুদিয়ালি রোড; ৯। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ পাল, নবীনগর, ত্রিপুরা; ১০। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার গুপ্ত বি এল, ৭ লায়ন্স রেঞ্জ; ১১। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ৩বি লালাবাগান রোড।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও পুস্তক

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। জাতীয় শিক্ষা, ২। গাঁয়ের কথা, ৩। The Call of Motherland, ৪। India and China; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্বতন্তরা, ২। রসতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা, ৩। কায়স্থ-পুরাণ, ৪। ভারতের নিধি, ৫। পঞ্চবটী, ৬। বেদব্যাস, অগস্ত্য, ৭। জ্ঞানবল্লরী, ৮। শ্রীশ্রীনিগমানন্দকথা-লহরী, ৯। শ্রীশ্রীভক্তমাল-মহাগ্রন্থ, ১০। ভীষ্ম, ১১। ষট্‌চক্র, ১২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, ১৩। অন্নপূর্ণা ব্রতকথা, ১৪। গীতা ও গীতা সহচরী, ১৫। পাঞ্চজন্য, ১৬। ধর্ম্ম ও পূজাদি মীমাংসা; ১৭। পূজাতত্ত্ব, ১৮। Indian Round Table Conference (Third Session, Nov.—Dec. 1932)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়—১। যূথিকা, ১ম গুচ্ছ, ২। ঐ, ২য় গুচ্ছ, ৩। পাণ্ডববিজয়ম্, ৪। রুক্মিণীহরণম্, ৫। সত্যভামাপরিগ্রহম; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১। দীপালি। শ্রীযুক্ত সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১। বিজলী। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—১। স্থপতি-বিজ্ঞান, ২। সরভেয়িং বা জরিপ শিক্ষা, ৩। অলৌকিক-রহস্য, ৪। ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা, ৫। সপ্তমেন্দ্রিয়, ৬। একটী ক্ষুদ্র জীবনের কথা, (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী,—১। কায়স্থ জাতির ইতিহাস (বঙ্গজ কায়স্থ)—গুহ বংশ—১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—১। মায়াকানন (মাইকেল), ২। হেকুটর বধ (মাইকেল)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—১। মীমাংসা। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। তোতা কাহিনী—(উর্দ্দু), ২। The King's Wife, ৩। The God of Love, ৪। Leasure Hour, 1886, ৫। The Pretender, ৬। Happiness, ৭। The Farringdons, ৮। The Third Violet, ৯। Trilley। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ—১। প্রাণের টানে।

শ্রীযুক্ত রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১। সহজিয়া সাহিত্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ—১। আর্য্য সঙ্গীতের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন—১। বিবেকানন্দ চরিত। The Secretary, Smithsonian Institution—১। Annual Report of the Smithsonian Institution for the year 1931, ২। Ethnographical Survey of the Miskito and Sumu Indians of Honduras and Nicaragua, ৩। The Function of Radiation in the Physiology of Plants. (I). General Methods & Apparatus, ৪। Do. (II). Some Efects of Near Infandred. Radiation of Plants, ৫। An Improved Water-flow Pyrheliometer and the Standard Scale of Solar Radiation. The Manager, Govt of India. Central Publication Branch—১। Archaeological Survey of India, Vol. XLVIII. Imperial Series. Mediaeval Temples of the Dakhan. Librarian, Bengal Library—১। ব্যথার বাঁশী, ২। অবলা জীবন, ৩। সেন্টলেজার, ৪। নিমাই সন্ন্যাস ৫। কুশধ্বজ, ৬। মধ্যম ও কনিষ্ঠ, ৭। স্বয়ংবরা, ৮। মেঘনাথ, ৯। মুক্তি, ১০। শতাশ্বমেধ, ১১। ধরপাকড়, ১২। একলব্য, ১৩। মতিয়া, ১৪। পথের কাহিনী, ১৫। হীরের ফুল, ১৬। কেয়াফুল, ১৭। সৈরিন্ধ্রী, ১৮। বঙ্গে চৌহান, ১৯। দেবতার ভর, ২০। পথিক, ২১। নেকনজর, ২২। তরুণী, ২৩। বন্ধুর স্মৃতি, ২৪। চিত্রলেখা, ২৫। জীবন-বৈচিত্র্য, ২৬। স্নেহের দাবী, ২৭। মাসীমা, ২৮। নবীনের সংসার, ২৯। আলিঙ্গন, ৩০। শ্রীহীন কৃষ্ণ, ৩১। কাক-জ্যোৎস্না, ৩২। কল্পনা দেবী, ৩৩। হেঁয়ালী, ৩৪। ঝড়ের রাতে, ৩৫। অকর্ম্মণ্য, ৩৬। শিউলীমালা, ৩৭। যাদুঘর, ৩৮। সোনার সিঁড়ি, ৩৯। মরুমায়া, ৪০। রক্তলেখা, ৪১। মাটির রাজা, ৪২। পৌষ-পার্ব্বণ, ৪৩। পরভৃতিকা, ৪৪। ভাদুড়ী মশাই, ৪৫। বুকের আগুন, ৪৬। মরণোল্লাস, ৪৭। লায়লী মজনু, ৪৮। অসমাপিকা, ৪৯। লীলাবাস, ৫০। রঙমহল, ৫১। আগাছা, ৫২। চিত্রদর্শন, ৫৩। শ্রীকৃষ্ণ (মধ্যলীলা খণ্ড), ৫৪। ফরাসী কবিতা, ৫৫। নীলা, ৫৬। মরমী, ৫৭। বীণা, ৫৮। আলেয়া, ৫৯। সাঁঝের প্রদীপ, ৬০। মাদল, ৬১। মাটির প্রদীপ, ৬২। রাখী, ৬৩। মেবার মহিমা, ৬৪। পদ্মা, ৬৫। কৃষক-কন্যা, ৬৬। যাত্রী, ৬৭। ত্রিস্রোতা, ৬৮। চলিত মর্ম্মকথা, ৬৯। আনন্দ মুষল, ৭০। পুণ্যগীতি, ৭১। কণন, ৭২। বধূবরণ, ৭৩। পরিতাপ, ৭৪। সন্ধান, ৭৫। মধু ও হুল, ৭৬। নাড়ীপ্রকাশম্ ও নাড়ীবিজ্ঞানম্, ৭৭। নাড়ীজ্ঞানপ্রদীপিকা, ৭৮। বৈদ্য পুরাবৃত্ত, ৭৯। নাড়ীবিজ্ঞানম্ তথা নাড়ীপ্রকাশ, ৮০। বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা, ৮১। যাত্রিকের গান (২য় খণ্ড), ৮২। শ্রীষ্ট মণ্ডলীর সংগ্রাম, ৮৩। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, ৮৪। ইঙ্গিত, ৮৫। উজ্জ্বল ভারত, ৮৬। সাধনা, ৮৭। চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু, ৮৮। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ৮৯। সন্ধিবৃত্তিঃ, ৯০। চতুষ্টয়বৃত্তিঃ, ৯১। ক্ষত্রিয় সংহিতা, ৯২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ (৪র্থ অধ্যায়), ৯৩। যুধিষ্ঠিরের সময়, ৯৪। বাঙ্‌লায় হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ, ৯৫। শ্রীকৃষ্ণের

নৌকাবিলাস, ৯৬। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী (২য় খণ্ড), ৯৭। সহজ ফটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্র শিক্ষা, ৯৮। সহজ বাংলা খাসীয়া ব্যাকরণ, ৯৯। চেং ওনি মান্দেরং, ১০০। লম্বকর্ণ (হিন্দী), ১০১। জিনজ্ঞান-প্রকাশ, ১০২। স্বাদ, ১০৩। মহাত্মা, ১০৪। হিন্দী গুলিস্তাঁ, ১০৫। বৃহজ্জিনবাণী-সংগ্রহ, ১০৬। বৃহদ্ ধারণা যন্ত্র, ১০৭। শ্রীবেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যম্ ১০৮। মোসলেম বিক্রম, ১০৯। অবরোধবাসিনী, ১১০। বিশাল ভারত, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১১১। পঞ্চবাণ (৩য়), ১১২। স্বর্গের জ্যোতিঃ, ১১৩। মোসলেম কীর্ত্তি, ১১৪। আফগানিস্থান, ১১৫। সন্নিয়তুল ইস্লাম, ১১৬। ছহি জঙ্গে সোলতান, ১১৭। তামিহল গাফেলীন, ১১৮। কৃষকের দুঃখ ও তাহার প্রতিকার, ১১৯। উচ্ছ্বাস তরঙ্গিণী, ১২০। বেকার রহস্য, ১২১। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, ১২২। বরাবরের মত, ১২৩। সেয়ানা পাগল, ১২৪। রক্তপর্ব্ব, ১২৫। ব্রেসলেট, ১২৬। ছোট্ট খুকুমণি, ১২৭। যার সেটি, ১২৮। বিদ্রোহী বা বেপরোয়া প্রেম, ১২৯। স্বর্ণডিম্ব, ১৩০। প্রেমে শাঠ্য, ১৩১। নিভৃত নিকুঞ্জ নিলয়, ১৩২। নাছোড়বান্দা, ১৩৩। মিস্ কিরণবালা, ১৩৪। মায়াতরু, ১৩৫। হংকং-এর পেয়ালা, ১৩৬। বাঙ্গালার কৃষক ও শিল্পীবধ, ১৩৭। জাতের খবর, ১৩৮। বাঙ্গালা দেশের গাছপালা, ১৩৯। স্মৃতির ব্যথা, ১৪০। দুঃখীর ছেলে, ১৪১। দুঃখীর মেয়ে, ১৪২। কাব্যরেণু, ১৪৩। অঞ্জলি, ১৪৪। কবির লড়াই, ১৪৫। প্রাথমিক যুযুৎসু, ১৪৬। বঙ্গরঙ্গভূমে, ১৪৭। ত্রিস্রোতা, ১৪৮। মরমী, ১৪৯। সন্ধান, ১৫০। মাধবিকা, ১৫১। প্রহেলী ও দীপক, ১৫২। পথে-প্রবাসে, ১৫৩। স্মৃতির দান, ১৫৪। দম্পতি-সংযম, ১৫৫। রামায়ণের প্রকৃত কথা, ১৫৬। মায়ের পত্র, ১৫৭। তত্ত্বকথা, ১৫৮। অমিয়-লহরী, ১৫৯। শ্রীকৃষ্ণ, ১৬০। ঋগ্বেদ (২য় ভাগ), ১৬১। মহাভারতসার (সচিত্র), ১৬২। স্তবকবচমালা, ১৬২। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা, ১৬৪। কল্যাণ-প্রদীপ, ১৬৫। আপনার জন, ১৬৬। পরলোকতত্ত্ব, ১৬৭। ব্রহ্মগীতোপনিষদ্, ১৬৮। নিত্যানন্দ বংশাবলী, ১৬৯। অনুরাগবল্লী, ১৭০। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলাঙ্কুর, ১৭১। জ্ঞানবেদ, ১৭২ হইতে ২৪০ পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রের অসম্পূর্ণ খণ্ড—অরুণ, ছাত্রসখা, মকৃতব, নবআলোক, মুকুল, মুক্তাধারা, ঝরণা, দীপিকা, সৌরভ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী, কান্তি, গল্পগুচ্ছ, গৌড়ব্রহ্মবাণী, মুকুলিকা, দেশবন্ধু, যুবক, প্রণব, আঙ্গিনা, আগতা, পথ, অতিথি, জয়শ্রী, গ্রামের ডাক, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, প্রজাপতি, উৎসব, বিদ্যুৎ, গৃহস্থ-মঙ্গল, কৃষি-সম্পদ, কাজের কথা, বর্ত্তমান জগৎ, পল্লীসেবক, পল্লীমঙ্গল, স্বাস্থ্য-প্রকাশ, স্বাস্থ্য-সমাচার, স্বাস্থ্য, কায়স্থ-পত্রিকা, কায়স্থ সমাজ, বৈদ্যসংরক্ষিণী, বৈদ্য-প্রতিভা, বৈদ্য-হিতৈষিণী, গন্ধবণিক্, বৈশ্য-পত্রিকা, বৈশ্যসাহা-সুহৃদ্, তাম্বুলি-পত্রিকা, তেলিবান্ধব, তেলির গৌরব, সমাজ-শক্তি, তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, যুবক, ধূমকেতু, শ্রীহট্টবার্ত্তা, সাধনা, ২৪১। Khasi Hymn Book, ২৪২। Yoga, ২৪৩। An Economic and Commercial Geography of India, ২৪৪। The Oriental Love, ২৪৫। Indian Air Ways, pts., I. II, III,

২৪৬। Guide to Darjeeling, ২৪৭। Guide to Shillong, ২৪৮। Legends of Bengal, ২৪৯। Poultry as a Business, ২৫০। Prospective Industries, ২৫১। Utilisation of Common Products, ২৫২। Renaissance of Hindusim, ২৫৩। Indian Poultry Culture, ২৫৪। Catalogue of Arabian and Persian Mss. in the Oriental Library, Patna, Vol. XIV, ২৫৫। Thacker's Calcutta Directory, 1931, ২৫৬। The Romance of the Calcutta Sweep, ২৫৭। Journal, Bihar and Orissa Research Society, Vol. XVII, 2 Nos, ২৫৮। East Indian Railway, Suppliment, 1930—31 (11 copies), ২৫৯। Eastern Bengal Railway, Suppliment, 1930—31 (10 copies), ২৬০। School and College Magazines (85 issues)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৯, ১৯এ মার্চ্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্‌দুল গফুর সিদ্দিকী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত 'শ্রীহট্টে মাঘব্রত' নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত" নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ যতই সংগ্রহ হয়, এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ততই ভাষার পক্ষে মঙ্গল। আলোচ্য প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট পরীক্ষার জন্য (ক) শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম এ, (খ) শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম এ, (গ) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয় ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত এম্ মনোয়ার, ২১৪ লোয়ার সার্কুলার রোড, ওয়াজেদ ম্যানশন; ২। শ্রীযুক্ত চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, কাঁটালপাড়া, নৈহাটী; ৩। শ্রীযুক্ত বেনারসীদাস চতুর্ব্বেদী, ১২০।১ আপার সার্কুলার রোড।

খ – পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ—১। প্রেমের জয় (২ খানি)। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। পূর্ণিমা, ১২৬৫ সাল, মাঘী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; ২। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, বৈশাখী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৩। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। Secretary, Publicity Board, Bengal—১। আইন অমান্য ও বিশৃঙ্খলা, ২। Sir N. N. Sarkar on Safeguards. Manager, Government of India, Central Publication Branch—১। Epigraphia Indica, Vol. XX, Pt. VII, 1930, July। The Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Suppliment to the Report on Public Instruction in Bengal.

নবম মাসিক অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক প্রকাশ—(ক) ইন্দুভূষণ সেন এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, (খ) আব্দার রহিম এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম্ এস্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ এবং ৬ বিবিধ।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও ইংরাজি এবং বাঙ্গালা পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—(ক) ইন্দুভূষণ সেন এম এ, বি এল ব্যারিষ্টার, (খ) আব্দার রহিম, এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম এস্।

সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কতকগুলি সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন এবং আলোচনার উপযোগী অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসা বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। তবে শ্রীখণ্ড বহু পদ-কর্ত্তার জন্মস্থান, এই জন্য উহা আমাদের অন্যতম তীর্থস্থান।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী　　　　　　শ্রীঅমরনাথ দাস
সহকারী সম্পাদক।　　　　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা ; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্-সি, ৬৮।১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ; ৩। শ্রীযুক্ত সনাতন নাগ বি এ, সুখচর, পঞ্চাননতলা, ২৪ পঃ ; ৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট ; ৫। শ্রীযুক্ত জগমোহন বসু, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার ; ৬। শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল, দমদম্ ; ৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন।

খ—প্রাচীন পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুথি এবং পুস্তক

প্রাচীন পুথি

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। জন্মাষ্টমী ব্রতকথা, ২। শুকদেব-চরিত্র, ৩। রিপু চরিত্র, ৪। জৈমিনি ভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব), ৫। মহীরাবণের পালা, ৬। মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব্ব, ভীষ্ম পর্ব্ব, গদা পর্ব্ব, শান্তি পর্ব্ব), ৭। নরমেধ যজ্ঞ, ৮। বাগ্‌দিনীর পালা ; শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—১। অশৌচ-ব্যবস্থানির্ণয় ; জনৈক হিতৈষী—১। কামরত্ন, ২। মহাভারত (আদি পর্ব্ব), ৩। তন্ত্রসার ; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। মেদিনী কোষ, ২। স্মৃতিসার।

পুস্তক

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। আত্মজীবন-স্মৃতি, ১ম ভাগ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১। মহাপ্রস্থান (নাটক)। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়—১। মণিদীপা ; ডাঃ শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বাঙ্গালী ভীরু কেন? ও সাহসী ও সমরপ্রিয় হইবার উপায়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। A Day with the Poet Wordsworth. The Director of Industries, Bengal—১। Printing on Fabrics, ২। Soap-Making.

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, নিজ আর্থিক অবস্থা ভুলিয়া একনিষ্ঠভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সকল বিভাগের উন্নতির ও প্রসারের চিন্তা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সমগ্র জীবনটাই তিনি পরিষদের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এক পরিষৎ ছাড়া অন্য কোথাও সজাগ দেখি নাই।—হাইকোর্ট-এ তিনি চাকরী করিতেন নামে মাত্র; আহারের বিষয়ে, শরীর রক্ষার বিষয়ে এবং সংসার সম্পর্কে তিনি যতদূর সম্ভব কর্ত্তব্যবুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। একমাত্র পরিষদের কার্য্যেই তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়াছি। তিনি সাদাসিদে ভাবে চলিতেন, চরিত্র তাঁহার নির্ম্মল ছিল। পরিষদের এই মন্দির তিনি ও স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় না থাকিলে নির্ম্মিত হইত কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ত্রিবেদী মহাশয় ও ব্যোমকেশদাদাকে বাদ দিয়া পরিষদের কথা আমাদের মনেই আসে না—তাঁহারা এতখানি পরিষদের আপনার ছিলেন। পরিষদের সেবায় তাঁহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। চট্টগ্রাম সম্মিলনের সময় তাঁহার জামাতা কঠিন পৃষ্ঠাঘাত রোগে কাতর, তিনি চট্টগ্রামে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় সম্মিলনের সময় তাঁহার এক কন্যার মৃত্যু হয়, তথাপি তিনি পূর্ণ উদ্যমে সম্মিলনে মাতিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, মুস্তফী মহাশয় আমার নিকট আত্মীয় ছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে চিরদিন কাটাইয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক ও কর্ম্মময় জীবনের সকল ঘটনাগুলিই আমি জানি। সকল কাজের ভিতর পরিষদের কাজ ও চিন্তা তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বদাই আলোড়িত করিত। পরিষদ্ মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাঁহার ভাবনা হইল, কি কি দিয়া এই মন্দির সাজাইবেন। তাহার ফলে বঙ্কিম, মধুসূদন অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কয়েক জনের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল এবং আসবাব-পত্রও কিছু কিছু হইল। ক্রমে ক্রমে সকলই হইল। তাঁহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হউক। আজ আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৯, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিন। বঙ্গদেশের মাতৃভাষার সেবকগণের আজ দলে দলে তাঁহার স্মৃতি-পূজার জন্য সমবেত হওয়া উচিত। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তগণের মধ্যে তরুণগণের উপস্থিতি দেখিয়া আশার সঞ্চার হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে সকল দিক্ দিয়াই সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে—তিনি বর্ত্তমান সাহিত্যের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা রবীন্দ্রনাথও বলেন। তিনি ভাষার আধুনিক রূপ সজ্জাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলে শুধু কলা সৃষ্টি নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্য দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ করা। তাঁহার অমর জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে স্বদেশ-জননীর প্রতি মস্তক অবনত করিতে শিক্ষা দেয়।

ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বলিলেন, ভাষা-জননীর সন্তানত্রয়—কবি মধুসূদন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার চিরপ্রিয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সুললিত কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী হইতে 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী" এই গানটি গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রই তাঁহার প্রতিভায় আজ সমুজ্জ্বল। শাসন-তন্ত্রের সংস্কারের যুগে তাঁহার ন্যায় একজন তীক্ষ্ণধী রাজনৈতিকের অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। রাজকর্ম্মচারী হইয়াও তিনি দেশবাসীর মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া তুলিতে—দেশবাসীকে প্রকৃত কল্যাণের পথের সন্ধান দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দেশ যদি তাঁহার অমর বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহা হইতে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক রচনা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মত অন্তর্দ্দর্শী সূক্ষ্ম সমালোচকও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবে দেশ ধন্য হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার [illegible] প্রবর্ত্তক। তাঁহার পূর্ব্বে দীনা বঙ্গভাষা তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইত। বঙ্কিম তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছেন, তাহার

পর কাহারও মাতৃভাষার প্রতি সে অবজ্ঞার ভাব আর নাই। সে কালে—তাঁহার পূর্ব্বে এবং তাঁহার সময়েও—ইংরেজি শিক্ষিত যুবকগণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কিরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তাঁহার "লোক-রহস্য" হইতে 'স্বামী-স্ত্রীর' কথোপকথন পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব মনীষার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ইংরেজি ভাবের ও ভাষার প্রেরণার দ্বারা আমাদের ভাষা-জননীকে অতুল ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়াছেন। তিনি আমাদের আধুনিক যুগের বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৯, ৯ই এপ্রেল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "আচার্য্য লক্ষ্মীধর" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "আচার্য্য লক্ষ্মীধর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের কল্যাণে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থ ও লেখকের নাম জানিতে পারা যাইতেছে। প্রবন্ধ-লেখক সেই সকল গ্রন্থ ও লেখক-গণের পরিচয় প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন। এ বিষয়ে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্ব খুব বেশী। তিনি ক্রমান্বয়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তান্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪৩ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ; ২। শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র, ২ ডি গুপ্ত লেন, কাশীপুর ; ৩। শ্রীযুক্ত ধন্যকুমার জৈন, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড ; ৪। শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী বর্ম্মণ, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড ; ৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি-৪১বি, রাসবিহারী এভিনিউ ; ৬। রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বি এ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ; ৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর; ৮। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা; ৯। শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা ; ১০। কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র, ১ ঝামাপুকুর লেন ; ১১। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার লাহিড়ী এম এ, ৩৪ আমহার্ষ্ট রো ; ১২। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণলাল পাইন, থানাকুল, হুগলী ; ১৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল মিত্র, ২৭ ষষ্ঠীতলা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বি এল, গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ; ১৪। শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মদনপুর, ওণ্ডাল পোঃ ; ১৬। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, ১২১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ১৭। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব্ব ন-পাড়া, মাকড়দহ পোঃ, হাওড়া।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

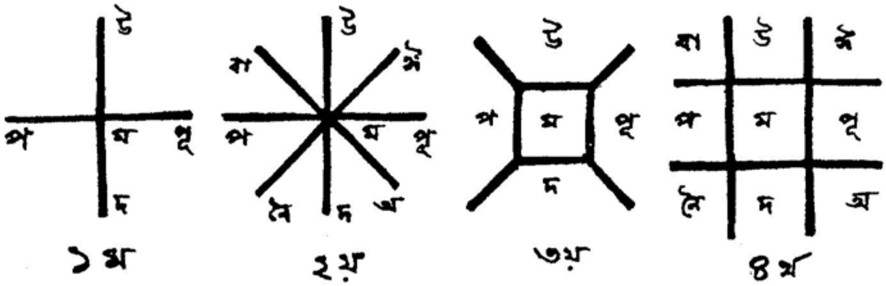
শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। সদেগাপ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৭-৩৮; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। পাগলের কথা ; শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইয়াসিন—১। বসরাই গুল ; শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়—১। হিসাবী ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার—১। প্রেমের জয় ; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Ajnana (Theory of Ignorance)

বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ

আমরা এত কাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি, বর্দ্ধমান-ভুক্তি, দণ্ড-ভুক্তি নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। গত বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অসাধারণ প্রযত্ন-প্রসূত নিপুণ গবেষণার ফল পড়িয়া ভুক্তির সীমা ও জমি সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারিতেছি। পুরাবৃত্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুদুর্লভ। তাম্রশাসন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিন্তু খণ্ড। সে প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণ যোগ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপকরণের উপর টিপ্পনী করিতেছি। অর্থাপত্তি, উপমান, উপলব্ধি, ঐতিহ্য পরিত্যাগ করিয়া পুরাবৃত্ত নির্মাণ অসম্ভব। আমি "বোধ" করিতে যাইতেছি, ঐতিহাসিক "শোধ" করিবেন।

১। দিক্ দেশ

আমরা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্দ্বারা বলি, অমুক গ্রাম আমাদের পূর্ব দিকে। কিন্তু এই নির্দেশ অতিশয় স্থূল। কারণ, যত ঠাঞি, তত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্। (১ম চিত্র)। এক আঙ্গুল ঠাঞি-নাড়া হইলে দিক্ও নড়িয়া যায়। আমার পূর্ব আমার সম্মুখস্থিত, তোমার পূর্ব নয়। গ্রামটিও বিন্দু নয়। যদি বিন্দু-প্রমাণ হয়, তাহা হইলেও চারি দিকের চারি রেখায় কয়খানি গ্রাম পাইব? অর্থাৎ আমার ঠাঞি কোথায়, পূর্বদিক্ নামে উত্তরের ও দক্ষিণের কতখানি ধরা যাইবে? যদি আট দিক্ ধরি, তাহা হইলেও সেই তর্ক। (২য় চিত্র)। অতএব একটা ঠাঞি চাই, যেটা সকলেরই ঠাঞি।



২য় চিত্রে ম সে ঠাঞি। এখন ঈ-ম-অ পূর্ব দিক্। রেখাগণিতে বিন্দু ও রেখা কল্পিত পদার্থ। কল্পনা দ্বারা লোক-ব্যবহার চলে না। ঠাঞি একটা বিন্দু ধরা চলে না, একটা সমচতুর্ভুজ কিম্বা আয়ত দেশ ধরিতে হইবে। তখন ৩য় চিত্রে মধ্যদেশের পূর্বে যত গ্রাম থাকিবে, সব পূর্বে বলিতে পারিব। ইহাতেও একটা দোষ থাকিতেছে। মধ্যদেশের যত পূর্বে যাইব, গ্রামও তত বাড়িতে থাকিবে। সকল দোষ পরিহারের এক উপায় ৪র্থ

চিত্রে দর্শিত হইল। এখন সমগ্র দেশটি নব খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যে যে গ্রাম পূর্বদিকে বলিতেছি, সে সে গ্রাম সত্য সত্য মধ্যদেশের পূর্বে বটে।

আর্যেরা এশিয়ার মধ্যভাগে মেরু-পর্বতের উত্তরে ও পশ্চিমে বাস করিতেন। সকলে ভারতবর্ষে আসেন নাই। যাঁহারা ভারত-নিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা পিতৃভূমির সম্বন্ধ বহুকাল যাবৎ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পিতৃভূমির মধ্যদেশকে বৃত্ত কল্পনা করিয়া, উচ্চ মেরুকে পদ্মের কর্ণিকার এবং চারি মহাদেশকে পদ্মের চারি দলের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রথমে সে মেরুদেশে দেখিয়াছিলেন। এই হেতু ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও পদ্মযোনি। কেহ কেহ দেখিলেন, মেরু হইতে চারি দিকে নদী প্রবাহিত। অতএব মেদিনীর উপমান কূর্ম। ভারতবর্ষ কূর্ম নয়। ইহার মধ্যদেশও কূর্ম নয়।

পৌরাণিকেরা ভারতবর্ষকে ৩য় চিত্রের ন্যায় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, কোন্ খণ্ডে কোন্ দেশ, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ভারতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বায়ু, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে নব খণ্ডের নাম এই,—মধ্যদেশ ভারতবর্ষ, তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ। অর্থাৎ পূবদিকে ইন্দ্রদ্বীপ, অগ্নিকোণে কসেরু, দক্ষিণে তাম্রপর্ণ, নৈঋতে গভস্তিমান্, পশ্চিমে নাগদ্বীপ, বায়ুদিকে সৌম্য, উত্তরে গন্ধর্ব, ঈশান দিকে বারুণ। পৌরাণিকেরা মনে করিতেন, এই আটটি দেশ সমুদ্রান্তরিত দ্বীপ। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বৃহৎ জলরাশির নাম সমুদ্র, যাহার এক কূল হইতে অন্য কূল দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং তদ্দারা পৃথক্কৃত উচ্চভূমি দ্বীপ। ইন্দ্রদ্বীপ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদেশ।

জ্যোতিষীরা ভারতবর্ষকে কূর্ম কল্পনা করিয়া নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরাহের 'বৃহৎসংহিতা'য় কূর্মচক্র বর্ণিত আছে। প্রথম খণ্ড অবশ্য মধ্যদেশ। তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে দেশের নাম লিখিত হইয়াছে। বরাহ ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ-শতকে উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কূর্মচক্র তাঁহার উদ্ভাবিত নয়। জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, কূর্মবিভাগের নব খণ্ডে সাতাইশ নক্ষত্র আধিপত্য করে। অতএব প্রতি খণ্ডে তিন নক্ষত্র। মধ্য খণ্ড হইতে গণনা আরম্ভ, আর কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ। অতএব যখন কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র গণ্য হইত, তখনকার বিভাগ। কৃত্তিকাদি-গণনা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশতি হইতে চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। অতএব ভারতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভাগ এত পুরাতন, চতুর্দশ অব্দ-শতকের পূর্বের, তাহা নির্বিবাদে বলিতে পারা যায়। আরও বুঝিতেছি, সে কালে ইন্দ্রদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ (সিংহল) জানা ছিল। বরাহ মধ্যদেশস্থ নানা দেশের নাম করিয়াছেন। অধিকাংশ নাম এখন অজ্ঞাত। এখানে জানিবারও প্রয়োজন নাই।

মধ্যদেশ-বাসী স্বদেশকে মধ্যদেশ বলিতেন। মনুস্মৃতিতে মধ্যদেশের সীমা এই,—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে সরস্বতী নদী। মধ্যদেশ বৃহৎ দেশ। মনুর আর্যাবর্ত আরও বৃহৎ। ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র। অর্থাৎ বর্তমানে যাহাকে উত্তরাপথ বা উত্তর-ভারত বলি। উত্তরবঙ্গও ইহার অন্তর্গত ছিল।

২। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশে আর্যপ্রবেশ

বায়ুপুরাণে (৯০ অঃ) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, এই পাঁচ দেশ সম্বন্ধে এক উপাখ্যান আছে। মৎস্যপুরাণে (৪৮ অঃ) সে উপাখ্যান অবিকল আছে, এবং অন্য দুই তিন পুরাণে সংক্ষেপে আছে। চন্দ্রবংশে যযাতি নামে বিশ্ব-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে অনু নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার বংশে তিতিক্ষু জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্বদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিতিক্ষুর প্রপৌত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। ইনি ধার্মিক ও মহাযোগী ছিলেন। ইঁহার যজ্ঞের ও দানের প্রশংসা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কীর্তিত আছে। ইনি অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইঁহার ঔরস পুত্র ছিল না। একদা ঋষি দীর্ঘতমা দৈব দুর্বিপাকে গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বলির রাজধানীতে উপস্থিত হন। বলি তাঁহার দ্বারা পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করেন, এবং পঞ্চ পুত্রকে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, এই পাঁচ দেশের রাজা করেন। বলি অসুরদেশের রাজা ছিলেন এবং তিনি স্বরাজ্যে ধর্মস্থাপনা করেন।* তাঁহার দেশে আসুরী ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি রাজা ছিলেন—এই হেতু ক্ষত্রিয়, কিন্তু আর্যজাতীয় ছিলেন না। এই হেতু তাঁহার পঞ্চ পুত্র বালেয় ক্ষত্রিয় গণ্য হইতেন। মহাভারতেও (আদি ১০৪) বলিরাজার ইতিহাস আছে।

---

* পুরাকালের যাবতীয় প্রসিদ্ধ লোকের দ্বিবিধ চরিত ছিল। এক চরিত মর্ত্যলোকে, অপর চরিত দিব্যলোকে, তারকালোকে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণচরিত। কৃষ্ণের 'ব্রজলীলা' সমস্ত আকাশে। যযাতির পিতা নহুষ, যযাতি, চেদিরাজ বসু, বৃহস্পতি, রাম, রাবণ, ভগীরথের গঙ্গা, দেবাসুরের সংগ্রাম প্রভৃতি অসংখ্য উপাখ্যানে দুই চরিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, আমরা এ কালের লোকে বুঝিতে পারি না। কোন্‌টি প্রথমে, কোন্‌টি পরে, সকল উপাখ্যানে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। বলিচরিতে এইরূপ। আকাশে বিরোচন-পুত্র বলি। তিনিই মনুষ্যলোকে তিতিক্ষুর বংশধর বলি হইয়াছিলেন। দক্ষিণভারতে বলিপুরম্‌ আছে, কিন্তু অঙ্গদেশ নাই। দিব্যলোকের বলিকে বামনাবতার বিষ্ণু পাতালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বামনাবতার, বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। নৃসিংহাবতার দ্বিতীয়। "এতাস্তিস্রঃ স্মৃতাস্তস্য দিব্যাঃ সম্ভূতয়ো দ্বিজাঃ" (মৎস্য। ৪৭।২৪১)। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বহু পুরাতন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চ ও চতুঃ-সহস্র বর্ষের কথা। পিনাকী রুদ্রের মহিমাও সে সময়ের। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যাস্তের পর পূর্ব আকাশে যে কালপুরুষ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নৃসিংহ, বামন ও পিনাকী। ত্রিবিক্রমের যত প্রকার ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে, একটীও ঠিক নয়। প্রকৃত ব্যাখ্যা, পাঁজিতে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে ব্যক্ত আছে। এই নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবে বিষ্ণুরূপ আদিত্য থাকিতেন। তাঁহার দুই 'পদ' দুই অয়নে, এবং তৃতীয় 'পদ' মধ্যপদ—যে পদ কালপুরুষ নক্ষত্রে ছিল, সে পদ দীর্ঘ হইয়া অধোদিকে শারদ বিষুবে ঠেকিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্যাস্তের পর আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে অভিজিৎ নক্ষত্রের পশ্চিমে ও কিছু দক্ষিণে বলি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজী তারা-চিত্রপটে ইহার নাম Hercules। লোকে অঙ্গরাজ বলিকে আকাশের বলির অংশাবতার মনে করিত। ইঁহারও রাজ্য অসুরদেশে, অনার্যদেশে, এবং কুরু পাঞ্চাল দেশ অপেক্ষা নিম্ন দেশে, পাতালে ছিল। ইনিও ধার্মিক, এবং বোধ হয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিয়াছিলেন। ভাগীরথীর দিব্যচরিত আকাশে। ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" দ্রষ্টব্য)। মর্ত্য চরিতে হিমালয়রূপ স্বর্গ হইতে সমুদ্রে. পাতালে। ভগীরথের জন্ম, পুরাকালের ভাগীরথীর ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হইয়াছিল। উপমা হইতে তাঁহার বিচিত্র জন্মকাহিনী রচিত হইয়াছিল। গঙ্গার দুই শাখার সঙ্গমস্থলের নিকটে কপিল মুনির আশ্রম ও পুণ্ড্র দেশ ছিল (মৎস্য। ৪৬।২১)। কপিল মুনি রাজমহল পাহাড়ের তলদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি রাজমহলের আগ্নেয়গিরির অগ্নি। *মুসলমান ঐতিহাসিক রাজমহলকে "আগ (অগ্নি) মহল" বলিতেন। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড সে অগ্নির কিঞ্চিৎ প্রকাশ।* **দীর্ঘতমা ঋষির পৌরাণিক চরিত আরও বিস্ময়কর। ঋগ্‌বেদের এই ঋষির খেদোক্তির সহিত মিলাইলে** ***কি হইতে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে অনেক কথা, এখানে নিষ্প্রয়োজন।***

বলি রাজার বংশলতা দেখিলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ উনবিংশ শতক পাই। বলির অধস্তন অষ্টম বংশধর রামায়ণের লোমপাদ, অষ্টাদশ বংশধর মহাভারতের কর্ণ। খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পঞ্চদশ শতকে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপূর্বে সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব উনবিংশ শতাব্দে অঙ্গাদি পঞ্চদেশ মধ্যদেশ-বাসী আর্যদিগের মিশ্রবংশের অধিকারে আসিয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সগর চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। এই বংশের শ্রুতায়ু ভারতযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। সগর তাঁহার উর্দ্ধতন ষট্‌ত্রিংশ পুরুষ (মৎস্য ১২)। পৌরাণিকেরা প্রসিদ্ধ রাজাদিগের নাম স্মরণ করিতেন। তথাপি দেখা যাইতেছে, খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দে সগর রাজার অশ্বমেধযজ্ঞাশ্ব অঙ্গদেশে আসিয়াছিল। তাঁহার প্রপ্রপৌত্র ভগীরথ গঙ্গার পূর্বগামী শাখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণগামী শাখার কিয়দ্দূরে আসিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুই শাখার বিভাগ-স্থলে গঙ্গা সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। গঙ্গার স্রোতে জহ্নুমুনির যজ্ঞশালা ভাসিয়া গেলে তিনি ক্রোধে গঙ্গাকে উদরস্থ করিয়াছিলেন। মালদহ তাহার সাক্ষী। যেটা দহ ছিল, সেটা মালভূমি, উন্নত ভূমি হইয়াছিল। মালদহের উৎপত্তি গঙ্গার মুখের চড়ায়। গঙ্গা স্বাভাবিক কারণে মালদহের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে।

৩। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশের নৈসর্গিক সীমা

ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও পর্বত, কোথাও বিস্তীর্ণ নদী, কোথাও মরু, কোথাও কচ্ছ, কোথাও নিবিড় অরণ্য, কোথাও সাগর। মানুষ এই সকল নৈসর্গিক অবচ্ছেদক দ্বারা এক এক দেশ গণনা করে। প্রাচীন আর্যেরা ভারতবর্ষে জেতা হইয়া আসিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা বুঝিতেন না, নিজেরা এক এক দেশের লক্ষণ দেখিয়া সে সে দেশের নাম রাখিয়াছিলেন। যদি কোন দেশের নাম শুনিয়াছিলেন, রাজ্যকে পরাক্রান্ত দেখিয়াছিলেন, সে দেশের পুরাতন নাম সংস্কৃত রূপ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন দেশে পরাক্রান্ত জাতি নিবাসী হইলে, সে জাতি পরিত্যক্ত স্বদেশের পরিচিত নাম নূতন দেশে প্রয়োগ করে। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। কোথায় মেরুদেশের ইলা, আর কোথায় পঞ্জাবে ইরাবতী, বর্মাদেশে ইরাবতী। মেরু পর্বতের (তিয়ান সাং) উত্তরে কুরু, সেই নামে পঞ্জাবেও কুরু। এখানে আসিয়া প্রাচীন কুরুকে উত্তরকুরু বলিতে হইয়াছিল। উত্তর কোশল, দক্ষিণ কোশল, উত্তর মথুরা, দক্ষিণ মথুরা (মদুরা), উত্তর প্রয়াগ, দক্ষিণ প্রয়াগ (ত্রিবেণী), উত্তর যমুনা, দক্ষিণ যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ইত্যাদি অসংখ্য সমনাম আছে।

অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম নূতন, উত্তরাপথে নাই। অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি নাম দ্বারা জনপদ ও জনপদবাসী, দুই-ই বুঝায়। পাণিনির মহাভাষ্যে আঙ্গঃ বাঙ্গঃ একবচন, অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ বহুবচন। আর্যেরা কি অঙ্গ বঙ্গ নাম রাখিয়াছিলেন, না তদ্দেশবাসী জাতির নাম অঙ্গ বঙ্গ ছিল? দেখা যায়, অধিবাসী জাতির নামে দেশের নাম হয়, দ্রাবিড়, ওড্র, মদ্র, কুরু, আর্যাবর্ত প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। কিন্তু দেশের নামেও অধিবাসীর নাম হয়। মিথিলা, বিরাট, মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, গন্ধারাড়ি ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ আছে। অঙ্গ নাম

স্পষ্ট সংস্কৃত। ইহা এককালে এক বৃহৎ দেশের অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইত। আর্যেরা নূতন দেশ দেখিলেন, অনার্যজাতির দেশ দেখিলেন। সে দেশে বাস করিতে আসিলেন, নিজেদের মনোমত নাম রাখিলেন, ইহাই স্বাভাবিক। অং বং নামে জাতি ছিল, সে সে জাতির নাম সংস্কৃত করিয়া অঙ্গ বঙ্গ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাই না। ভাষাবিদের বিতর্ক প্রমাণ নয়। অন্য পক্ষে এই এই দেশের এমন লক্ষণ পাইতেছি, যেহেতু সে সে দেশের সে সে নাম হইয়াছিল। এরূপ লক্ষণ না পাইলে অং বং জাতির বাস-ভূমি কল্পনা করা যাইত।

জেতা আর্যেরা অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম রাখিয়াছিলেন। এই সকল দেশে মানুষের বাস ছিল। বোধ হয়, বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ মানুষের বাস ছিল। এই কারণে অসুর বলা হইত। দীর্ঘতমা ঋষি অঙ্গদেশে গৌতমদিগের জনক হইয়াছিলেন। গৌতমেরা কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন (পুরাণ)। এই দেশের নৈসর্গিক দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্ব্বসীমা কৌশিকী (কুশী) নদী। এই নদীর পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্র। পুণ্ড্রদেশের উত্তরসীমা হিমালয়ের দক্ষিণস্থ অরণ্য, দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র। পূর্বদিকে করতোয়া নদী আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মতন বিস্তীর্ণ নয়। পুণ্ড্রদেশ ইক্ষুর জন্য বিখ্যাত ছিল। সে ইক্ষুজাতের নাম পুণ্ড্র, অদ্যাপি দেশীয় ইক্ষুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমানের পুঁড়ি আখ, পুণ্ড্রের বংশ। ব্রাহ্মণেরা ললাটে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র করিয়া পুণ্ড্রদেশের ইক্ষুর চিত্র করিতেছেন। গৌড়, গুড়ের দেশ। বঙ্গ দেশ, পুণ্ড্রের দক্ষিণে। ইহার পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, উত্তরসীমা গঙ্গা (ভগীরথের পদ্মা), পূর্বসীমা পদ্মা, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর। গঙ্গা বক্র হইয়া বঙ্গ, বঙ্গ দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সুহ্ম দেশের পূর্বসীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর, পশ্চিম সীমা অরণ্য (বর্ত্তমান মানভূম জেলা ও তাহার দক্ষিণের অরণ্য)। শুভ্ ধাতু হইতে শুন্ভ, সুন্ভ, শুভতি, শুম্ভতি, শোভা। সুহ্ম নাম মহাভারতে আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম রাঢ়া, বাস্তবিক রা-ঢা, রাধা, পরে বলিতেছি। কলিঙ্গ দেশ বহু বিস্তীর্ণ ছিল। উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত, দক্ষিণে অরণ্য ও সাগর, পূর্বে অরণ্য ও সুহ্ম, দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত। কলিঙ্গ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়। (তুং কালিঙ্গ কালিন্দ, তরমুজ)।

৪। পুরাণে বর্ণনা

এখন প্রাচীন বর্ণনার সহিত উল্লিখিত অনুমান মিলাইয়া দেখি। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত অর্জ্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (দীল্লি) মধ্যদেশ, বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ উত্তর দিক্। অর্জ্জুন বায়ুকোণে গিয়া "শকলদ্বীপ জয় করিয়া, প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করেন। রাজা কিরাত, চীন ও সাগর উপকূলবাসীদিগের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।" রামায়ণেও (কিষ্।৪২ অঃ) প্রাগ্জ্যোতিষ পশ্চিমে। মৎস্য-পুরাণে (৩৬০ অঃ) আছে, এখানে দুষ্টাত্মা নরক দানবের স্বর্বর্ণময় প্রাগ্জ্যোতিষপুর। ভগদত্ত যবনাধিপতি ও নরকবংশীয় ছিলেন (সভা ১২)। মহাভারতে (অশ্বমেধ পর্বে)

শাকল দেশের নিকটে 'উত্তরজ্যোতিষ'। শকলদ্বীপ, শকদ্বীপ, * "আরাল" সাগর (ক্ষীরোদ) হইতে "পামীর" (জম্বু) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। কালক্রমে শকেরা দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছিল। জম্বুর নদে সোনা পাওয়া যাইত, এই হেতু জাম্বুনদ, সোনার নাম হইয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষ স্বর্ণময়। শক-ল=শকল, শকভূমি। (তু° মদ্র-ল, বঙ্গ-ল)। শকদ্বীপে জ্যোতিষ চর্চা হইত, এবং সে দেশের মগ ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ জ্ঞানের জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণে নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। ঐটি পার্বত্য দেশ, বরাহ পর্বত নিকটে ছিল। পরে সে নগর দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরজ্যোতিষ নাম পাইয়াছিল। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা এ দেশে গ্রহাচার্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দে লগধ নামে এক জ্যোতিষী বৈদিক পঞ্জিকা গণনার সূত্র প্রণয়ন করেন। তাহার অক্ষাংশ ৩৬°। পুরাণে ও কৌটিল্যে এই দেশের পরম দিবা ও রাত্রিমান গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে মনে হয়, পেশাবারের উত্তরে কুণার ও স্বত্ (প্রাচীন সরস্বতী) নদীর মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল। পরে নাম রৌহিতক বা লোহিতক। চীনাংশু এই পথ দিয়া ভারতে আসিত। চীনাংশু তুত্ পোকার। সে দেশে বৃহৎ তূদ্ (তূত্) গাছ আছে। গরদ্ (ওড়িয়া ক্ষীরোদরী) নাম ক্ষীরোদ নামের অপভ্রংশ। বহু কাল পরে, শকাধিকারের পরে বর্তমান কামরূপের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইয়াছিল।† বোধ হয়, গ্রহাচার্য্য শক ব্রাহ্মণেরা এই নাম লইয়া গিয়াছিল। রামায়ণে আসাম কোষকারক কীটের দেশ। কৌটিল্যে এই দেশ স্বর্ণকুড্যক এবং এই দেশ পত্রোর্ণ (মুগা) জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। বঙ্গের পূর্বদিকে মণিপুর মহাভারতোক্ত নয়। উরগ (নাগ) দেশের উলূপী কন্যা নাগা পাহাড়ের নয়। অর্জুন শকদ্বীপ পার হইয়া উত্তরকুরু পর্যন্ত গিয়া কাশ্মীরপথে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

ভীম পূর্বদিকে নানা রাজ্য জয় করিয়া "বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন। বিদেহ রাজ্যের নিকটে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাত বাস করিত। তাহাদিগকে বশে আনিয়া, স্বপক্ষীয় সুস্ত ও প্রসুস্তদিগকে লইয়া, মগধ—গিরিব্রজে জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা করিয়া, কর্ণকে ও পর্বতবাসীদিগকে পরাজিত করিলেন। সেখান হইতে মোদাগিরি, তৎপরে মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছবাসী রাজা মনৌজা, বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে

---

* ১৩৩৮ সালের বৈশাখের "প্রবাসীতে" 'পুরাণে দেশ" দ্রষ্টব্য।

† প্রথম নাম জ্যোতিষপুর, পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, পরে উত্তর জ্যোতিষপুর। কেহ কেহ বর্ত্তমান সিয়ালকোট নগরের প্রাচীন নাম শকল অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সিয়ালকোট প্রাচীন আদি শকল হইতে পারে না। সিয়ালকোটে দ্বীপের লক্ষণ নাই। শকল দ্বীপে জ্যোতিষ চর্চার ইতিহাসও নাই। হরিবংশে আছে, শ্রীকৃষ্ণ লোহিতগঙ্গের মধ্যে আট লক্ষ দানব বধ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা নরককে আক্রমণ করিয়াছিলেন। লোহিতগঙ্গ, লোহিতকসর হইতে পারে। এখানে লোহিত নাম দ্বারা ব্রহ্মপুত্র নদ বুঝিলে প্রাগজ্যোতিষ অবশ্য কামরূপ হয়। কিন্তু বায়ুপুরাণে (৪৪ অং) কেতুমাল বর্ষে ব্রাহ্মী নামক নদী আছে। উক্ত পুরাণে (৪৯ অং) শকদ্বীপের সপ্তনদীর সাধারণ নাম গঙ্গা। কামরূপ দিয়া কুরুদেশ যাইবার পথও নাই। কালিকাপুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন নয়। পুরাণখানি কামরূপে প্রণীত বোধ হয়। এই পুরাণের পূর্বে আসামে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম প্রবেশ করিয়াছিল।

জয় করিলেন। অনন্তর মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। এবং সাগর-কূলবাসী ম্লেচ্ছগণের নিকট কর সংগ্রহ করিলেন।"

ভীম ঈশান কোণে যাত্রা করিয়া দেশ জয় করিতে করিতে হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ জলোদ্ভব দেশ হইতে দক্ষিণে বিদেহ রাজ্যে আসিয়াছিলেন। এই দেশের নৈসর্গিক সীমা উত্তরে হিমালয়, পূর্বে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা ও পশ্চিমে গণ্ডকী। এক্ষণে ইহা দ্বারভাঙ্গা জেলা। বিদেহ বৈশ্যপ্রধান রাজ্য ছিল, এবং বৈদেহক অর্থে বণিক্ বুঝাইত। ভারত-যুদ্ধের পরেও ভারতীরা উত্তরে পশ্চিমে গমনাগমন করিতেন। সে সে দেশের লোকেরাও ভারতে আসিত। বিদেহ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করিত, ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। আমার বিশ্বাস, শাক্যসিংহ উৎপত্তিতে শকজাতীয়। আর্যেরা ও শকেরা আকারে প্রকারে সমান ছিলেন। দেশভেদ হেতু নাম-ভেদ। দিগ্‌বিজয়কালে জগতীপতি নামে জনকবংশীয় রাজা ছিলেন। সুহ্ম দেশের অগ্রে যে দেশ, সে দেশ প্রসুহ্ম। সুহ্ম ভাগীরথীর পশ্চিমের মুর্শিদাবাদ, প্রসুহ্ম ইহার দক্ষিণস্থ দেশ। ইহাঁরা পাণ্ডবপক্ষে ছিলেন। পৌণ্ড্র ও বঙ্গ বিপক্ষে ছিলেন (সভা।১২ অঃ)। বোধ হয়, ভীমসেন স্বপক্ষকে সংবাদ পাঠাইয়া আনিয়া মগধ জয় করেন। মগধ গঙ্গার দক্ষিণে। গিরিব্রজ গিরিসমূহ, মগধে। ইহার উত্তরে ও পূর্বে ভাগলপুর, কর্ণের অঙ্গরাজ্য। মোদাগিরি মুঙ্গেরের গিরি। ইহার উত্তরে ও পূর্বে পূর্ণিয়া জেলা, পুণ্ড্রদেশ আরম্ভ। পুণ্ড্র দেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। কৌশিকী কচ্ছ। কচ্ছ বিস্তীর্ণ জলরাশির অনূপদেশ, জলা। কোশী যেখানে গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেখানে এবং পশ্চিমে এখনও জলা। সোনবর্ষা রাজা এই কৌশিকী কচ্ছে। পুণ্ড্রের দক্ষিণে বঙ্গ। সমুদ্রসেন, সমুদ্রপতি; চন্দ্রসেন, চন্দ্রদেশ-পতি। সমুদ্র, পরে নাম সমতট, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র যোগের পর। চন্দ্র, পরে চন্দ্রপুর, বোধ হয় ত্রিপুরার চান্দপুর। বোধ হয়, বঙ্গের দক্ষিণের দেশটি কর্বট দেশ। দুই শত, কি চারি শত গ্রাম লইয়া কর্বট। অনূপ দেশে গ্রাম অল্প হইয়া থাকে। ভীম এত দক্ষিণে আসিয়া প্রসুহ্ম দিয়া মগধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখান হইতে লৌহিত্য দেশের (কামরূপের) মহারাজার নিকট উপনীত হইলেন। আশ্চর্যের কথা বটে। এই অংশটি পরে যোজিত হইয়া থাকিবে।

এখানে কলিঙ্গের নাম পাইলাম না। সহদেব দক্ষিণ দেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি দ্রবিড়, অন্ধ্র, উড্র, কলিঙ্গ, রমণীয় অটবী পুরী এবং যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়াছিলেন। কবির অকস্মাৎ বিভীষণকে মনে হইল, সহদেব তাহাঁর নিকটে দূত পাঠাইয়া কর সংগ্রহ করিলেন। সহদেবের দিগ্‌বিজয় পড়িলেই মনে হয়, তৎকালে দক্ষিণাপথের পূর্বদিকের দেশ সবিশেষ জানা ছিল না, দূত পাঠাইয়া কার্যসিদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু কলিঙ্গ জানা ছিল, কলিঙ্গ-রাজ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা পরীক্ষিতের কাল হইতে কলিঙ্গদেশের দ্বাত্রিংশৎ রাজা গণিয়াছিলেন (মৎস্য)। পুণ্ড্র বঙ্গ সুহ্মের গণেন নাই। রামায়ণে অঙ্গ পুণ্ড্র কলিঙ্গের নাম আছে, সুহ্ম ও বঙ্গের নাই। আনাগনার পথ ছিল না, জানাশোনাও ছিল না। পরে উড্র ও কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, কলিঙ্গ ইন্দ্রপ্রস্থের অগ্নিকোণের কোথাও ছিল।

সহদেব যবনপুর জয় করিয়াছিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছি, নিজাম রাজ্যে গোদাবরী-নিকটে শকেরা ও যবনেরা বাস করিয়াছিল।*

দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত স্বীকার না করিলে বিভীষণ পাওয়া যাইবে না। সে কালের পর্যটকদিগের দেশ-চিত্রপট ছিল না, তথাপি কবি ঠিক বর্ণনা করিয়াছেন। পরীক্ষিতের পর দুই তিন শত বৎসর মধ্যে মহাভারতের স্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও তৎসঙ্গে দিগ্‌বিজয় মানিলে সেগুলিও তৎকালের মানিতে হয়।

এখন দুই একখানা পুরাণ দেখি। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ পুরাতন, পরীক্ষিতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের রাজ্যকালে প্রথম উক্ত হইয়াছিল। দুয়ের মূল এক ছিল। কিন্তু মৎস্যপুরাণে তীর্থ ও তিথিমাহাত্ম্য ও অন্য কয়েকটি বিষয় পরে যোজিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণ শৈব, মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক বর্ষের প্রথম অমাবস্যা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন (৪৬।১৪)। তখন বিষ্ণুপুরাণের শ্রাবণ-কৃষ্ণাষ্টমী কল্পনা হয় নাই। বায়ুপুরাণ মতে রাবণ, শঙ্কুকর্ণ দশগ্রীব চতুষ্পাদ বিংশতিভুজ দংষ্ট্রী ছিলেন। ইঁহার দেহ অঞ্জননিভ, গ্রীবা পিঙ্গল, মস্তক রক্তবর্ণ ছিল। ইনি পূর্বজন্মে হিরণ্যকশিপু ছিলেন, এবং চারি যুগেই রাজা হইয়া আসিতেছেন। পুরাণের সময় তিনি ত্রয়োদশ রাজা, ইত্যাদি (৭০ অঃ)। এই দুই উদাহরণ হইতে বায়ু ও মৎস্যের প্রাচীনতা অনুমিত হইবে। কয়েকখানি পুরাণে জম্বুদ্বীপ বর্ণন ও ভারতবর্ষ বর্ণন আছে। এই দুয়ের মধ্যে জম্বুদ্বীপ বর্ণন প্রাচীন। এখানে জম্বুদ্বীপ পৃথিবী, নব বর্ষে বিভক্ত। বায়ুপুরাণে (১৪৭ অঃ) ও মৎস্যপুরাণে (২০ অঃ) গঙ্গা নদী অন্যান্য দেশ ব্যতীত "মগধ অঙ্গ ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ তাম্রলিপ্ত, এই সকল আর্যজনপদ পবিত্র করিতেছেন এবং বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হইয়া দক্ষিণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" এখানে ব্রহ্মোত্তর দেশ কৌশিকী দেশ, তাম্রলিপ্ত সুহ্ম। রাজমহল পাহাড়কে বিন্ধ্যাচলের পূর্বসীমা ধরা হইয়াছে। যখন যবন ও হূণেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য দেশে বাস করিত, তখন উৎকল বিন্ধ্যপর্বতের প্রত্যন্তদেশে, এবং কলিঙ্গ দাক্ষিণাত্য দেশে। তখন পূর্বদিকে মগধ, বিদেহ, ব্রহ্মোত্তর, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, তাম্রলিপ্তক। এখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসাম, প্রবঙ্গ ও বঙ্গেয় বঙ্গের দক্ষিণদেশ, মালদ মালদহ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৭ অঃ) বৈতরণী বিন্ধ্যপাদ হইতে প্রসূত। উৎকল এই নদীর দেশ। কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশে। অর্থাৎ পূর্বকালের কলিঙ্গ ছোট নাগপুরের দক্ষিণ দেশ; পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্ব ভাগ উৎকল নাম পায়। উৎকল, উত্তর-কলিঙ্গ। রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয়ে "সুহ্মেরা পুনঃ পুনঃ মাথা নোআইয়া আত্মরক্ষা করিল। রঘু সুহ্ম হইতে বঙ্গে গেলে বঙ্গেরা নৌকার দাঁড় লইয়া দাঁড়াইল, পরে ফল দিয়া রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইল। রঘু গঙ্গার দুই স্রোতের (ভাগীরথী ও গঙ্গা) অন্তর-ভূমিতে (বঙ্গে) জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন এবং সুহ্ম দিয়া কপিশা পার হইয়া

* যবন নাম পাইলেই গ্রীক যবন মনে করা ঠিক নয়। গর্গবংশের সহিত কালযবনদিগের মিত্রতা ছিল। কাল-যবন কালজ্ঞ যবন, "কালডিয়" কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ যবন। লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র তুর্কী জাতিকে গর্গ-যবন-বংশ বলিয়াছেন। যবন নামে এক রাজাও ছিলেন।

উৎকলে গেলেন।" কেহ কেহ কপিশা নদীকে মেদিনীপুরের কংসাই মনে করিয়াছেন।* কিন্তু কংসাই এত দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ নয় যে, দুই দেশের সীমা হইতে পারে। কপিশা সুবর্ণরেখা। কালিদাসকৃত এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, তাঁহার রঘু পাটনা হইতে গয়া-পথে বর্দ্ধমানে আসিয়া ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন। বঙ্গ হইতে সুহ্মে প্রত্যাগত হইয়া পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হইয়া উৎকল পাইয়াছিলেন। উৎকলীয়েরা এই নদীকে সীমা বলেন।

পুরাতন নামের সহিত নূতন নাম যুক্ত হইলে দেশ-নির্ণয়ে বিঘ্ন হয়। বরাহের কূর্মচক্র ইহার বিশেষ উদাহরণ। ইহার প্রাচীনতার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কূর্মের নবখণ্ডান্তর্গত দেশগুলির নাম দেখিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তখনও বিশ্বাস ছিল, ভারতে এক-ঠেঙ্গার, কুলা-কাণী, পুরুষ-খেগোর দেশ ছিল। তিনি ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে উজ্জয়িনীতে ছিলেন। তাঁহার মধ্যদেশের পশ্চিমে মরু, পূর্বে অযোধ্যা, উত্তরে কুরুক্ষেত্র, উপজ্যোতিষ (বর্তমান রোটাক), দক্ষিণে বিন্ধ্য। এই মধ্যদেশের পূর্বে নানা দেশের মধ্যে অঞ্জন (গয়া), মগধ, শিবির গিরি (পুরাণে অন্তর্গিরি, মুঙ্গের), মাল্যবান্ গিরি (পুরাণে বহির্গিরি, রাজমহল), মিথিলা, ব্যাঘ্রমুখ, ভদ্রগৌড়ক (গৌড়), পৌণ্ড্র, লোহিত্য, প্রাগ্জ্যোতিষ, সমতট (ব্রহ্মপুত্র মেঘনার দক্ষিণ ও পূর্ব), চান্দ্রপুর (ত্রিপুরা), কর্বট (বঙ্গের বিরলবসতি দক্ষিণ ভাগ), সুহ্ম, বর্দ্ধমান, তামলিপ্তক, উড্র, উৎকল। অগ্নিকোণে অঙ্গ অন্ধ্র কলিঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ (বঙ্গের দক্ষিণ, পুরাণে বঙ্গেয়)। বরাহ জ্যোতিষী হইয়াও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন; আশ্চর্য, ঈশান কোণে কাশ্মীর মুঞ্জ-পর্বত গন্ধর্ব! তাঁহার পূর্ববর্তী জ্যোতিষী, যাঁহার নিবাস বেলুচিস্থানে ছিল, তিনি স্বদেশের ঈশানকোণে কাশ্মীর দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, বরাহ বিনা বিচারে তাহাই সঙ্কলিয়াছিলেন। তিনি ঈশান কোণে কুচিক (কুচবিহার) কিরাত চীন দেখিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনায় দেশের নাম পর পর থাকিলে আমাদের আরও উপকার হইত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্বের উত্তর খণ্ডে কূর্মচক্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তিনি লেখেন নাই। ইহাতেও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যদেশের দক্ষিণে বিন্ধ্য। পূর্বে গয়া কাশী। পূর্বদেশে মগধ শোন বারেন্দ্রী গৌড় রাঢ় বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্জ্যোতিষ উদয়গিরি (পুরাণেও আছে, আসাম হইতে বর্মার পর্বত)। অগ্নিকোণে অঙ্গ বঙ্গ ত্রিপুরা উপবঙ্গ কোশল কলিঙ্গ উড্র অন্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যা বিদর্ভ শবর। আশ্চর্যের বিষয়, এই কূর্মচক্রেও ঈশানে কাশ্মীর।† সেখানে গঙ্গাদ্বার। অতএব আসামে কাশ্মীর খুজিলে চলিবে না।

---

* কপিশ ও কংসবর্ণ এক প্রকার। কালিদাস কপিশা নাম শুনিয়াছিলেন, কি কোন এক নামের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন, কে জানে। কিন্তু শব্দার্থ দ্বারা বিচার হইতে পারে না। ঘাটালে শিলাই নদী। সেখানকার এক পণ্ডিত ইহাকে বেদের দৃষদ্বতী স্থির করিয়াছেন। কারণ, শিলাবতী ও দৃষদ্বতী নামের অর্থ এক।

† যে দিকে ঈশান মহেশের নিবাস, সে দিক্ ঈশান। এইরূপ অর্থ করিলে ঈশান দিকে কাশ্মীর হইতে পারিত। কিন্তু দিক্ নির্ণয়ে এই অর্থ চলে না।

অঙ্গদেশ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। দ্রষ্টব্য, 'তমোলিপ্ত' পূর্বদেশে, এবং বারেন্দ্রী নামের সময়েও তমোলুক হয় নাই!

ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ শতকের পর সুহ্ম নাম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া ইহার রাঢ নাম চলিয়াছে। নামটি নূতন নয়। সং রা-ধ, প্রাকৃত মুখে রাঢ. রাঙ. লাড. লাট. হইয়াছিল। সং আ-ধি হইতে আড়ি (আড়ি রাখা), সং শ্রেধী, পরে শ্রেঢী, জৈন গ্রন্থে সে-ডী। জৈন গ্রন্থে রা-ড নাম আছে। লিখিত আছে, জৈন দেখিলে লোকে কুকুর লেলাইয়া দিত। ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। এখনও লোকে দিগম্বর দেখিলে পাগল মনে করে। পার্শ্বনাথ পাহাড় রাঢ়ের অন্তর্গত বলা চলে। "রাধো বিশাখে," অথর্ববেদে আছে (১৯।৭)। বিশাখ, দ্বিশাখ। দুই শাখায় গঙ্গা বিভক্ত বলিয়া দেশের নাম রাধ। গ্রীকেরা বলিত গঙ্গারাড়ি, অর্থাৎ গঙ্গারাঢ-ঈ। রাধন, সাধন, প্রাপ্তি। বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্র অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে সঙ্কর বর্ণ দেখিয়া দোষ দিয়াছেন, কিন্তু সে দেশে কে তীর্থযাত্রা করিতেন? বৌধায়ন খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দের এ দিকে ছিলেন না। তাঁহার নিবাস দক্ষিণাপথে অনুমান হয়। তখন কলিঙ্গ বঙ্গ জানা ছিল। সুহ্ম অবশ্য জানা ছিল; না থাকিলে গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে পারিত না। দূরদেশবাসী বঙ্গ নামে সুহ্মও বুঝিতেন। রাধা বিশাখা, রাধ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। বোধ হয়, পুরী শব্দের বিশেষণে রাঢা হইয়াছিল। সুহ্ম নামের অর্থ শোভা, রাঢা নামেরও অর্থ শোভা। মেদিনী-কোষ লিখিয়াছেন, "রাঢা স্ত্রী সুহ্মশোভয়োঃ।" রাঢা অর্থে সুহ্ম ও শোভা। বোধ হয়, বর্দ্ধমান নগর রাঢা পুরী। বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বভাগে গঙ্গাকূলে বঙ্গের ব্রাহ্মণের আদিবাস ছিল। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে দম্ভোক্তি, "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢা পুরী", গৌড় রাষ্ট্র অনুত্তম, কিন্তু রাঢা পুরীর উপমা নাই। বোধ হয়, ভূরিশ্রেষ্ঠী (হুগলী জেলায় দামোদরের পশ্চিম কূলে) সে রাঢা পুরী। সে যাহা হউক, সুন্‌ভ ও রাধ ধাতু অনার্য ভাষায় পাওয়া যাইবে না। কেহ কেহ সং রা-টি শব্দের রা ড, আর রা-ধ শব্দের রা-ঢ, রা-ড শব্দে গোল করেন। এই দুই শব্দের বুৎপত্তি ও অর্থ ভিন্ন। সং রা-টি অর্থে যুদ্ধ। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে "আমি গো চোয়াড় রাড়", এখানে রাড়, রাটি হইতে, যুদ্ধ-প্রিয়, কলহপ্রিয়। রেড়ো ব্যবহার, দ্বন্দ্বপ্রিয়তা; রেঢ়ো ব্যবহার আর্যতা।

কেহ আত্ম-শ্লাঘা, কেহ আত্ম-গ্লানি করিয়া তৃপ্ত হন। বঙ্গদেশ সে দিন-কার, বাঙ্গালী এই সে দিন আর্যসংস্পর্শে আসিয়াছে, যেন সব নখদর্পণে। এই বিমুখী মতির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিব না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রা দস্যু, শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্যেরা অসুর। তথাস্তু। প্রথমে ব্রাহ্মণদ্বয়ের কাল নির্ণীত হউক, পরে উক্তির সার্থকতা বিবেচনা করা যাইবে। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে, বঙ্গা পক্ষী জাতি। আত্ম-গ্লানি-প্রবৃত্তি পণ্ডিত অর্থ করিলেন,—পাখী কিচির-মিচির করে, বঙ্গা অনার্যভাষী ছিল। কিন্তু অমুক লোকটি যেন পাখী, বলিলে বুঝি, লোকটি ক্ষীণদেহ। আর্যেরা স্থূল দীর্ঘদেহ ছিলেন, তাহাঁদের তুলনায় বঙ্গা পক্ষী তুল্য ছিল। এখনও বাঙ্গালী পক্ষী জাতি। তাহা হউক, কৌটিল্যের সম্রাট্ বঙ্গের শ্বেতস্নিগ্ধ, পৌণ্ড্রের শ্যামমণি-স্নিগ্ধ দুকূল উত্তম এবং বঙ্গের

কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ভাণ্ডারে রাখিতেন। বঙ্গের কার্পাস বস্ত্র অকস্মাৎ শ্রেষ্ঠ হয় নাই এবং একদিনে জগদ্‌বিখ্যাত হয় নাই। কত কাল অতীত হইলে এবং কে ভোগ করিতে থাকিলে অতসীর দুকূল ও কার্পাসের বস্ত্র উত্তম হইতে পারে? পৌণ্ড্রের ক্ষৌম ও পৌণ্ড্র ও সুবর্ণ-কুড্যের (আসামের) পত্রোর্ণ (এড়ি ও মুগা) কৌটিল্য ব্যাখ্যা করিবার বহু পূর্ব হইতে উৎপন্ন হইতেছিল। কে পরিধান করিত? অল্প দিন হইল, মহাস্থান (বগুড়ার নিকট, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) খুড়িতে খুড়িতে এক লিপিতে 'সংবঙ্গেয়' নাম পাওয়া গিয়াছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের। পুরাণে বঙ্গেয় ও প্রবঙ্গেয় নাম আছে। নামগুলি পুরাণে লিখিত হইবার পূর্ব্বে দেশগুলি নিশ্চয় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, খ্রিষ্টের অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্গদেশ আর্যদিগের সম্পর্কে আসিয়াছে, এবং স্বাধীন ভাবে বিশেষ হইয়া রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালীকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়াছেন।

৫। গ্রাম

কতকগুলি 'ঘর' লইয়া গ্রাম। মানুষ যেখানে অন্ন পান ইন্ধন ও সহচর পায়, যেখানে আধি ও ব্যাধি নাই, সেখানে বাস করে। যে ভূমি স্বভাবতঃ উচ্চ ও দৃঢ়, সে ভূমিতে বাস্তু; যে ভূমি স্বভাবতঃ উর্বরা ও নিম্ন, সে ভূমিতে কেদার বা কৃষিক্ষেত্র করে। নিকটে পবিত্র স্বচ্ছতোয়া নদী, কিছু দূরে গৃহাদি নির্ম্মাণের কাষ্ঠের ও ইন্ধনের বন, ঘৃত দুগ্ধের নিমিত্ত বনপ্রান্তে গোপের বাথান। এই সকলের যোগ সর্বত্র ঘটে না। পূর্বকালে ভূমি অপর্যাপ্ত ছিল, গ্রামের স্থান বাছিতে পারা যাইত। পবিত্র-নীরা নদীর তীরভূমি উচ্চ হইলে লোকে সেখানে গ্রাম বাঙ্গা করিত। লোক-বৃদ্ধি হইলে নদী হইতে দূরে গ্রাম করিত। মনুর গ্রাম কূর্মপৃষ্ঠ, চতুষ্পার্শ্বে চারি শত হস্ত গোচর, গোচরের পর কৃষিক্ষেত্র।

কৌটিল্য গ্রামের পরিমাণ দিয়াছেন। গ্রাম বিস্তারে এক ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ, এক শত হইতে পাঁচ শত ঘর। "শুক্রনীতিসারে" (গুজরাট অঞ্চলে) এক ক্রোশে গ্রাম, কিম্বা যাহার বার্ষিক রাজস্ব সহস্র রূপ্য কর্ষ। এক ক্রোশে গ্রাম, আট হাজার বিঘায়। "ঘর" এক শত, লোক পাঁচ শত। অতএব জনপ্রতি ষোল বিঘা পড়িত। স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইতে পারিত। এখন বঙ্গদেশে তিন বিঘাও নয়।

মনু প্রজাপালন নিমিত্ত গ্রামে, দশ গ্রামে, বিংশ গ্রামে, শত গ্রামে, সহস্র গ্রামে 'পতি' নিযুক্ত করিতেন। গ্রামবাসীরা রাজকর ব্যতীত রাজাকে প্রত্যহ অন্ন পান ইন্ধনাদি দিত। গ্রামপতি বা গ্রামিক তাহা বৃত্তি-স্বরূপ ভোগ করিতেন। দশগ্রাম-পতি এক 'কুল', * বিংশগ্রামপতি পঞ্চ 'কুল', শতগ্রাম-পতি এক গ্রাম, এবং সহস্রগ্রাম-পতি এক পুর বৃত্তি পাইতেন।

---

* 'কুল' পরিভাষা অন্যত্র পাওয়া যায় না। অমরকোষের কুল্য শব্দের টীকায় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, "কুলং বা হলমুচ্যতে।" অর্থাৎ ১ কুল = ১ হল। বোধ হয়, ১ কুল (পরিবার) ভরণ পোষণ করিতে যত জমির চাষ আবশ্যক, এক কুল জমি তত। কুল্লূক ভট্ট বলেন, তিন জোড়া বলদের হালে কর্ষণীয় ভূমি। পূর্বকালে সারাদিন চাষের জন্য প্রতি লাঙ্গলে দুই তিন জোড়া বলদ রাখা হইত। তথাপি এক হালে বিশ বিঘার অধিক হইবে না।

কৌটিল্যও গ্রামিক অবশ্য নিযুক্ত করিতেন। গ্রাম বড় হইলে প্রতি পাঁচখানা গ্রামের এবং ছোট হইলে প্রতি দশখানা গ্রামের অধিকৃত গোপ (গোপ্তা) নিযুক্ত করিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ১, ৫, ১০, ২০, ১০০, ১০০০ গ্রাম লইয়া দেশ বিভক্ত হইত। ইহা স্বাভাবিকও বটে। বঙ্গীয় তাম্রশাসনে পাই, কয়েকটি গ্রাম লইয়া 'মণ্ডল', কয়েকটি মণ্ডল লইয়া 'বিষয়' এবং কয়েকটি বিষয় লইয়া 'ভুক্তি' ছিল। গ্রাম একক্রোশী হইলে বোধ হয়, পাঁচ ক্রোশে মণ্ডল, বিশ ক্রোশে বিষয় হইত। গ্রামের পর গ্রাম না থাকিলে এই বিধির অন্যথা করিতে হয়। তখন গ্রাম গণিয়া মণ্ডল ও বিষয়। তখন দশ ক্রোশে মণ্ডল, পঞ্চাশ ক্রোশে বিষয় হইতে পারে।

গ্রাম বৃহৎ হইলে তাহার অর্ধাংশের বা একদেশের নাম পা-টক, বাং পা-ড়া। শুক্রনীতিসারে (পশ্চিম-ভারতে) পল্লী। বঙ্গদেশে পল্লী নাই, পল্লীগ্রামও নাই। কোন গ্রামের নামে পল্লী নাই। আছে গাঁ, পাড়া। বলি পাড়া-গাঁ, পাটকতুল্য ক্ষুদ্র গ্রাম। সং প-ট হইতে বাং পা-ট শব্দে পত্রাকার সমভূমি, বাস-ভূমি, বাস-ভূমির সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র বা মাঠের অংশ। মাঠকে ওড়িয়াতে পা-ট. বলে। বোধ হয়, সং প্রস্থ (উচ্চ সমভূমি) হইতে বাং মাঠ। শ্রীযুত ভট্টশালী সং প্র-স্তর শব্দের মুখ্যার্থ বিস্তীর্ণ সমভূমি দেখাইয়া দিয়াছেন। প্র-স্তর শব্দের গৌণার্থ পাষাণ বটে, কিন্তু স্তরীভূত পাষাণ। যে পাষাণে স্তর লক্ষিত হয় না, সেটা প্রস্তর নয়। অ-কৃষ্ট মাঠের নাম চ-ত্ব-রক, কৃষ্ট হইলেও চ-ত্ব-রক; ইহা হইতে বাং চ-ক। চকের আকার নির্দ্দিষ্ট নাই, না থাকিলেও অবশ্য পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, চারি খণ্ডে ভাগ করিতে পারা যায়। পরিমাণে চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘা হইতে তিন চারি হাজার বিঘা হইতে পারে। মাঠের কিয়দংশ আইল কিম্বা বৃক্ষ দ্বারা ঘেরিয়া লইলে, নাম বে-ড় (বেষ্ট), কিম্বা বা-ড়ি-য়া (বাটিকা)। বৃক্ষ, পুষ্করিণী, মন্দির প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী মাঠের নাম ত-লা। যেমন, খেজুরতলার মাঠ। নদী খাল বিল থাকিলে তাহাদের নামে সংলগ্ন মাঠের নাম হয়। এই সকল প্রচলিত নাম স্মরণ রাখিলে শাসন-প্রদত্ত ভূমির স্বরূপ বুঝিবার সুবিধা হইবে। পরে উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

৬। জমির মাপে ত্রিবিধ মান

জমি নির্দ্দেশ করিতে হইলে তিনটি বিষয় বলিতে হয়,—কোথায় জমি, কত জমি, কেমন জমি। অমুক বিষয়ের অমুক মণ্ডলের অমুক গ্রামে দশ বিঘা জমি আছে, এরূপ বর্ণনায় জমির গুণ বলা হইল না। সে জমিতে উৎপাদ্য ধান্য দ্বারা উত্তম, মধ্যম, কি অধম, বুঝিতে পারা যায়। এই হেতু দেশপ্রচলিত ত্রিবিধ মান জানিবার প্রয়োজন হয়। অঙ্গুল দ্বারা মান, আয়াম বা 'প্রমাণ'; তুলাদ্বারা 'উন্মান'; ভাণ্ড দ্বারা 'পরিমাণ'। জমির আয়াম ও প্রকৃতি জানাইতে ত্রিবিধ মানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জমি সুলভ হইলে দুই চারি বিঘার এদিক্ ওদিক্ গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু মূল্যবান্ হইলে কত হস্ত, কত অঙ্গুলের হস্ত, কত যবোদরের অঙ্গুলের হস্ত ইত্যাদি বিচার আবশ্যক হইয়া থাকে। পূর্বকালে অ-কৃষ্ট ভূমির এত মাপ-জোখ ছিল না। তখন বলা হইত, (১) বুনিতে এত ধান লাগে,

(২) এত ধান জন্মে, (৩) এত লাঙ্গল লাগে। লোকে মোটামুটি বুঝিতে পারিত। কালক্রমে এই তিন বিধির দ্বারা জমির মাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মগধের সহিত বঙ্গের সম্পর্ক বহু কালের। অন্য দেশের মান না দেখিয়া মগধ মান দেখি। ইহার সহিত বঙ্গদেশীয় মান মিলাইলে তথ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। মগধ মান কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ও শ্রীধরকৃত "ত্রিশতিকা"য় পাওয়া যায়। শ্রীধর তিন শত আর্যাশ্লোকে লোকব্যবহারোপযোগী গণিত-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিন শত আর্যা থাকাতে গণিতের পুস্তকের নাম ত্রিশতিকা। শ্রীধরের আর্যার আদর্শে শুভঙ্করী আর্যা হইয়াছিল। শুভঙ্করী আর্যা নামের হেতু এই। শ্রীধরের নিবাস জানা নাই। তিনি খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম শতকে ছিলেন। শ্রীধরের পরিভাষা এই,—

(১) মুদ্রা।

ষোড়শপণঃ পুরাণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুষ্কেণ।
পঞ্চাহতৈশ্চতুর্ভির্বরাটকৈঃ কাকিণী হোকা॥

অর্থাৎ,

২০ কড়ি = কাকিণী
৪ কাকিণী = পণ
১৬ পণ = পুরাণ

(২) উন্মান বা তুলামান (বা পৌতব)।

মাষো দশার্ধগুঞ্জঃ ষোড়শমাষো নিগদ্যতে কর্ষঃ।
স সুবর্ণস্য সুবর্ণস্তৈরেব পলং চতুর্ভিশ্চ॥ ৫।

অর্থাৎ

৫ গুঞ্জ = মাষ
১৬ মাষ = কর্ষ। ১ কর্ষ সুবর্ণ = সুবর্ণ (মুদ্রা)
৪ কর্ষ = পল

শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ, ত্রিবিধ গুঞ্জ আছে। ছোট ও বড় জাতেরও আছে। ছোটরই ব্যবহার দেখা যায়। তিনই ওজনে প্রায় সমান, ১·৪ গ্রেণ। তদনুসারে ১ মাষ = ৭ গ্রেণ, ১ কর্ষ = ১১২ গ্রেণ। টাকা ১৮০ গ্রেণ। অতএব ১ কর্ষ প্রায় ॥৵০ আনা, ১ পল ২॥০ তোলা। মনু, কৌটিল্য ও অমরকোষেও এই।

মাষ মাষ-কলাই, কর্ষ বহেড়া ফল, ওজনে প্রায় এত এত গ্রেণ। কর্ষ একটা পয়সা অপেক্ষা কিছু ভারী। এইরূপ নানা ফল ও বীজনামে মানের নাম হইয়াছিল। "সুবর্ণ" 'ষোড়শ-বার্ণিক' ॥৵০ আনা খাঁটি সোনা। 'গিনি' ১২৩·২৭ গ্রেণ = ॥৵১৯॥০। কিন্তু ইহা ষোড়শ বার্ণিক নহে, ১৪৬ বার্ণিক। ষোড়শবার্ণিক করিলে গিনিতে ১১৩ গ্রেণ সোনা হইবে। অবিকল প্রাচীন 'সুবর্ণ'। নানা বর্ণের সোনাকে 'একবর্ণ' করিবার নিমিত্ত 'সোনা কষায়' আর্যা রচিত হইয়াছিল। ৪ সুবর্ণে নিষ্ক = ২॥০ তোলা সোনা। নিষ্ক সংজ্ঞা ঋগ বেদে আছে।

বোধ হয়, শ্রীধরাচার্যের কালে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল না। তিনি রূপ্য পুরাণ গণিয়াছেন। 'পুরাণ' নাম মনুতে আছে। মনুতে

২ কৃষ্ণল=রৌপ্য মাষ

১৬ মাষ=রৌপ্য ধরণ বা পুরাণ

দেখা যাইতেছে, ইহা বর্ত্তমান রূপার সিকি ওজনের রৌপ্য। কৌটিল্যে ধরণ ।/১০। স্বর্ণ রূপ্য তাম্র, ত্রিবিধ ধাতুর ধরণ হইত। মনুতে ১ কর্ষ তাম্র=কার্ষাপণ বা পণ। ওজনে ১·১২ পয়সা পণ নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এই তাম্রমুদ্রাদ্বারা বেচা কেনা হইত, অপরাধের দণ্ড হইত। মেদিনীও লিখিয়াছেন, "পণো কার্ষাপণে"। যে পণ, সে কার্ষাপণ, এক কর্ষ তাম্র।

কিন্তু কার্ষাপণের অন্য অর্থ রূপ্য রূপক (রূপিকা রূপিআ, রূপি) ছিল। তখন কার্ষাপণ, কাহণ, কিন্তু ওজনে ।০ তোলা। পণ তাম্রময় পয়সা, ৮০ কড়ি। রূপ্য মুদ্রার ষোল ভাগের ১ ভাগ রূপ্য মাষ। রূপ্য মাষ মুদ্রা ছিল কি না, সন্দেহ। দেখা যাইতেছে, সে কালে রূপা সুলভ ছিল না। কাকিণী নামটি মাষ-চতুর্থ-ভাগ ও পণ-চতুর্থভাগ, দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত। কাকিণী হইতে বাঙ্গালায় কাক, কানি। বোধ হয়, ত্রিবিধ ধাতুমুদ্রার মূল্যের অনুপাত এই ছিল,—

৮০ কপর্দক=১ পণ

১৬ পণ =১ পুরাণ

১৬ পুরাণ =১ সুবর্ণ

কপর্দক পুরাণ, পুরাণ মূল্যের কপর্দক, ১ কাহণ কড়ি। কিন্তু কড়ির মূল্য ঊনাধিক হইত। এই হেতু "কড়ি কষা"র গণিত ছিল।

(৩) ভাণ্ডমান।

খার্যেকা ষোড়শভির্দ্রোণৈশ্চতুরাঢকো ভবেদ্দ্রোণঃ।

প্রস্থৈশ্চতুর্ভিরাঢক একঃ প্রস্থশ্চতুঃকুড়বঃ॥

অর্থাৎ

৪ কুড়ব =১ প্রস্থ

৪ প্রস্থ =১ আঢক

৪ আঢক=১ দ্রোণ

১৬ দ্রোণ=১ খারী

অন্যত্র (৬১ এর আর্যায়) শ্রীধর ধান্যাদি মাপের খারী এক ঘন-হস্ত বলিয়াছেন।*

* উপর হইতে সমভূমিতে ধান্য ঢালিলে 'রাশি' হয়। শ্রীধর রাশীকৃত ধান্য খারী দ্বারা পরিমাপের সূত্র দিয়াছেন, পরিধির ষডংশ বর্গ × উচ্ছ্রয়। যথা, পরিধি ৩৬, উচ্ছ্রয় ৪ হস্ত, ফল ৬ × ৬ × ৪ = ১৪৪ ঘন হস্ত বা মগধ খারী। তিনি ব্যাসের তিন গুণ পরিধি ধরিয়াছেন। লীলাবতীও ধান্যরাশি-ব্যবহার দিয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় খারী=১ ঘন হস্ত, এই মাপ ছিল। ইহার প্রমাণ দিতেছি। ৯ বৎসর পূর্বে ছাতনায় এক গুরু মহাশয়ের হাতে লেখা একখানা বই পাইয়াছিলাম। ইহার সমাপ্তি এই,

থারী নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্‌বেদে আছে। সায়ণ কলশ বলিয়াছেন। শ্রীধরের এক ঘন-হস্ত থারী, মগধথারী। ইহার পরিমাণ দ্বিবিধ ক্রমে অনুমান করিতে পারা যায়। (১) ১ থারী = ১ ঘনহস্ত = ২৭/৮ ঘন ফুট। এত জল ওজনে প্রায় ১০২ তোলা। কিন্তু মাষ কিম্বা চাউল স-চূড় হইলেও ওজনে এত হইবে না। ১৬ পাত্র স-চূড় চাউল ১৩ পাত্র জলের সমান। অতএব এক থারী চাউল ৮৩ তোলা। ধান্য আরও কম হইবে। ১৬ পাত্র চাউল প্রায় ২১ পাত্র ধান্যের সমান ; মোটামুটি এক থারী ধান্য ৬৪ সের ধরি। এক দ্রোণ ধান্য ৪ সের। দ্রোণ কলশাকৃতি। সাধারণতঃ কলসী ৪।৫ সেরই বটে। (২) কৌটিল্য হইতে পাইতেছি, এক এক ব্যবহারে পরিমাণ ভেদ হইত। বড় দ্রোণে ২০০ পল মাষ ধরিত। দ্রোণ প্রায় ৬।৵ সের। ধান্য ৪৸০ সের হইবে। ইহার চতুর্থাংশ আঢক,* আঢকের চতুর্থাংশ প্রস্থ, প্রস্থের চতুর্থাংশ কুড়ুব। কুড়ুব ও কুডব এক। মোটামুটি দ্রোণ ৫ সের, থারী ২ মণ ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ কোথাও দ্রোণ ৪ সের, কোথাও ৫ সের হইত।

(৪) অঙ্গুলমান।

হস্তোঽঙ্গুলবিংশত্যা চতুরন্বিতয়া চতুঃকরো দণ্ডঃ।
তদ্দ্বিসহস্রং ক্রোশো যোজনমেকং চতুঃক্রোশম্‌ ॥ ৭ ।

অর্থাৎ

২৪ অঙ্গুল = ১ হস্ত
৪ হস্ত = ১ দণ্ড
২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ
৪ ক্রোশ = ১ যোজন

"আমি অত্যন্ত অজ্ঞ অঙ্কে কিছু জানি না. সমুদ্রের কনা মাত্র দেখে দেখে লিখিলাম জানিবে। সন ১৩০০।১ বৈশাখে এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। লেখক শ্রীক্ষেত্রনাথ মজুমদার, জাতী বোদ্য। ছাতনানিবাসী বোদ্য কুলে উপাদান। মম পিতা দামোদর ধরিয়া আখ্যান ॥ ক্ষেত্রনাথ দাস বলী মোর নাম হয়। এই মত অঙ্ক পুস্তক সমাপ্ত যে হয় ॥" বইখানি পড়িয়া তাঁহার গণিতে অসাধারণ জ্ঞান ও অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। বুঝিতেছি, তাঁহাকে ইদানীর ছাপা বই পড়িয়া পাটীগণিত ও পরিমিতি শিখিতে হইয়াছিল। কিন্তু শুভঙ্করী ও সে কালের প্রচলিত বহু অঙ্কে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। দুরূহ অস্থিত-পঞ্চক হইতে কৌতুকাবহ অঙ্ক পাতন-সহ কষিয়া দেখাইয়াছেন। অনেক কষার নামও শুনি নাই। বোধ হয়, তিনি পুরাতন বই পাইয়াছিলেন। সমগভীর পুষ্করিণীতে কত থারী জল আছে, রাশীকৃত ধান্য কত থারী, তাহা গণিবার সঙ্কেত দিয়াছেন। ধান্যের রাশি করিলে তাহার পরিধির সহিত উচ্ছ্রয়ের একটা অনুপাত পাওয়া যায়। দেখিতেছি, পরিধির নবাংশ উচ্ছ্রয় ধরা হইত। ইহার পর শ্রীধরের সূত্র। বাঁকুড়ার গৃহস্থের ঘরে এখনও বেতের থারী রাখা হয়, ৫ থারী ধান্যের রাশির চূড়ায় ধান্যপূর্ণ থারী রাখিয়া লক্ষ্মী পূজা করা হয়। কিন্তু থারীটি ॥৵০ পোয়া অর্থাৎ পুরাকালের প্রস্থ হইয়া গিয়াছে। যাহারা (চুণের) ঘষিম বিক্রয় করে, তাহারা ঘষিমের রাশি করিয়া সরু দোড়ী দ্বারা চূড়ার উপর দিয়া রাশির এক পাশের তল হইতে অন্য পাশের তল পর্যন্ত মাপে, দোড়ীতে গাঁইট থাকে, তদ্দ্বারা কত ঝুড়ী বুঝিতে পারে।

মান-পাত্র নির্মাণ এক কলা। কৌটিল্য শুষ্ক দারুময় পাত্র করিতে বলিয়াছেন। মানভূম ও বাঁকুড়ায় এইরূপ পাত্র নির্মিত হইতেছে। পিতলেরও হয়। দুইই সুন্দর, সুরূপ ও স্থায়ী। বেতের হউক, কাঠের হউক, মাষ কিম্বা চাউল দিয়া মাপিয়া দেখিলেই হয় না, চূড়াটি চতুর্থাংশ হওয়া চাই। মুখে মুখে মাপিলে তিন পোয়া হইতে হইবে। গুণাপণা চাই।

* ৫০ পলে আঢক। আঢক দ্বারা বৃষ্টি পরিমিত হইত। বরাহের বৃহৎসংহিতায়, এক হস্ত ব্যাসের কুণ্ডে ৫০ পল বৃষ্টি হইলে ১ আঢক। বর্তমান কালের পরিভাষায় প্রায় আধ ইঞ্চি। বর্ষা ২০ আঢক, ইহার অর্ধ দশ ইঞ্চি। কুণ্ড নাম বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত হইয়াছে, ওড়িয়াতে গামলা নাই, আছে কুণ্ড।